সুন্নী তোহফা
বা
নামাযে মুস্তাফা

লেখক:-

নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারী

M.A (Arabic), Research (theology)
Azhar University, Cairo, Egypt,
English (Diploma) America
University, Cairo

পরি বেশনায়:-
ফিক্‌রে রেজা দারুল ইফতা
পূর্ব বর্ধমান

প্রকাশনায়:-
মুসলিম বুক ডিপো, ষ্টার মার্কেট, কালিয়াচক, মালদা
যোগাযোগ:-৯৭৩৩২৮৮৯০৬/৯৬৮৭৮১৮৯৮৭

পুস্তকের নাম:- সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা
লেখকের নাম ও ঠিকানা- মোহাম্মাদ নূরুল আরেফিন রেজবী
গ্রাম:-দুবরাজহাট,পো:চন্ডীপুর বেড়ুগ্রাম
জেলা:-বর্ধমান,পিন -৭১৩১৪২

প্রথম প্রকাশ ঃ-১০ মহরম,১৪৩৭হিজরী (অক্টোবর ২০১৫)
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ-১০ মহরম ,১৪৩৮ (অক্টোবর;২০১৬)
তৃতীয় প্রকাশ ঃ- ১৪৩৯ হিজরী (২০১৭)
চতুর্থ প্রকাশ ঃ- ১০ মহরম,১৪৪০ (সেপ্টেম্বর ঃ ২০১৮)
পঞ্চম প্রকাশ ঃ রবিউস সানি ,১৪৪২ (ডিসেম্বর ; ২০২০)
টাইপ সেটিং-ফিকরে রেজা অ্যাকাডেমী, পূর্ব বর্ধমান
প্রকাশনা ঃ-মুসলিম বুক ডিপো
পরিবেশনা ঃ -ফিকরে রেজা দারুল ইফতা
হাদীয়া:- একশত টাকা (১০০/-)

বিশেষ সতর্কীকরণ

এই পুস্তকের কপি রাইট ফিকরে রেজা দারুল ইফতা'র সর্বসত্ব সংরক্ষিত, পুস্তকের নকল কপি ছাপানো আইনত দন্ডনীয় ।

৭৮৬/৯২/৯১৭

লেখকের বক্তব্য

ঈমান নিয়ে আসার পর একজন মুসলমানের প্রধান কর্তব্য হল নামায আদায় করা। মহান আল্লাহর দরবারে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা হল তার গুরু দায়িত্ব। নামাযের মধ্য দিয়ে বান্দা স্বীয় রবের নৈকট্য লাভ করে। আর এই নামাযের মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম পদ্ধতি। এই সকল নিয়ম পদ্ধতি বাস্তবায়িত করার একমাত্র উপায় হল আক্বায়ে নেয়ামত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাবে নামায আদায় করেছেন সেভাবে নামায আদায় করার।

সমগ্র বিশ্বের সিংহভাগ মুসলমান হানাফী তথা ইমাম আযাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাযহাবের অনুসারী। ইমাম আযাম,হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নামায আদায়ের সঠিক যে পদ্ধতিটি কোরান ও হাদিসের আলোকে বর্ণনা করেছেন,সে পদ্ধতি অনুসারে আমরা নামায আদায় করে থাকি।

বর্তমানে লা মাযহাবী নামধারী একটি বাতিল ফিরকা বিভিন্ন দূর্বল ও বাতিল হাদিস দ্বারা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায আদায়ের সঠিক পদ্ধতিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের এই সব ধৃষ্টতা কোরান ও হাদিসের বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বইটির মধ্যে তাদের ঐ সকল কু - প্রচেষ্টা গুলিকে অকাট্য দলীল দ্বারা খন্ডন করার সাথে সাথে কোরান ও হাদিসের আলোকে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঠিক নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। হানাফি মাযহাবের প্রতিটি নরনারী বইটি পড়ে মহান আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে সঠিক ভাবে নামায আদায় করলে আমার এ প্রচেষ্টা স্বার্থক বলে মনে করব।

খাক পায়ে ইমাম আযাম

নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারী

পঞ্চম সংস্করণ সম্পর্কে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ
حَمَلَةِ الدِّيْنِ الْقَوِيْمِ

মহান আল্লাহ পাকের নিমিত্তে সমস্ত প্রশংসা, যিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে 'সুন্নী তোহ্ফা বা নামাযে মুস্তাফা' পুস্তকটি বাংলা,অসম সহ বাংলাভাষীদের সিংহভাগ মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। সঠিক ফিক্হ হানাফী ও সহীহ হাদীসের আলোকে একদিকে যেমন দলীল সহকারে প্রতিটি মাসলা পেশ করা হয়েছে , অপরদিকে সহীহ হাদীসের দলীলাদি পেশ কবে ওহাবী তথা লা-মাযহাবীদের গলায় উলংগ তলোয়ার চালানো হয়েছে। এর ব্যপক চাহিদা থাকার কারণে এবং মুসলিম বুক ডিপোর কর্ণধার আব্দুর রাউফ ভাইয়ের অনুরোধে পঞ্চম সংস্করণের কাজ শুরু করলাম । বহুস্থানে ভ্রম সংশোধণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীতও যদি আরও কিছু ত্রুটি নজরে আসে তাহলে অবশ্যই জানাবেন ।

মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দুআ চাই মহান আল্লাহ্ পাক যেন স্বীয় হাবিবের ওসীলায় এটি আমার নাজাতের জারিয়া বানিয়ে দেন।

(আমীন)

মোহাম্মাদ নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

রবিউস সানী ১৪৪২হিজরী; নভেম্বর ২০২০

সূচিপত্র

বিষয়	পৃঃ
১.ইসলাম	**13**
২. ঈমান	13
৩. মুমিন	14
৪. আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কিত আক্বীদা	14
৫নবুওত সম্পর্কিত আক্বীদা	14
৬.ফেরেশ্তা সম্পর্কিত আক্বীদা	15
৭.ক্বীয়ামত ও হাশর	16
৮.**কুফরের বর্ণনা**	16
৯ .**নামায**	17
১০. **নামাযের ফজিলত**	17
১১.নামাযের **শর্তসমূহ**	18
১২.গোসলের বর্ণনা	19
১৩.যে যে কারণে গোসল ফরয হয়	19
১৪.গোসলের নিয়মাবলী	19
১৫. ওজুর বর্ণনা	22
১৬. ওজুর ফরয	22
১৭.ওজুর সুন্নাত	22
১৮.ওজুর ভঙ্গের কারন	22
১৯.ওজুর নিয়মাবলী	23
২০.ওযুর বিভিন্ন দোআ	24
২১.তায়াম্মুমের বর্ণনা	25
২২.তায়াম্মুমের নিয়াত	26
২৩.নামাযের ২য় শর্ত	27
২৪.নামাযের ৩য় শর্ত	28
২৫.নামাযের ৪র্থ শর্ত	28
২৬.নামাযের নিষিদ্ধ সময়	28
২৭.নামাযের ৫ম শর্ত	29

সূচিপত্র

বিষয়	পৃঃ
২৮.নামাযের ষষ্ঠ শর্ত	29
২৯.আযানের বর্ণনা	29
৩০.আযানের নিয়ম	29
৩১.আযানের উত্তর দানের পদ্ধতি	30
৩২.হুযুরের নাম শুনে আঙ্গুল চুম্বন দেওয়া মুস্তাহাব	32
৩৩.তাসবীব বা স্বালাত পাঠ	33
৩৪. আযানের দোআ	34
৩৫.নামাযের ফরয ৭ টি	34
৩৬.নামাযের ওয়াজিব	35
৩৭.নামাযের সুন্নাত সমূহ	36
৩৮.ক্বেয়ামের সময় সুন্নাত	37
৩৯.রুকুর সুন্নাত সমূহ	38
৪০.সিজদার সুন্নাত সমূহ	38
৪১.বসার সময় সুন্নাত	39
৪২.সালাম ফিরানোর সময় সুন্নাত	40
৪৩.নামায আদায়ের পদ্ধতি	40
৪৪.দ্বিতীয় ধাপ-রুকু	41
৪৫.তৃতীয় ধাপ-সাজদা	42
৪৬ .চতুর্থ ধাপ	43
৪৭.তাশাহুদ	43
৪৮.দরুদে ইব্রাহীম	44
৪৯.দোয়া মাসুরা	45
৫০. দুয়ার সময় হাত উঠানো	46
৫১.প্রথম তাকবীর ব্যতীত হাত উঠানো নিষেধ	47
৫২.নাভীর নিচে হাত বাধা সুন্নাত	47
৫৩. ইমামের পিছনে ক্বেরাত নিষিদ্ধ	50
৫৪.উচ্চস্বরে আমীন না বলা	54
৫৫.মহিলাদের নামায আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য	56
৫৬.সুরা ফাতিহা	58

সূচিপত্র

বিষয় পৃঃ

৫৭.আয়াতুল কুরসি 59
৫৮.সুরা ইয়াসিন(কতিপয় আয়াত) 60
৫৯.সুরা রহমান 62
৬০.সুরা ক্বদর 63
৬১.সুরা আসর 64
৬২.সুরা ফিল 65
৬৩.সুরা ক্বুরাইশ 65
৬৪. সুরা-মাঊন 66
৬৫. সুরা-কাউসার 67
৬৬.সুরা -কাফিরুন 67
৬৭. সুরা-নাস্‌র 68
৬৮. সুরা লাহাব 68
৬৯.সুরা-ইখলাস 69
৭০. সুরা-ফালাক্ব 69
৭১.সুরা্-নাস 70
৭২.বিভিন্ন নামাযের নিয়াত সমূহ 71
৭৩. ফযরের নামাযের নিয়াত 71
৭৪. যোহরের নামাযের নিয়াত 71
৭৫. আসরের নামাযের নিয়াত 73
৭৬.মাগরিবের নামাযের নিয়াত 74
৭৭.এশার নামাযের নিয়াত 75
৭৮. বেতর নামাযের নিয়াত 76
৭৯.জুমার নামাযের বর্ণনা 77
৮০. জুমার নামাযের নিয়াত 79
৮১.দোয়া কুনুত 81
৮২.ঈদের নামায 82

সূচিপত্র

বিষয় পৃঃ

৮৩.ঈদের নামায আদায়ের পদ্ধতি 82
৮৪. ঈদের দিনের মুস্তাহাব 83
৮৫. কাযা নামাযের বর্ণনা 85
৮৬. কাযা নামায পড়ার সময় 85
৮৭.উমরী কাযা 85
৮৮.উমরী কাযার নিয়াত 85
৮৯.কাযা নামায পড়ার সহজ নিয়ম 86
৯০.কাযা নামাযের নিয়াত 86
৯১. জামায়াতের বর্ণনা 87
৯২..জামায়াত সম্পর্কিত কতিপয় মাসায়েল 87
৯৩.যে যে অজুহাতে জামায়াত ত্যাগ করা যায় 88
৯৪. মহিলাদের জামাতে উপস্থিত হওয়া নিষেধ 88
৯৫. জানাযার নামাযের বর্ণনা 89
৯৬. জানাযার নামাযের নিয়াত 89
৯৭. জানাযার নামায পড়ার নিয়ম 90
৯৮.জানাযার নামাযে ইমাম কে হবে 91
৯৯.মাসজিদের মধ্যে জানাযার নামায মাকরুহ তাহরিমী 91
১০০.একসঙ্গে কয়েকটি জানাযা হলে কীভাবে জানাযার নামায হবে 91
১০১.বিবিধ সুন্নাত ও নফল নামায সমূহ 92
১০২.তাহিয়াতুল ওজু 92
১০৩.তাহিয়্যাতুল মাসজিদ 93
১০৪. তাহাজ্জুদের নামায 93
১০৫.তাহাজ্জুদের নিয়াত 94
১০৬.সালাতুত তাসবীহ 94
১০৭. ইশরাকের নামায 95
১০৮.আওয়াবীন নামায 96

সূচিপত্র

বিষয়	পৃঃ
১০৯. আশুরার নামায	97
১১০.চাশতের নামায	98
১১১. শাবে মেরাজের নামায	98
১১২. শাবে বরাতের নামায	99
১১৩. তারবীহর নামাযের বিবরণ	100
১১৪.তারাবীহ নামায ২০ রাকায়াত	102
১১৫. শাবে ক্বদরের ইবাদত	103
১১৬. শাবে ক্বদরের নিয়াত	104
১১৭.সালাতুল হাজাত	105
১১৮. সালাতুল ইস্তিখারা	106
১১৯. তাওবার নামায	106
১২০.ঋণ পরিশোধের নামায	107
১২১. মৃত ব্যক্তির ক্বাজা নামাযের ফিদিয়া	107
১২২. মুসাফিরের বিবরণ	108
১২৩.মুসাফির হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন কত দুরুত্ব হওয়া প্রয়োজন	108
১২৪. মুসাফিরের নামায	109
১২৫.রোযার বিবরণ	110
১২৬.রোযা ফরয হওয়ার জন্য শর্ত সমূহ	110
১২৭.ইফতারের দুয়া	111
১২৮.রোযার কাফ্ফারা কী ?	112
১২৯.কাফ্ ফারা আবশ্যক হওয়ার শর্ত সমূহ	112
১৩০. যে ভাবে রোযা ভঙ্গ হলে কাযা ও কাফফারা উভয়ই আবশ্যক	113
১৩১.যে যে ভাবে রোযা ভঙ্গ হলে শুধুমাত্র কাফফারা আবশ্যক	113
১৩২.যে যে ভাবে রোযা ভঙ্গ হলে শুধুমাত্র কাযা আবশ্যক	115
১৩৩.যে যে কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়	117

সূচিপত্র

বিষয়	পৃঃ
১৩৪. যে যে কারণে রোযা মাকরূহ হয়ে যায়	119
১৩৫.যে যে বিষয়ে রোযা ভঙ্গ হয় না	120
১৩৬.রোযা সংক্রান্ত মাসয়ালা	121
১৩৭. ইতিকাফ	122
১৩৮. ইতিকাফে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	122
১৩৯.ইতিকাফ কারী কখন মাসজিদ হতে বের হতে পারবে	122
১৪০. যাকাত	124
১৪১.যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত	124
১৪২. মালিকে নেসাব কাকে বলে ?	124
১৪৩. উশ্র ও ফসলের যাকাত	126
১৪৪.কী কী ফসলের উপর উশ্র ওয়াজিব	126
১৪৫. যাকাতের হক্বদার কারা ?	127
১৪৬. কোন কোন মালের উপর যাকাত ওয়াজিব	128
১৪৭. হিলায়ে শরয়ী কী ?	128
১৪৮. সাদক্বায়ে ফেত্র	128
১৪৯. সাদক্বায়ে ফেত্রের পরিমান	128
১৫০. সাদক্বায়ে ফিত্র কার কার উপর ওয়াজিব	129
১৫১. কুরবানীর বর্ণনা	130
১৫২. কার কার উপর কুরবানী ওয়াজিব	130
১৫৩. কুরবানী পশুর বয়স	130
১৫৪.কুরবানী করার নিয়ম	131
১৫৫ .জবাহ করার নিয়াত	132
১৫৬. আক্বীকা	132
১৫৭. মৃত্যুর বর্ণনা	134
১৫৮. মৃত ব্যক্তির গোসল দেওয়ার পদ্ধতি	134
১৫৯. কাফনের বর্ণনা	136
১৬০. কাফন পরিধানের নিয়ম	136

সূচিপত্র

বিষয়	পৃঃ
১৬১.কবর ও দাফন	137
১৬২. কালেমা সমূহ	139
১৬৩.পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তাসবীহ সমুহ	140
১৬৪.কয়েক প্রকার দরুদ শরীফ	141
১৬৫. দরুদে তাজ	142
১৬৬. দরুদে তুনজিনা	143
১৬৭.কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া	145
১৬৮. ক্বাসীদাবুরদা	148
১৬৯. সালাম	149
১৭০.জুমার খোৎবা	150
১৭১.বিবাহের খোৎবা	151
১৭২. ঈদের খোৎবা	155
১৭৩.নামাযের সময়সূচী	164

উৎসর্গ

শহীদে আযাম হযরাত ইমাম
হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ কারবালা
প্রান্তরের সকল শোহাদাদের উদ্দেশ্যে
তৎসহ
আমার আব্বাজানের রুহের মাগফেরাতের
উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম।
(আমিন বে-জাহে সাইয়েদিল মুরসালিন)

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمنِ الرَّحِيۡمِ

ইসলাম

'ইসলাম' শব্দটি سَلَمٌ শব্দমূল থেকে নির্গত । এর আভিধানিক অর্থ হল: বেঁচে থাকা,নিরাপদ থাকা,নিরাপত্তা পাওয়া ইত্যাদি । পারিভাষিক অর্থে মহান আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদ ও হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযান শরীফের রোযা রাখা এবং হজ্জ্ব করাকে ইসলাম বলা হয়।[১] অন্য ভাষায় বলতে গেলে,দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোকে মুখে স্বীকার এবং অন্তরে সেগুলোর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাকে বলা হয় ঈমান, আর এ বিষয় গুলোকে বাস্তবে পরিণত করাকে বলা হয় ইসলাম।

ঈমান

'ঈমান'শব্দের আভিধানিক অর্থ হল বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন। ঈমান হচ্ছে ঐ সকল বিষয় সমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা, যেগুলো হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন।[২] ঈমান হলো তাসদিকে কলবী বা আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। অন্তরে সন্দেহ সংশয় পুঁতে রেখে কেবল মুখে বিশ্বাসের কথা বললে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নিকট কোন মূল্য নেই। যে কারণে ঈমানদার সেই ব্যক্তিকে বলা হয়,যার অন্তরে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সর্ম্পকে বিন্দুমাত্র সংশয়ও স্থান পাবে না।

১.বোখারী শরীফ ১ম খন্ড২৯ পৃ:,

২. লিসানুল আরাব ১৬:১৬৩,

ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً عامًّا

শারহ আক্বিদাতুত্ ত্বাহাবিয়া ,কানুনে শরীয়ত ১১পৃ:

মুমিন

আভিধানিক অর্থে সত্যায়নকারীকে মুমিন বলা হয়। অন্য অর্থে মুমিন হচ্ছেন তিনি , যিনি অন্যদের নিরাপত্তা দান করেন। মোমিনের জন্য এ কথাটির (দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত) উচ্চারণ করা আবশ্যক যে,আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহর উপর,তার ফেরেশতাদের উপর, তার কিতাব সমূহের উপর,তার রাসুলদেব উপর,মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর, আল্লাহর পক্ষ থেকে ভাল-মন্দ তাক্ব দিরের উপর,হিসাব-কিতাব,মীযান এবং জান্নাত দোযখের অস্তিত্ব সত্য এর উপর।[১]

আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কিত আক্বীদা

আল্লাহ্ হলেন এক । তার যাত (ব্যক্তিসত্ত্বা),সিফাত (গুণাবলী), কার্যাবলী,হুকুমাদি ও নাম সমূহের মধ্যে কোন শরীক নেই। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন,বরং সমগ্র জগৎ তারই মুখাপেক্ষী। তাকে কেও জন্ম দেইনি বরং ,তিনিই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। উপসনার উপযুক্ত একমাত্র তিনিই । তিনি সর্বদায় ছিলেন,সর্বদায় রয়েছেন ও সর্বদায় থাকবেন। তিনি ওয়াজেবুল ওজুদ অর্থাৎ তার অস্তিত্ব অপরিহার্য। তিনি নিরাকার।[২]

**

নবুওত সম্পর্কিত আক্বীদা

নবী ওই ধরণের সম্মানিত মানবকে বলা হয় ,যাঁর কাছে হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা ওহী পাঠিয়েছেন। নবীরা হলেন নিষ্পাপ ।[৩] আল্লাহ তায়ালা নবীদের ইল্‌মে গায়েব দান করেছেন। আসমান জমীনের প্রতিটি অণু পরমানু নবীদের সামনে উদ্ভাসিত । নবীদের জন্য ভুল ত্রুটি হওয়া অসম্ভব। নবীর তাযীম ফরযে আইন বরং সমস্ত ফরযের উর্ধ্বে । কোন

১.আল ফিকহুল আকবার পৃ:১১-১৪

২.কুরআন শরীফ,বোখারী শরীফ,উসুলে বায়দাবী ২৮ পৃ:,কেতাবুল আরবাইন ৯৩ পৃ:, ফিকহুল আকবার,শারহ আক্বাইদে নাসাফী ২৩-২৬ পৃ:,মুসামেরা ২২ ও ২৪ পৃ।

৩.আরবাইন ৩২৯ পৃ:

** এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি আলোচনা করা হল। বিস্তারিত জানতে পাঠ করুন বাহারে শরীয়ত ।

নবীকে অবজ্ঞা করা বা অস্বীকার করা কুফরী। নবীগণ নিজ নিজ কবরের মধ্যে পার্থিব জিন্দেগীর মত স্ব-শরীরে জীবিত আছেন। পানাহার করেন এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাতায়াত করেন।[১] নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আমাদের আক্বা মাওলা হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি শেষ নবী এবং ফিরিশতা,মানুষ,জ্বীন,হুর,গেলেমান,জীব-জন্তু বৃক্ষলতা মোটকথা সারা জগতের জন্য তিনি রহমত স্বরূপ।[২] মুসলমানের জন্য তিনি বিশেষ দয়াবান।[৩] অন্যান্য নবীদেরকে পৃথক পৃথক ভাবে যে কামালিয়াত প্রদান করা হয়েছে ,সেগুলোর সমষ্টি হুযুরকে প্রদান করা হয়েছে। আগে ও পরের সমস্ত সৃষ্টি কুলই হুযুর আলাইহিস্ সালামের মুখাপেক্ষী। যতক্ষণ পর্যন্ত হুযুরের প্রতি মহাব্বাত মা-বাপ,সন্তান-সন্ততি এবং সৃষ্টিজগতের সবকিছু থেকে বেশী হবেনা,ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান গণ্য হতে পারেনা। হুযুরের আনুগত্য মানে আল্লাহরই আনুগত্য। হুযুরের অনুরূপ হওয়া অসম্ভব।[৪] হুযুরের বিশেষ গুণের ক্ষেত্রে কাউকে হুযুরের মত বললে,সে গুমরাহ বা কাফির হবে।[৫]

ফেরেশতা সম্পর্কিত আক্বীদা

ফেরেশতারা নুরের তৈরী। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁদেরকে যে রকম ইচ্ছা সেরকম আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। তাঁরা হলেন আল্লাহর নিষ্পাপ বান্দা। ফেরেশতাদের মধ্যে চারজন হলেন খুবই প্রশিদ্ধ। তাঁরা হলেন হযরত জীব্রাইল,হযরত মিকাইল,হযরত ইস্রাফিল ও হযরত আজরাইল আলাইহিমুস সালাম।[৬] ফেরেশতাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা এবং যে কোন ফেরেশতার সাথে সামান্য পরিমাণ বেআদবী কুফরী।[৭]

১.আবু দাউদ শরীফ,কিতাবুস্ সলাত: নেসাঈ শরীফ কিতাবুল জুমআ।
২.কোরান শরীফ, সুরা আম্বিয়া আয়াত ১০৭
৩.সুরা তাওবা; আয়াত ১২৮
৪.আল মুতাক্বেদুল মুনতাক্বাদ ১২৬ পৃ:
৫.আল–মুতাসেদ ১৩৩পৃ:
৬.তাফসিরে কাবীর ১০/৭১৩ পৃ:
৭.শারহ্ শিফা ২/৫২২ পৃ:

ক্বীয়ামত ও হাশর

আসমান-যমীন,জীব-জন্তু ,গ্রহ-তারা,কীট-পতঙ্গ,নদী-নালা এক কথায় সবই একদিন ধংস হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। একে ক্বীয়ামত বলা হয়। অত:পর আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন ইচ্ছে করবেন,হযরত ইস্রাফীল আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জীবিত করবেন এবং শিঙ্গাতে ফুঁক দেবার নির্দেশ দান করবেন। শিঙ্গায় ফুঁক দেবার সাথে সাথে আগের পরের সমস্ত কিছু মওজুদ হয়ে যাবে। লোকেরা কবর সমূহ থেকে বের হয়ে আসবে তাদের আমল নামা তাদের হাতে দেওয়া হবে এবং সকলকে হাশরের মাঠে হাজির করা হবে।

কুফরের বর্ণনা

দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের মধ্যে কোন একটিকে অস্বীকার করাকে বলা হয় কুফর। যদিওবা বাকী সবগুলি স্বীকার করে।[১] দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ হল:-আল্লাহ তায়ালা একত্ব,নাবীদের নবুওত,জান্নাত ,দোযখ, হাশর,নশর ইত্যাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন । অপরদিকে, মূর্তীপূজো করা , চাঁদ-সূর্যকে সিজদা করা,নাবীদের শহীদ করা বা নাবীর শানে বেআদবী করা,কোরান শরীফ কিংবা কাবা শরীফের বেইজ্জতী করা,নামায রোযা হজ্জ ও যাকাতকে ফরয মান্য না করা,কোন সুন্নাত কে হাল্কা মনে করা, শরীয়তের বিধান নিয়ে রসিকতা করা ইত্যাদি সমূহ হল নি:সন্দেহে কুফরী।[২] অনুরূপ কুফরীর আলামত হিসাবে চিহ্নিত কয়েকটি কাজ হল:-পৈতা পরা ,মাথায় টিকি রাখা, কপালে সিন্দুর দেওয়া ইত্যাদির অনুকরণ কারীকে ফকীহগণ কাফীর বলেছেন। কাজেই যারা উপরোক্ত কাজ করবে ,তাদেরকে নতুন ভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে এবংতাজদিদে নিকাহ অর্থাৎ নিজ স্ত্রীর সাথে নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে ।

মাসয়ালা:-যদি কোন কাফিরের মৃত্যুর পর কেও তার মাগফিরাতের জন্য দুআ করে বা কোন মৃত ধর্মত্যাগীকে মরহুম বা মাগফুর বলে অথবা কোন মৃত হিন্দুকে স্বর্গবাসী বলে ,সে কাফির।[৩]

১.শারহ্ আক্বায়েদ ১২০ পৃ:,আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের ২/১৫৯পৃ,:ফতওয়ায়ে শামী ৩য় খন্ড ৩৯১ পৃ: ২. ফতওয়ায়ে শামী ৩য় খন্ড ৩৯২ পৃ:
৩.ফতওয়ায়ে রেজবীয়া ২১/২২৮ পৃ:

নামায

আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর সঠিক ভাবে ঈমান আনয়ন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাসলাক অনুযায়ী আক্বিদাকে দুরস্ত করার পর ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ও ইবাদত হল নামায।[১]

ইসলামের সর্বপ্রথম পালনীয় বিধান হিসাবে নামাযকেই নাযীল করা হয়েছে। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেন, ক্বীয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নিকট হতে নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। যদি বান্দার নামায সঠিক ও শুদ্ধ হয়,তাহলে এ নামাযের বদলে তার অন্যান্য আমল সমূহ সঠিক বলে গৃহিত হবে। আর যদি তার নামায সঠিক ও শুদ্ধ নাহয় ,তাহলে ঐ ত্রুটিযুক্ত নামাযের কারণে তার অন্যান্য সকল আমল বরবাদ ও ধ্বংস হয়ে যাবে।[২] এক বর্ণনায় এসেছে ইচ্ছাপূর্বক নামায ত্যাগকারীকে এক হোকবা অর্থাৎ যার পার্থিব হিসাব প্রায় ২ কোটি ৮৮ লক্ষ বছর পর্যন্ত জাহান্নামে সাজা ভোগ করতে হবে।[৩]

নামাযের ফজিলত

পবিত্র কোরান ও হাদিস শরীফে নামাযের অসংখ্য ফাজায়েলের কথা বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কোরানে নামাযকে ঈমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,'আল্লাহর জন্য এটা শোভা পায় না যে তিনি তোমাদের ঈমান কে ব্যর্থ করবেন।'[৪]

মুমিন এবং কাফিরের মধ্যে পার্থক্যকারী হল নামায

সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,মুমিনদের সঙ্গে ও কাফিরদের ব্যবধানকারী হল নামায।[৫]

১. ফাতওয়া রেজবীয়া ৫ ম খন্ড ৮৩ পৃঃ
২.আত্ তারগীব ১ম খন্ড ২৪৫ পৃ:
৩.কানযুল উম্মাল ৭ ম খন্ড ১১৫ পৃ: হাদিস নং ১৮৮৮৩,
৪.কানযুল ঈমান–সুরা বাক্বারা ২/১৪৩
৫.মুসলিম শরীফ,মিশকাত শরীফ ৫৮ পৃ:,

পাপ ও গুনাহ হতে পবিত্র করে নামায

নামায দ্বারা নামায পাঠ কারীর পাপ ও গুনাহের মোচন ঘটে। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈরশাদ ফরমান,যদি তোমাদের বাড়ির সম্মুখে প্রবাহমান নদী থাকে এবংসেই নদীতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করা হয়,তাহলে শরীরে ময়লা কী আর বাকী থাকবে? সাহাবীরা উত্তর দিলেন, 'না' হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈরশাদ করলেন,অনূরুপ ভাবে মহান আল্লাহ পাক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দ্বারা বান্দাদের গুনাহকে মিটিয়ে দেন।[১]

নাজাতের মাধ্যম হল নামায

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈরশাদ ফরমান,যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে,নামায তার জন্য ক্বীয়ামতের দিনে নাজাত বা পরিত্রানের মাধ্যম হবে। আর যারা এরূপ করবে না ,তাদেরকে ক্বীয়ামতের দিনে ফিরআউন,কারুন,হামান,ওমান বিন খালফ প্রভৃতি কাফেরের. দলভূক্ত করা হবে।[২]

নামাযের শর্ত সমূহ

নামাযের শর্ত সমূহ হল যথাক্রমে:-১.তাহারাত বা পবিত্রতা ২.সতর বা আবরণ ; ৩. ক্বীবলামুখী হওয়া; ৪. ওয়াক্ত বা সময়; ৫. নিয়াত; ৬.তাকবীর তাহরীমা।

নামাযের ১ম শর্ত তাহারাতের বর্ণনা

তাহারাতের অর্থ হল নামায আদায় কারীর শরীর ,কাপড় ও নামাযের স্থানকে বিভিন্ন প্রকার নাপাকী থেকে পাক করা। বড় নাপাকী থেকে পাক হওয়ার জন্য গোসলের প্রয়োজন এবং ছোট নাপাকী থেকে পাক হওয়ার জন্য ওযুর প্রয়োজন।

১.সুনানে দারিমী ১/২৬৭
২.মাজমাউল যাওয়াইদ ২/২১,হাদিস নং ১৬১১

গোসলের বর্ণনা

গোসলের ফরয সমূহ

গোসলের ফরয হল তিনটি। এগুলি হল যথাক্রমে-১.এমনভাবে কুল্লি করা যেন মুখের প্রতিটি অংশ অর্থাৎ ঠোঁট থেকে গলার মাথা পর্যন্ত পানি প্রবাহিত হয়। ২. নাকে পানি দেওয়া অর্থাৎ নাকের উভয় ছিদ্রে যতদূর নরম অংশ আছে,সেই পর্যন্ত ধৌত করা এবং পানি নাক টেনে উপরে নিয়ে যাওয়া যেন চুল পরিমান অংশ বাকী না থাকে। ৩.সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত হওয়া অর্থাৎ মাথা থেকে পায়ের তলদেশ অবধি চুল পরিমান কোন অংশ যেন অধৌত না থাকে।[১]

যে যে কারণে গোসল ফরয হয়

১.বীর্য স্বীয় স্থান থেকে নির্গত হলে,২.স্বপ্নদোষ বা ঘুমন্ত অবস্থাতে বীর্য নির্গত হলে,৩.মহিলার লজ্জাস্থানের মুখের সহিত পুরুষ লিঙ্গের সংশ্রব হলে;এতে উত্তেজনা থাকুক কিংবা না থাকুক,বীর্যপাত হোক কিংবা না হোক,উভয় অবস্থাতেই নারী পুরুষ উভয়ের উপর গোসল ফরয। অনুরুপ ভাবে পুরুষের লিঙ্গ পুরুষ কিংবা মহিলার পিছন ভাগে প্রবেশ করলেও উভয়ের উপর গোসল ফরয হবে। ৪.মহিলাদের হায়েজ(মেন্স) বা ঋতুস্রাব বন্ধ হলে । ৫. নেফাস অর্থাৎ বাচ্চা প্রসবের পর মহিলাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে রক্ত ক্ষরণ হয় তা বন্ধ হলে।[২]

গোসলের নিয়মাবলী

গোসলের নিয়াত করে প্রথমে উভয় হাত কব্জী পর্যন্ত তিনবার ধৌত করতে হবে। অত:পর ইস্তিঞ্জার স্থান ধৌত করতে হবে,তাতে নাপাকী লেগে থাকুক কিংবা না থাকুক। আর যদি কোথাও কোন

১. ফাতওয়া রেজবীয়া ১/৪৩৯-৪৪৩পৃ:,বাহারে শরীয়ত ২/৩৪-৩৫পৃ:

২.বাহারে শরীয়ত ২/৩৮

নাপাকী লেগে থাকে তা হলে ধুয়ে ফেলতে হবে। অত:পর নামাযের মত ওজু করতে হবে। কিন্তু পা ধুতে হবে না। তবে যদি চৌপায়া খাট কিংবা পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে গোসল করা হয় ,তাহলে পা ধুয়ে নিতে হবে তার পর পানি সমস্ত শরীরে তেলের মত ছিটিয়ে দেবে এরূপভাবে তিনবার ডান কাঁধে,তিনবার বাম কাঁধে এবং তিনবার মাথায় এবং সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করতে হবে। অত:পর গোসলের স্থান থেকে একটু সরে দাঁড়াতে হবে এবং পূর্বে পা না ধুয়ে থাকলে

• ঔ৳ õ˜ öî Ð x “ þþ™ ú¢› ßþŸî # ú£ý“ þmýî ý› ”Å „ þöî Ð[১]

গোসলের সময় যা যা করা চলে না

১.কোনরূপ কথাবার্তা বলা,
২.কোনরূপ দুআ বা দরুদ শরীফ পাঠ করা,
৩.ক্বীবলামুখী হওয়া,
৪.সারা শরীরের চুল পরিমান অংশ অধৌত রাখা।

যে সকল অংশ ধোয়ার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকতে হবে

১.মাথার চুলের অগ্রভাগ থেকে উপরিভাগ ভালভাবে পানি বহানো,
২.কানের মধ্যে দুল,পাতা ইত্যাদি অলঙ্কারের ছিদ্র ভালভাবে ধৌত করা,
৩.ভুরুর নিচের চামড়া ,কানের সমগ্র অংশ ,কানের ছিদ্রের মুখ ও কানের পিছনের চুল সরিয়ে পানি বাহিত করা,
৪.গোঁফ ও দাঁড়ি প্রতিটি চুলের অগ্র থেকে উপরিভাগ এবং তাদেব নিচের চামড়া ধৌত করা,
৫.থুঁতনি ও গলার নিম্ন দেশ,
৬.পিঠের সমগ্র অংশ,
৭.বগল ও হাতের প্রতিটি অংশ

১.সাসানে আখিরাত ৮৩-৮৭ পৃ:,কানুনে শরীয়ত ১/৩৬

৮.পেটের মধ্যে বেল্ট ইত্যাদি পরে থাকলে তা সরিয়ে পানি প্রবাহিত করা,
৯.নাভীর মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে ধৌত করা ,যখন সেখানে পানি প্রবাহিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকবে,
১০.শরীরের প্রতিটি লোমের অগ্র থেকে উপরিভাগ সমগ্র অংশ,
১১.রান ও পায়ের সংযোগ স্থল,
১২.রান ও পিন্ডলীর সংযোগ স্থল;যখন বসে গোসল করা হবে,
১৩.উভয় পাছার সংযোগ স্থল;যখন দাঁড়িয়ে গোসল করা হবে,
১৪.রানের গোলাকার অংশ,
১৫.পিন্ডলীর আশপাশ,
১৬.পুরুষের লিঙ্গের যে অংশ মহিলার লজ্জাস্থানে মিলিত হয় সে অংশ,
১৭.মহিলার লজ্জা স্থানের উপরিভাগ ও নিচের অংশের চামড়া পর্যন্ত,
১৮.মহিলার স্তনের নিচের অংশ,যদি ঢিলে হয় তাহলে তা উঠিয়ে ধৌত করতে হবে,
১৯.যার খাতনা বা মুসলমানি হয়নি তার লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া যদি উঠে, তা হলে তা উঠিয়ে চামড়ার ভিতরে পানি প্রবেশ করাতে হবে,
২০.মহিলাদের যদি চুল বাঁধা থাকে,তাহলে ঐ সব চুলের অগ্রভাগ ভিজাতে হবে। আর যদি এমন ভাবে বাঁধা থাকে যে অগ্র ভাগ ভেজানো সম্ভব নয়,তা হলে চটি বা খোঁপা খুলে চুলের অগ্রভাগ থেকে উপরিভাগ ভিজাতে হবে।[১]

মাসআলা:-মাথা ধুলে যদি খুবই ক্ষতি দেখা যায়,তাহলে গলা পর্যন্ত ধুয়ে মাথা মাসাহ করবে।[২]

মাসআলা:-শরীরের কোন অংশ যদি কেটে ফেটে কিংবা ঘা ফোঁড়া ইত্যাদি হয় এবং সেখানে পানি দিলে কিংবা মুছলে ক্ষতি দেখা যায় তাহলে,তার উপর পটি বা হ্যান্ডিপ্লাস লাগিয়ে মাসাহ করা বৈধ। আর যদি পানি দিলে ক্ষতি না হয়, তাহলে পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে।[৩]

১.ফাতওয়া রেজবীয়া ১/৪৪৮,৪৫০,
২.ফাতওয়া রেজবীয়া ৩/৫১৪
৩.বাহারে শরীয়ত ২/৭৮

ওজুর বর্ণনা

সাধারণত ছোট নাপাকী হতে পবিত্রতা হাসিলের জন্য শরীরের কতি পয় নির্দিষ্ট অঙ্গকে ধৌত করা ও মাথা মাসাহ করাকে ওজু বলা হয়।

ওজুর ফরয সমূহ

ওজুর ফরয হল চারটি ।এগুলি হল যথাক্রমে:- ১. মুখ মন্ডল ধৌত করা অর্থাৎ মাথার গোড়া যেখান থেকে চুল জন্মায় সেখান থেকে শুরু করে থুঁতনী পর্যন্ত এবং এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত মুখের চামড়ার প্রতিটি অংশ ধৌত করা,২. উভয় হাত কনুই সহ ধৌত করা,৩. মাথার এক চতুর্থাংশ একবার মাসাহ করা ৪. উভয় পা গিরা সহ একবার ধৌত করা ।[১]

ওজুর সুন্নাত সমুহ

১.আল্লাহর হুকুম পালন করার নিয়াতে ওজু করা,২. বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা,৩.দু হাত কব্জী পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা,৪.দাঁতন করা, ৫.ডান হাত দ্বারা তিনবার কুল্লি করা,৬.ডান হাত দ্বারা তিনবার নাকে পানি দেওয়া,৭.বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করা ৮.দাঁড়ি আঙ্গুল দ্বারা খিলাল করা ,৯.হাত পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা,১০.প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধৌত করা,১১.পূর্ণমাথা একবার মাসাহ করা,১২.ধারাবাহিক ভাবে ওজু করা,১৩.কান মাসাহ করা, ১৪.দাঁড়ির যে অংশ মুখমন্ডলের নিচের ভাগে থাকে তার উপর ভিজে হাত ফিরানো,১৫.অযথা সময় নষ্ট না করা,অর্থাৎ এক অঙ্গ শুকাতে না শুকাতে অন্য অঙ্গ ধৌত করা।[২]

ওজু ভঙ্গ হওয়ার কারণ সমুহ

১. পায়খানা, পেচ্ছাব, বীর্য, পোকা, রক্ত, বাতাস ইত্যাদি যে কোনো বস্তু প্রসাব বা পায়াখানার রাস্তা দিয়ে বের হলে,২. শরীরের কোন স্থান থেকে পূঁজ বা রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে গেলে। ৩. মুখ ভর্ত্তী বমি করলে, ৪.অজ্ঞান হয়ে গেলে,৫.পাগল হলে,৬.নিদ্রা গেলে,৭.রুকু ও সিজদা যুক্ত নামাযে জোরে হাসলে,৮.এরূপ নেশাগ্রস্থ হওয়া যার চলতে গেলে পা কেঁপে উঠে, ৯.অসুস্থ চক্ষু থেকে পানি বের হলে।[৩]

১. ফাতওয়া রেজবীয়া ১/১৯৯–২১০,
২.বাহারে শরীয়ত ২/১৬–১৯
৩.ফাতওয়া রেজবীয়া ১/২৬৪,বাহারে শরীয়ত ২/২৪

ওজুর নিয়মাবলী

ওজু করার পূর্বে নিয়াত করে ক্বীবলামুখী হয়ে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে উভয় হাত কব্জী পর্যন্ত ধৌত করতে হবে। ডান হাত দ্বারা ভালভাবে মিসওয়াক করে তিনবার কুল্লি করতে হবে এমনভাবে যে,পানি গলা পর্যন্ত এবং দাতের গোড়া ও জিভের নিচে পর্যন্ত পৌঁছায়। দাঁত বা অন্যত্র যদি কোন কিছু আটকে থাকে তবে বের করে নিতে হবে। অত:পর ডান হাত দ্বারা তিনবার নাকে পানি এমন ভাবে দিতে হবে যেন নাকের হাড় পর্যন্ত পানি পৌঁছায় এরপর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল নাকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে নাক পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দুহাতে পানি নিয়ে মুখমন্ডল এমনভাবে ধুতে হবে যেন চুল গজানোর স্থান থেকে থুতনী পর্যন্ত এবং ডান কানের লতি থেকে বাম কানের লতি পর্যন্ত কোন স্থান অবশিষ্ট না থাকে। দাঁড়ি থাকলে ভালভাবে ধৌত করতে হবে এবং প্রয়োজনে খিলাল করতে হবে,তবে এহরাম অবস্থায় যেন খিলাল করা না হয়।এরপর কনুই সহ উভয় হাত তিনবার ধৌত করতে হবে । এরপর মাথাতে একবার মাসাহ এরূপ ভাবে করতে হবে যে, প্রথমে উভয় হাত ভিজিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুল বাদ দিয়ে উভয় হাতের অবশিষ্ট আঙ্গুল গুলি পরস্পর নখের সাথে মিলিয়ে এবং ঐ ছয় আঙ্গুলের পেটের অগ্রভাগ মাথার উপর রেখে পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত এমনভাবে নিয়ে যাবে যেন উভয় হাত মাথার দিকে পূনরায় এমনভাবে ফিরিয়ে আনতে হবে যেন উভয় হাতের তালু দ্বারা মাথার দু পার্শ্বে লাগে। এরপর শাহাদাত আঙ্গুলের পেট দ্বারা কানের ভিতরাংশ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির পেট দ্বারা কানের বাহির অংশ মাসাহ করবে। উভয় হাতের আঙ্গুল সমূহের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাসাহ করবে। তবে হাত যেন গলা পর্যন্ত না পৌঁছায় কারণ গলা মাসাহ করা মাকরুহ। এরপর ডান পায়ের আঙ্গুল থেকে শুরু করে গিরার উপরিভাগ পর্যন্ত ধৌত করবে এবং সাথে সাথে পায়ের আঙ্গুলগুলি খিলাল করতে হবে।[১]

১.দুররে মুখতার ১ম খন্ড ২৫৬ পৃ:

মাসয়ালা:- বিনা ওযুতে কোরান মাজিদ কিংবা কোরান মাজিদের যে কোনো আয়াত স্পর্শ করা হারাম ।কোরান মাজিদ স্পর্শ করার জন্য ওজু করা ফরয।[১]

মাসয়ালা:-ওযু করার সময় সালামের উওর দেওয়া বৈধ।[২]

মাসয়ালা:- ওযু অবস্থাতে কোনো কাফেরের শরীর স্পর্শ হলে যদিও সে কালমা পাঠকরে এবং নিজেকে মুসলমান ভাবে যেমন ওহাবি , দেওবান্দী প্রভৃতি তাহলে পুনরায় ওযু করা মুসতাহাব ।[৩]

মাসয়ালা:- বিনা ওযুতে দরুদ শরীফ পাঠ করা বৈধ,কিন্তু উওম হল ওযু করে পড়া ।

ওযুর বিভিন্ন দোআ সমূহ

ওযু শুরু করার সময় পড়বার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ

উচ্চারণ:- বিসমিল্লাহিল্ আলিইল্ আযিম আলহামদু লিল্লাহি আলা দীনিল ইসলাম ।

ওযুর নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّاءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَ اِسْتِبَاحَةِ الصَّلٰوة

وَ تَقَرُّباً اِلَى اللّٰهِ تَعالٰى

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন আতা ওয়াজ্জা লি রাফাইল হাদাসি ওয়া ইসতে বাহাতিস সালাতি ওয়া তাককারুবান ইলাল্লাহি তায়ালা ।

১.বাহারে শরীয়ত ২/৬৬,
২.ফাতওয়া আমজাদিয়া ১/৭
৩.ফাতওয়া রেজবীয়া ১/৭১৫

ওযুর শেষে দোআ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

উচ্চারণ:- আল্লাহুম্মাজ্ আল্নি মিনাত্ ত্বাওয়াবিনা ওয়াজ আলনি মিনাল মুতাত্বাহহিরীন।[১]

অনুবাদ:-হে ,আল্লাহ আমাকে বেশি বেশি তাওবাকারীদের মধ্যে শামিল কর। আর আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কর।

আক্বীদা:-আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামদের নিদ্রিত অবস্থাতেও ওজু ভঙ্গ হয় না,তাঁহাদের চক্ষু নিদ্রিত হলেও অন্তর জাগ্রত থাকে।[২]

তায়াম্মুমের বর্ণনা

'তায়াম্মুম' অভিধানে কসদ বা নিয়াত করাকে বোঝায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে দুইবার 'জাবার ' বা হাত মারাকে বোঝায়। প্রথমবার চেহারার জন্য এবং দ্বিতীয়বার কনুই সমেত উভয় হাতের জন্য।[৩]

পানি ব্যবহারে সম্পূর্ন অপারগ হলে তখন ওযু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমের হুকুম শরীয়ত দিয়েছে।

তায়াম্মুমের ফরয় সমূহ

১.নিয়াত করা ২. সমস্ত মুখমন্ডলে একবার হাত বুলানো,৩. কনুই সমেত দুই হাতের উপর এমনভাবে হাত বুলানো যে চুল পরিমান অংশ যেন বাকী না পড়ে।[৪]

তায়াম্মুম করার নিয়ম

তায়াম্মুমের নিয়াতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পাঠ করে মাটি জাতীয় পবিত্র জিনিসের উপর উভয় হাত মেরে উঠাবে। যদি অধিক ধুলি বালি

১.সুনানে তিরমিযী ,১ম খন্ড ১২১ পৃ: ,হাদিস নং ৫৫
২.বাহারে শরীয়ত ১ম খন্ড ১৩৩ পৃ:,কুতুবে আম্মা
৩.দারু কুতনী ১/১৮১,ফাতওয়া রেজবীয়া ৩/৩৩৪
৪.বাহারে শরীয়ত ২/৬৫-৬৬

লাগে তাহলে হাত ঝেড়ে নিয়ে সমস্ত মুখ মন্ডল মাসাহ করবে। পূনরায় দ্বিতীয়বার অনুরূপ হাত মারবে এবং নখ থেকে শুরু করে কনুই সমেত উভয় হাত মাসাহ করতে হবে । খেয়াল রাখতে হবে যেন মাসাহ করার ক্ষেত্রে চুল পরিমান অংশও যেন বাদ না পড়ে।[১]

তায়াম্মুমের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَ اِسْتِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ وَ تَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন আতাইয়াম্মামা লি রাফইল হাদাসি ওয়াস্তে বাহাতিস সালাতি তাকারুর্বান ইলাল্লাহি তাআলা।

বাংলা নিয়াত:-আমি পবিত্রতা হাসিল করার নিমিত্তে নামায আদায় ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তায়াম্মুম করছি।

মাসআলা:-ঈদের নামায কিংবা জানাযার নামায ছুটে যাওয়ার ভয় থাকলে ওজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা বৈধ।[২]

যে যে বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ

তায়াম্মুম ওই সব বস্তু দ্বারা জায়েজ যেগুলি মাটি জাতীয়। আর যে সব বস্তু আগুনে পুড়ে ছাই হয় না বা গলে যায় না কিংবা নরম হয় না সেটাই হচ্ছে মাটি জাতীয় জিনিষ। সুতরাং মাটি ,ধুলা,বালি,চুনা, সুরমা, হরিতাল, গন্ধক,মৃত পাথর পোকরাজ.অকীক,ফিরোজা.যমরদ ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ।[৩]

১. দুররে মুখতার,বাহারে শরীয়ত ২/৬৫-৬৬
২.ফাতওয়া রেজবীয়া ৩/২৯৭
৩.ফাতওয়া হিন্দিয়া কিতাবুত তাহারাত ১/২৬ পৃ:

নামাযের ২য় শর্ত সতর বা আবরণ

সতর বা আবরণ বলতে পুরুষ বা মহিলার শরীরের ঐ সকল অংশ কে বোঝায়, যা ঢেকে রাখা অপরিহার্য।

মাসয়ালা:-পুরুষদের জন্য নাভীর নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর। এই অংশ ঢেকে রাখা ফরয। নাভী সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়,কিন্তু হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত।[১]

মাসয়ালা:-মহিলাদের মুখমন্ডল ,দুই হাতের কব্জী ও দুই পায়ের পাতা ব্যতীত সারা শরীরই হল সতর,এই অংশগুলি ঢেকে রাখা ফরয।[২]

মাসয়ালা:-ঐ সকল পাতলা কাপড় যার দ্বারা শরীরের অংশ নজরে আসে তা সতরের জন্য যথেষ্ট নয়। ঐ প্রকার কাপড় দ্বারা নামায আদায় করলে নামায বাতিল হবে।[৩]

মাসয়ালা:-মহিলাদের ঐ রূপ উড়নি বা দো-পাট্টা যার মধ্য দিয়ে চুলের কালো রং নজরে আসে,তা পরিধানে নামায বাতিল হবে।[৪]

বি:দ্র:-অনেকে মাথাতে টুপি বা কোনরূপ ঢাকনা ব্যতীত নামায আদায় করে থাকেন,কাপড় থাকা সত্বেও এভাবে খোলা মাথায় নামায আদায় সুন্নাত বিরোধী কাজ। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় মস্তক মোবারক আবৃত রাখতেন।[৫]

নামাযের ৩য় শর্ত ক্বীবলামুখী হওয়া

ক্বীবলামুখি হওয়ার অর্থ মুখের সম্মুখ ভাগের যে কোনো অংশ ক্বাবার দিকে হওয়া । নামায আল্লাহর জন্যই পড়া হয় এবং সিজদা তাঁরই জন্য, ক্বাবার জন্য নয়। ক্বাবার দিকে মুখ করা বাঞ্ছনীয় । হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত , রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করবে,তখন ভালোভাবে ওযু করো এবং ক্বিবলামুখী হয়ে দাড়াও।....[৬]

১.দুররে মুখতার,রাদ্দুল মুহতার ২/৯৩
২. ফাতওয়া রেজবীয়া ২/১,
৩.ফাতওয়া রেজবীয়া ৩/১
৪.ফাতওয়া রেজবীয়া ২/১,
৫.শামায়েলে তিরমীযী,পৃষ্ঠা ৯ ৬.সহীহ মুসলিম ১/১৭০

নামাযের ৪র্থ শর্ত ওয়াক্ত বা সময়

প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে। নির্ধারিত সময়ের আগে পড়লে নামায বাতিল হবে।বিভিন্ন নামাজের সময় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল ।

ফজরের ওয়াক্ত :-সুবহ সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যের আলোক রশ্মি চমকানো পর্যন্ত।

মাসয়ালা::ফজর দেরি করে পড়া মুস্তাহাব অর্থাৎ আকাশ উজ্বল হলে পড়া মুস্তাহাব। তবে এমন সময় পড়া যেন চল্লিশ থেকে ষাট আয়াত পর্যন্ত পড়া যায়। কিন্তু মহিলাদের জন্য ফজরের নামায প্রথম অর্থাৎ অন্ধকার থাকতে পড়া মুস্তাহাব।[১]

যোহরের ওয়াক্ত :– যোহরের ওয়াক্ত অর্থাৎ সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে প্রত্যেক বস্তুব নিজ ছায়া ব্যতীত দ্বিগুন হওয়া পর্যন্ত।

আসরের ওয়াক্ত:-যোহরের ওয়াক্ত শেষ হবার সাথে সাথে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায় এবং সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত বাকী থাকে ।

মাগরীবের ওয়াক্ত:-সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরীবের ওয়াক্ত শুরু হয়। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডোবার পর যে লাল রং প্রকাশ পায় তা মিলিয়ে যাওয়ার পর সাদা রং প্রকাশ পায় । উক্ত সাদা রং মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত মাগরীবের ওয়াক্ত থাকে।

মাগরীবের সময় কমপক্ষে ১ ঘন্টা১৮ মিনিট এবং সর্বাধিক ১ ঘন্টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত থাকে ।[২]

এশার ওয়াক্ত:-মাগরীবের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর পরই এশা এবং বেতেরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সুবহ সাদিক পর্যন্ত বাকী থাকে ।

নামাযের নিষিদ্ধ সময়

সূর্যোদয়,দ্বিপ্রহর ও সূর্যাস্ত -এই তিন সময়ে নামায পড়া জায়েয নয়, অবশ্য যদি সে দিনের আসরের নামায না পড়ে থাকে তাহলে সূর্যাস্তের সময় পড়ে নিবে।[৩]

১.বাহারে শরীয়ত ৩/১৯
২.ফাতওয়া রেজবীয়া ২/২২৬,বাহারে শরীয়ত ৩/১৮
৩.বাহারে শরীয়ত ৩/২১

নামাযের পঞ্চম শর্ত নিয়াত

'নিয়াত' বলতে মনের দৃঢ় ইচ্ছাকে বোঝায়। কেবল ধ্যান ধারণা যথেষ্ট নয়, ইচ্ছাই প্রধান।

মাসয়ালা:-মুখ দ্বারা নিয়াত মুস্তাহাব তবে অন্তরের নিয়াত ও বৈধ।

নামাযের ষষ্ঠ শর্ত তাকবীর তাহরীমা

'আল্লাহু আকবর' বলাকে তাকবীর বলে। যে তাকবীর দিয়ে নামাজ শুরু করা হয় তাকে 'তাকবীরে তাহরীমা' বলে।

আযানের বর্ণনা

আযানের গুরুত্ব ও ফযীলত:-হযরত তালহা ইবনে ইয়াহইয়া তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেন যে,আমি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকটে ছিলাম। এমন সময় মুয়াজ্জিন এসে তাঁকে নামাযের বিষয়ে অবহিত করল। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি,আযান দানকারীদেব গ্রীবা (শির) কিয়ামতের দিন সবচেয়ে উঁচু হবে।' [১]

আযানের নিয়ম

ওযু করে পাক জায়গায় দাঁড়িয়ে আযান দিতে হবে। ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং দুই কানের ছিদ্রদেশে দুই শাহাদাত আঙ্গুল(তর্জনী)প্রবেশ করিয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে নীচের বাক্য গুলি উচ্চারণ করতে হবে।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ط
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ط اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط اَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ط حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ط حَيَّ عَلَى
الْفَلَاحِ ط حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

১.সহীহ্ মুসলিম ১/১৬৭

উচ্চারণ –: আল্লাহু আকবার,আল্লাহু আকবার,
, আল্লাহু আকবার,আল্লাহু আকবার
আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্,
আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ্,
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ্
হাইয়্যা আলাস সলাহ , হাইয়্যা আলাস সলাহ্
হাইয়্যা আলাল ফালাহ ,হাইয়্যা আলাল ফালাহ্
আল্লাহুআকবার,আল্লাহু আকবার
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।[১]

বি: দ্র:- ফজরের আজানে হাই-ইয়া আলাল ফালাহ এর পর দুবার আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম অতিরিক্ত বলতে হবে ।

আযানের শব্দাবলীর অনুবাদ

আল্লাহু মহান, আল্লাহু মহান,
আল্লাহু মহান,আল্লাহু মহান।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই ।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই ।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসুল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)আল্লাহর রসুল।
নামাজ পড়তে আসুন,নামাজ পড়তে আসুন
মুক্তি পেতে আসুন,মুক্তি পেতে আসুন।
আল্লাহু মহান। আল্লাহু মহান ।

আল্লাহু তাআলা ব্যতিত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই ।

আযানের উওর প্রদানের পদ্ধতি

মুয়াজ্জিন আযানের শব্দগুলি একটু থেমে বলবে । উওর প্রদান কারীর

১. ফাতওয়া হিন্দিয়া ১/৫৭

উচিৎ হল যখন মুয়াজ্জিন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলে সাক্তা করবে অর্থাৎ চুপ হয়ে যাবে ,তখন আল্লাহু আকবার,আল্লাহু আকবার বলা। অনুরুপভাবে অন্যান্য শব্দাবলীরও উত্তর প্রদান করবে। যখন মুয়াজ্জিন প্রথমবার আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ বলবে তখন তার উত্তরে শ্রবনকারী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ বলবে।[১] যখন মুয়াজ্জিন দ্বিতীয়বার ঐ বাক্য বলবে তখন শ্রবণকারী বলবে 'কুররাতু আইনি বিকা ইয়া রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।' এরূপ বলার সময় প্রত্যেক বার বৃদ্ধাঙ্গুলির নখকে চোখে লাগিয়ে বলবে,আল্লাহুম্মা মাত্তিনী বিস সামই ওয়াল বাসার (অর্থ:-হে আল্লাহ আমার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির দ্বারা আমার প্রতি কল্যান দান করুন।)যে ব্যক্তি এরূপ করবে তাজদারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের পিছন পিছন জান্নাতে নিয়ে যাবেন। এরপর হাইয়া আলাস সালাহ্ এবং হাইয়া আলাল ফালাহ্ এর উত্তরে চারবার ' লা হাওলা ওয়া লা কুয়াতা' বলবে এবং উওম হচ্ছে যে,উভয়টা বলা (অর্থাৎ মুয়াজ্জিন যা বলবে সেটাও বলা এবং লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা বলা)বরং সাথেসাথে এটাও বলতে হবে মা-শা আল্লাহ কানা ওয়া মালাম ইয়াশা লাম ইয়াকুন (অর্থ:-আল্লাহ যা ইচ্ছে করেছেন তা হয়েছে,যা চাননি তা হয়নি)।[২]

ফজরের আযানে আস সালাতু খায়রুম মিনান নাউম-এর উত্তরে শ্রবণকারী বলবে 'স্বাদকতা ওয়া বারারতা ওয়া বিল হাক্কী নাত্বাকতা' (অর্থ:তুমি সত্য ও সৎ এবং সত্য বলেছ)।[৩]

মাসয়ালা:-আযানের সময় আঙ্গুল কানে লাগানো মুস্তাহাব। আঙ্গুল ঘোরানো কিংবা হিলানো অসিস্তহীন।[৪]

মাসয়ালা::-হিজড়ে,ফাসিক,নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি,পাগল,জুনুব ব্যক্তি(যার উপর গোসল ফরয) আযান দেওয়া মাকরুহ (তাহরিমী)এবং পূনরায় আযান দিতে হবে।[৫]

১.রাদ্দুল মুহতার ১/২৯৩ ২.রাদ্দুল মুহতার ২/৮২,ফাতওয়া হিন্দিয়া ১/৫৭
৩.ফাতওয়া রেজবীয়া ৫/৪১৩,৪১৫: প্রা.ওরু৮৩ পৃ:
৪.ফাতওয়া রেজবীয়া ৫/৩৭৩পৃ:
৫.মারাক্বী মাআ তাহতাবী ১০৪পৃ:,ফাতওয়া হিন্দিয়া ১/৫৫

মাসয়ালা:-বোধগম্য সম্পন্ন বালকের আযান দেওয়া বৈধ।[১]

মাসয়ালা:-আজান মাসজিদের মিনারে,মাসজিদের বাইরে কিংবা মাসজিদের সংলগ্নকোন স্থানে দিতে হবে যেখান থেকে পরিষ্কার প্রতিবেশীদের নিকট পৌঁছায়। মাসজিদের ভিতরে আজান দেওয়া মাকরুহ।[২]

মাসয়ালা:-যে কোন নামাযের আযান ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর দিতে হবে।যদি ওয়াক্তের পূর্বে দেওয়া হয়,এমনকি শুধু মাত্র আল্লাহু আকবার ওয়াক্তের পূর্বে বলে এবং বাকীঅংশ ওয়াক্তের পরে বলে,তাহলেও আযান হবে না।[৩]

রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামার নাম শুনে আঙ্গুলে চুম্বন দিয়ে চোখে লাগানো মুস্তাহাব

১.হযরত দায়লামী লিখিত পুস্তক মুসনাদে ফিরদাউসের মধ্যে হযরত আবুবাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আজানের সময় মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ হতে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ শ্রবণ করলেন এবং তিনি অনুরূপ বলে দুই হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বয়ের ভিতরের অংশে চুম্বন দিয়ে চক্ষুদয়ে বুলালেন ।এরুপ করা প্রসঙ্গে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ,যে ব্যাক্তি আমার প্রিয়জনের ন্যয় করবে তার জন্য আমার শাফায়াত হালাল হয়ে যাবে ।[৪]

ব্যাখ্যা:- উক্ত হাদিস শরীফের উপর আমল করার প্রসঙ্গে বিখ্যাত হাদীস বিষারদ হজরত মুল্লা আলী ক্বারী রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেন । যেহেতু উক্ত হাদিসটি হজরত সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে সাবস্ত্য সেহেতু এটা আমলের জন্য যথেষ্ট কারন তাজদারে মাদিনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,তোমাদের জন্য হুকুম হল আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং আমার খোলাফাদের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা।[৫]

হজরত ইমাম ইবনে আবিদিন রহমাতুল্লাহি আলাই অতিরিক্ত মন্তব্য

১.সিযানুশ শরীয়া ১/১৩০ ২.ফাতওয়া রেজবীয়া ৮/৪৯৮
৩.দুররে মুখতার ১ ম খন্ড বাবুল আযান ৬২ পৃ:
৪.আল মাকাসিদে হাসানা ৩৮৩ পৃ:,হাদিস নং ১০২০
৫.কাশ ফুশ শেফা ২০৬,২০৭পৃ:

করেন যে, আযানে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম শ্রবন করে দরুদশরীফ পড়া ও কুররাতু আইনি বিকা ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে আঙ্গুলিদ্বয় চুম্বন করা মুস্তাহাব বা সাওয়াবের কাজ।[১]

২) আবুল আব্বাস ইয়ামানী সুফী তদীয় মুজেবাতুর রহমান ওয়া আযায়েমুল মাগফেরাহ গ্রন্থে হযরত খিযির আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের মুখে হুযুরের পবিত্র নাম শ্রবন করে বলে মারহাবাম বে হাবিবী ওয়া কুররাতো আইনি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ অত:পর স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বয় চুম্বন করে চোখে লাগায়,তাহলে তার চোখ কখনও পীড়িত হবে না এবং অন্ধও হবে না।

৩) কানযুল ইবাদ গ্রন্থের উদ্ধতি দিয়ে ইমাম কুহস্তানী মন্তব্য করেন আযানে প্রথমবার হুযুরের পবিত্র নাম উচ্চারিত হবার পর সাল্লাল্লাহু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ এবং দ্বিতীয় বার উচ্চারিত হবার পর কুররাতো আইনি বিকা ইয়া রাসুলাল্লাহ বলা। অত:পর দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করে আল্লাহুম্মা মাত্তিনী বিস সাময়ে ওয়াল বাসারি বলে চক্ষুদ্বয়ে বুলানো মুস্তাহাব। এরূপ আমল কারীকে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতে নিয়ে যাবেন।[২]

বি:দ্র:-বর্ণিত হাদিস গুলিকে যয়ীফ মন্তব্যকারীদের প্রসঙ্গে খাতিমুল মুহাদ্দিসিন হযরাত জালালুদ্দিন সিয়ূতী রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেন,আহকাম বা আমলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদিসকে গ্রহণ করা বৈধ,যদি তার মধ্যে সতর্কতা থাকে।[৩]

তাসবীব বা স্বালাত পাঠ

আযানের পর দ্বিতীয়বার নামাযের জন্য আহ্বান করাকে তাসবীব বলা হয়।একে সাধারণভাবে স্বালাত পাঠও বলা হয়।স্বালাত পাঠ হল মুসতাহাব বা উত্তম কাজ।

স্বালাতের জন্য হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিম্নের দরুদ শরীফ পাঠ করা উত্তম।যদিও এর জন্য নির্দিষ্ট কোন বাক্য নেই।

আস-সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ,আস-সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ্ , আস-সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া নুরাল্লাহ্।[৪]

১.আল হাশিয়া ১/৩৯৮,
২আশাদ্দুল জিহাদ ফি দাওয়াল ইজতেহাদ ৪০পৃ:
৩.তাদরীবুর রাবী ২৯৯ পৃ: ৪.ফাতওয়া রেজবীয়া ৫/৩৬,

সর্বপ্রথম প্রচলন:-সর্বপ্রথম স্বালাত বা তাসবীব চালু হয় সুলতান হযরত সালাউদ্দিন আইউবি রহমাতুল্লাহি আলাই এর যামানায়।[১]

আযানের দোআ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

উচ্চারণ:-

আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহীদ দাওয়াতিত্ তাম্মাতি ওয়াসসালাতিল ক্বাইয়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাদ্বিলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফিআহ্, ওয়াব আসহু মাক্বামাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া আদতাহ,ওয়ার যুকনা শাফায়াতাহু ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতে ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিআদ।

মাসআলা:-হায়েয,নেফাস যুক্ত মহিলা,সঙ্গমে লিপ্ত পুরুষ ও মহিলা, পেচ্ছাব ও পায়খানারত পুরুষ মহিলা,জানাযার নামায পাঠকারী এবং খোৎবা শ্রবন কারীদের আযানের উত্তর দেওয়া অনুচিত।

নামাযের ফরয ৭ টি

১.তাকবীর তাহরীমা ২.ক্বিয়াম ৩.ক্বেরাত ৪.রুকু ৫.সিজদাহ ৬.কাদায়ে আখিরা বা শেষ বৈঠক ৭.খুরুজে বিসুনই হি অর্থাৎ সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা।[২]

মাসআলা:-নামাযের ফরয সমূহের মধ্যে কোন একটি ফরয ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত ছুটে গেলে নামায বাতিল হবে।[৩]

১.আলকাওলুল বার্দিই ১৪৪ পৃ:
২.বাহারে শরীয়াত ৩/৬৬
৩.বাহারে শরীয়াত ৪/৪৯

নামাযের ৩৪ টি ওয়াজিব

১.তাকবীর তাহরীমার মধ্যে আল্লাহু আকবার বলা.

২.সুরা ফাতিহা সম্পূর্ণ পাঠ করা ,অর্থাৎ উক্ত সুরার একটিও শব্দও যেন বাদ না পড়ে।

৩.সুরা ফাতিহার সহিত সুরা মিলানো,অর্থাৎ সুরা ফাতিহার সহিত অন্য সুরা কিংবা ছোট সুরা মিলানো,

৪.ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকায়াতে সুরা ফাতিহার সহিত সুরা মিলানো

৫.নফল,সুন্নাত ও বিত্‌রের প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার সহিত সুরা মিলানো,

৬.অন্য সুরার প্রথমে সুরা ফাতিহা পাঠ করা,

৭.সুরার প্রথমে শুধু একবারই সুরা ফাতিহা পাঠ করা ।

৮.সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরার মাঝখানে ছেদ না হওয়া।

৯.ক্বেরাতের পর দ্রুত রুকুতে য়াওয়া।

১০.কুমা অর্থাৎ রুকু হতে সোজা দাঁড়ানো ।

১১.প্রতি রাকায়াতে শুধু একবারই রুকু করা।

১২.একটি সিজদার পর দ্রুত দ্বিতীয় সিজদা করা এবং উভয় সিজদার মধ্যে কোনো পৃথক রুকুন না হওয়া ।

১৩.সিজদার মধ্যে উভয় পায়ের তিনটি করে আঙ্গুলের পেট যমীনে লাগিয়ে রাখা।

১৪.জালসা বা উভয় সিজদার মধ্যে সোজা হয়ে বসা ।

১৫.প্রতি রাকায়াতে দুই বারই সিজদা করা ।

১৬.তাদিলে আরকান অর্থাৎ রুকু, সিজদা কুমা ও জালসার মধ্যে কমপক্ষে একবার সুবহান আল্লাহ্‌ বলার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা ।

১৭.দ্বিতীয় রাকায়াতের পূর্বে কাইদা না করা অর্থাৎ এক রাকায়াতের পর কাইদা না করা এবং দাঁড়িয়ে যাওয়া।

১৮.ক্বাইদা উলা করা যদিও নফল হয় অর্থাৎ দুই রাকায়াত পর ক্বাইদা করা ।

১৯. ক্বাইদা উলা ও ক্বাইদা আখিরার মধ্যে পুরো তাশাহুদ পড়া ।

২০.ফরয, বিতর ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদার ক্বাইদা উলার তাশাহুদের পর অন্য কিছু না পড়া।

২১.চার রাকায়াত নামাযের তৃতীয় রাকায়াতে ক্বাইদা না করা এবং চতুর্থ রাকায়াতের জন্য দাড়িয়ে যাওয়া ।

২২.প্রত্যেক জাহেরী নামাযে ইমামের ক্বেরাত উচ্চস্বরে হওয়া ।

২৩.প্রত্যেক সিররী নামাযে ইমামের ক্বেরাত আস্তে হওয়া ।

২৪.বিতরের মধ্যে তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা ।

২৫.বিতরের মধ্যে দু আ কুনুত পড়া ।

২৬.ঈদের নামাযে ছয়বার তাকবীর বলা

২৭.ঈদের নামাযের দ্বিতীয় রাকায়াতে রুকুতে যাওয়ার জন্য আল্লাহু আকবার বলা,

২৮.আয়াতে সিজদা পড়া হলে সিজদা তেলাওয়াত করা,

২৯.সাহও বা ভুল হলে সিজদা সাহও করা ,

৩০.প্রতিটি ফরয ও প্রতিটি ওয়াজিব সঠিক স্থানে হওয়া,

৩১.দুটি ফরয বা দুটি ওয়াজিব কিংবা ওয়াজিব ও ফরযের মধ্যে তিন তাসবিহ্‌ পড়ার সময় সমতুল্য বিলম্ব না হওয়া,

৩২.যখন ইমাম ক্বেরাত করবে উচ্চস্বরে কিংবা আস্তে এই সময় মুক্তাদির চুপ থাকা,

৩৩.ক্বেরাত ব্যতীত সমস্ত ওয়াজিবে ইমামের অনুসরণ করা,

৩৪.উভয় সালামে সালাম শব্দ ব্যবহার করা,আলাইকুম বলা ওয়াজিব নয়।[১]

নামাযের সুন্নাত সমূহ

তাকবীর তাহরীমায় সুন্নাত:-

১.তাকবীর তাহরীমার জন্য হাত উঠানো,

২.হাতের আঙ্গুল সমূহ স্বাভাবিক ভাবে রাখা,অর্থাৎ একবারে ফাঁকা বা মিলিত না রাখা,

৩.হাত উঠানোর সময় হাতের তালু বা আঙ্গুল সমূহ কিবলার দিকে রাখা,

১.দুররে মুখতার,রদ্দুল মুহতার ২/১৮১,ফাতওয়া হিন্দিয়া ১/৭১,ফাতওয়া রেজবীয়া

৪.তাকবীর তাহরীমার সময় মাথা না ঝুকানো,
৫.তাকবীর শুরুর পূর্বেই উভয় হাতকে কান পর্যন্ত উঠানো,কুনুতের তাকবীর(বেতেরের নামাযে)ও ঈদের তাকবীরেই এরূপ করা সুন্নাত,
৬.ইমামের উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার,সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা ও সালাম বলা।প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চস্বর করা মাকরুহ।
৭.তাকবীর বলার সাথে সাথেই হাত বেঁধে নেওয়া।
বি:দ্র:-অনেকে তাকবীর বলার পর হাত ঝুলিয়ে দেয় এবং তারপর বাঁধে এরূপ করা খেলাফে সুন্নাত।[১]

মহিলাদের জন্য সুন্নাত:-
মহিলাদের স্কন্ধ বা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো হল সুন্নাত।

ক্বেয়ামের সময় সুন্নাত

৮.পুরুষেরা নাভীর নিচে ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রেখে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানিয়ে বাম হাতের উপর স্বাভাবিক ভাবে রাখা।[২]

মহিলারা বাম হাতের তালু সিনার একটু নিচে রেখে তার পিঠের উপর ডান হাতের তালু রাখবে।
৯.প্রথমে সানা পাঠ তারপর তাউযু এবং তারপর তাসমিয়া পাঠ করা।
১০.সানা,তাউযু ও তাসমিয়া পরস্পর পড়া এবং আস্তে পড়া।[৩]
১১.আমীন আস্তে বলা।[৪]
১২.প্রথম তাকবীরে সানা পড়া।[৫]
১৩.তাউযু শুধুমাত্র প্রথম রাকায়াতে পড়া।

১.দুররে মুখতার,রাদ্দুল মুহতার ২/২২৯
২.মুসনাদে আহমাদ ১/১০,দারু কুতনী১/২৮৬,গুনিয়া২৯৪পৃ:
৩.দুররে মুখতার,রাদ্দুল মুহতার ২/২১০
৪.মুসনাদে আহমাদ ৪/৩১৬
৫.দুররে মুখতার,রাদ্দুল মুহতার ২/২০০

রুকুর সুন্নাত সমূহ

১৪.রুকুর জন্য আল্লাহু আকবার বলা ।[১]
১৫.রুকুতে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বলা।
১৬.পুরুষদের জন্য দৃঢ়ভাবে হাঁটুকে ধরা।
১৭.হাঁটু ধরার সময় আঙ্গুল সমূহ ফাঁকা করে রাখা ।
১৮.উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা করে রাখা।(কেউ কেউ কামানের ন্যায় হেলিয়ে রাখে,এরূপ ভাবে রাখা মাকরুহ)[২]
১৯.পিঠ সমান ভাবে বিছিয়ে রাখা।এমনকি যদি পানির পাত্র পিঠের উপর রাখা হয় ,তাহলে তা হেলবে না।[৩]
২০.মাথা,পিঠ কোমরের সাথে সমান রাখা।[৪]
হাদিস:-হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা রুকু ও সিজদা পূর্ণ করো । আল্লাহর শপথ আমি তোমাদেরকে পিছন হতে লক্ষ্য করি ।[৫]
২১.উওম হল তাকবীর বলা অবস্থায় রুকুতে যাওয়া।[৬]

মহিলাদের জন্য সুন্নাত

মহিলারা রুকুতে সামান্য ঝুকবে অর্থাৎ শুধু এতটুকু পরিমান যেন হাত দুটি হাঁটু পরিমান পৌঁছায়। পিঠ সোজা করা চলবে না এবং হাঁটুর উপর জোর দেওয়া চলবে না,বরং শুধুমাত্র হাত রাখবে। হাতের আঙ্গুল সমূহ খোলা থাকবে এবং পদ যুগল ঝুঁকিয়ে রাখবে পুরুষের ন্যায় ভালভাবে সোজা করবে না।

সিজদার সুন্নাত সমূহ

২২.সিজদাতে যাওয়ার সময় এবং সিজদা থেকে উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলা।

১.ফতহুল ক্বাদীর ১/২৫৭, হেদায়া ২.আলমগিরী ১/৭৪
৩.মারাকিল ফালাহ মাআ হাশিয়া ত্বাহাবী ৬২২ পৃ:
৪.সুনানে কুবরা ২/১২৬
৫.বুখারী শরীফ১/১১২ হাদিস নং ৪১৮,মুসলিম শরীফ ১/১৮০
৬.আলমগিরী ১/১৯

২৩.সিজদাতে কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলা।[১]
২৪.সিজদাতে হাতের তালু জমিনের উপর রাখা।
২৫.হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে ক্বিবলার দিকে রাখা।
২৬.সিজদাতে যাবার সময় প্রথমে উভয় হাঁটু জমিনের উপর রাখা, তারপর হাত,তারপর নাক এবং তারপর কপাল রাখা। সিজদা হতে উঠার সময় এর বিপরীত করা অর্থাৎ প্রথমে কপাল,তারপর নাক,তারপর হাত এবং তারপর হাঁটু জমিন থেকে উঠানো।
২৭.পুরুষদের জন্য সিজদায় সুন্নাত হল বাহু পা থেকে পৃথক রাখা, আর পেট উরু থেকে দূরে রাখা।[২]
২৮.কব্জী সমূহ জমিনের উপর না বিছানো,কিন্তু যখন সারিবদ্ধ থাকবে তখন বাহু পাশ্ব হতে পৃথক হবে না।[৩]
২৯.সিজদার মধ্যে দুই পায়ের দশ আঙ্গুলের পেট জমিনের উপর জমিয়ে রাখা এবং দশ আঙ্গুলই কিবলার দিকে রাখা সুন্নাত।[৪]

মহিলাদের জন্য সুন্নাত

৩০.মহিলারা কুঞ্চিত হয়ে সিজদা করবে এইভাবে বাহু পার্শ্বের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং পেট উরুর সাথে,উরু গোড়ালির সাথে এবং গোড়ালি জমিনের সাথে লেপটিয়ে সিজদা করবে।
৩১.মহিলারা সিজদার সময় উভয় পা ডানদিকে বের করে রাখবে।[৫]

কায়দা বা বসার সময় সুন্নাত

৩২.বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা,ডান পায়ের পাতা সোজাভাবে খাড়া রাখা।
৩৩.ডান পায়ের আঙ্গুল সমূহ ক্বিবলার দিকে রাখা।[৬]
৩৪.উভয় হাত রানের উপর হাঁটু বরাবর করে রাখা এবং কোলের প্রতি দৃষ্টিরাখা।

১.ফতহুল ক্বাদির ১/২৬১
২.ফতহুল ক্বাদির ১/২৬১
৩.রাদ্দুল মুহতার ২/২৫৭
৪.ফতহুল ক্বাদির ১/২৬৭
৫.বাহারে শরীয়াত ৩/৮৪
৬.ফতহুল ক্বাদির ১/৭৫

৩৫.হাতের আঙ্গুল সমূহ স্বাভাবিক রাখা।
৩৬.আত্তাহিয়াতু পড়ার সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা এরূপ পদ্ধতিতে করা,বৃদ্ধাঙ্গুলি ও আশে পাশের আঙ্গুল বন্ধ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লালাহর 'লা' অক্ষরে শাহাদাত আঙ্গুল উপরে উঠাতে হবে আর 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় নামাতে হবে এবং সাথে সাথে অন্যান্য আঙ্গুল সোজা করতে হবে।[১]
৩৭.শেষ বৈঠকেও অনুরূপ করা।

সালাম ফিরানোর সময় সুন্নাত

৩৮.আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরানো।
৩৯.প্রথমে ডানদিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরানো।
৪০.ইমামের জন্য উচ্চস্বরে সালাম ফিরানো এবং অন্যান্যদের তুলনামূলক কম আওয়াজে সালাম ফিরানো।[২]

সালাম ফিরানোর পর সুন্নাত

৪১.সালাম ফিরানোর পর ইমামের জন্য সুন্নাত হলো ডানদিকে কিংবা বামদিকে মুখ ফিরিয়ে বসা এবং উত্তম হলো ডানদিকে ঘুরে বসা। আর মুক্তাদির দিকেও মুখ করে বসতে পারে যদি শেষ লাইন পর্যন্ত তার সামনে কেও নামায় না পড়ে।[৩]

নামায আদায়ের পদ্ধতি

প্রথম ধাপ:-নামাযের সময় হলে পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুসারে সর্বশরীর পাক করে পাক কাপড় পরিধান করতে হবে। গোসল ফরয হলে গোসল করবে নতুবা ওজু করে পাক জায়গায় ক্বিবলার দিকে মুখ করে নম্রভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। উভয় পায়ের মধ্যভাগে যেন চার আঙ্গুল দুরুত্ব পরিমান ফাঁক থাকে । এখন উভয় হাতকে কান পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কানের লতি দ্বয় স্পর্শ করতে হবে । এক্ষেত্রে হাতের আঙ্গুল গুলি স্বাভাবিক রাখতে হবে এবং হাতের তালু ক্বিবলার দিকে রেখে দৃষ্টি সিজদার স্থানে নিবন্ধ রাখবে। অত:পর আল্লাহু আকবার বলতে বলতে হাত নিচে নামিয়ে এনে নাভীর নীচে উভয় হাতকে এভাবে বাঁধবে যেন ডান হাতের তালুরশেষ

১.দুররে মুখতার ২/২৬৬
২.ফাতওয়া আলমগিরী ১/৭৬ ৩.গুনিয়া ৩৩০ পৃ:

ভাগ বাম হাতের পিঠের উপর এবং ডান হাতের মাঝখানে তিনটি আঙ্গুল বাম হাতের কব্জীর পিঠের উপর আর বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল কব্জীর উভয় পার্শ্বে থাকে। অত:পর সানা পাঠ করতে হবে। সানা হল-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالٰى جَدُّكَ، وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ:-সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা।

অনুবাদ:-হে আল্লাহ তুমি পবিত্র ! আর আমি তোমার প্রশংসা করছি।তোমার নাম বরকতপূর্ণ। তোমার মর্যাদা অতীব মহান। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।

অত:পর তাউযু পড়বে

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ○

উচ্চারণ:-আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজিম।

অনুবাদ : আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রাথনা করছি।

অত:পর তাসমীয়া পড়বে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

উচ্চারণ:-**বিসমিল্লাহির্ রাহমা নির্‌রহিম**

অনুবাদ:আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।

অত:পর সুরা ফাতেহা বা আলহামদু সুরা পাঠ করবে এবং এই সুরা শেষে আস্তে আমীন বলবে। অত:পর পূণরায় বিসমিল্লাহ্ পড়ে কোন একটি সুরা অথবা ছোট তিন আয়াত কিংবা একটি বড় আয়াত যা ছোট তিন আয়াতের সমান তা পড়বে।

দ্বিতীয় ধাপ : রুকু

এবার আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে আর হাত দ্বারা হাঁটু দ্বয়কে এমনভাবে ধরতে হবে যেন হাতের তালুদ্বয় উপরে থাকে হাতের আঙ্গুল

সমূহ ভালভাবে ছড়িয়ে থাকে। পিঠকে সোজা করে বিছাবে যেন জমিনের ন্যায় সমান্তরাল হয়। আর মাথা পিঠ বরাবর সোজা থাকবে,উঁচু বা নিচু হবে না। দৃষ্টি থাকবে পা দ্বয়ের উপর কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ অর্থাৎ ' সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম ' (অর্থ:আমার মর্যাদাবান পরওয়ার দিগারের পবিত্রতা)বলতে হবে। তারপর 'তাসমী ' অর্থাৎ সামি আল্লাহু লিমান হামিদা (অর্থ:আল্লাহ তাআলা শুনে নিয়েছেন,যে তাঁর প্রশংসা করেছে) বলে একবাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এভাবে দাঁড়ানোকে 'কুমা ' বলে। যদি এক াকী নামায পড়ে তাহলে এরূপ বলতে হবে, 'আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ (অর্থ:হে আল্লাহ্ ! হে আমার মালিক ,সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য) এবং এরপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদাতে যাবে।

তৃতীয় ধাপ -সাজদা

সাজদার নিয়ম হলো প্রথমে দুই হাঁটু রাখবে তারপর দুই হাতের তালু মাটিতে রেখে ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে মাথাকে এরূপ ভাবে রাখতে হবে যেন প্রথমে নাক ও পরে কপাল মাটিতে স্পর্শ করে,আর এটার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে,যেন নাকের শুধু অগ্রভাগ নয় বরং নাকের হাড্ডি ও কপাল জমীনের উপর ভালভাবে লেগে থাকে । সাজদারত অবস্থায় দৃষ্টি নাকের উপর থাকবে ,বাহুদ্বয়কে পাঁজর থেকে পেটকে উরু (রান)থেকে,উরু দুইপায়ের গোড়ালী থেকে পৃথক রাখতে হবে(হ্যাঁ,যদি কাতারে হয় তবে বাহুকে পাঁজরের সঙ্গে লাগিয়ে রাখতে হবে)। উভয় পায়ের ১০ টি আঙ্গুলের মাথা এভাবে ক্বিবলার দিকে রাখতে হবে যেন ১০টি আঙ্গুলের পেট (অর্থাৎ আঙ্গুল সমুহের তলার উঁচু অংশ)জমীনের সাথে লেগে থাকে । হাতের তালুদ্বয় বিছানো অবস্থায় ও আঙ্গুলগুলি ক্বিবলার দিকে থাকে । কিন্তু কব্জীদ্বয় জমীনের সাথে লেগে থাকবে না। এবার কমপক্ষে তিনবার সাজদার তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানা রাব্বিয়াল আলা (অর্থ: অতি পবিত্র আমার উচ্চ মর্যাদাশীল প্রতিপালক) পড়তে হবে। অত:পর মাথাকে এভাবে উঠাবে যেন প্রথমে কপাল,অত:পর নাক ,অত:পর হাত উঠে । এরপর ডান পা খাড়া করতে হবে এইভাবে যেন সব আঙ্গুলগুলি ক্বিবলামুখী হয়ে থাকে । আর বাম পা বিছিয়ে তার উপর সোজা হয়ে বসতে হবে এবং হাতের তালু দ্বয়কে

বিছিয়ে রানের উপর হাঁটুর নিকটে এভাবে রাখবে যেন হাত দুটির আঙ্গুলগুলি ক্বীবলার দিকে আর আঙ্গুলগুলির মাথা হাঁটুদ্বয়ের বরাবর থাকে। উভয় সাজদার মাঝখানে বসাকে জালসা বলে। অত:পর সুবহানাল্লাহ বলার সম পরিমান সময় অপেক্ষা করে আল্লাহু আকবার বলে পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয় সাজদা করতে হবে। অত:পর হাত দুটিকে দুই হাঁটুর উপর রেখে পাঞ্জার উপর ভর করে দাঁড়াতে হবে। উঠার সময় একান্ত প্রয়োজন না হলে জমীনে ঠেক লাগাবেনা । এভাবে এক রাকায়াত পূর্ণ হল।

চতুর্থ ধাপ: দ্বিতীয় রাকায়াত আরাম্ভ

দ্বিতীয় রাকায়াতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম পড়ে সুরা ফাতিহা ও এরপর আরেকটি সুরা পাঠ করে পূর্বের ন্যায় রুকু ও সাজদা করবে। দ্বিতীয় সাজদা হতে মাথা উঠানোর পর ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসে যেতে হবে। দুই রাকায়াতের দ্বিতীয় সাজদার পর বসাকে 'কাদা' বলা হয়। এমতাবস্থায় তাশাহুদ পড়তে হয়।

তাশাহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

উচ্চারণ:-আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যেবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ স্বালেহীন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

অনুবাদ :-সকল মৌখিক,শারিরীক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আপনার উপর সালাম ও আল্লাহর

রহমত ও বরকত হোক। আমাদের উপর ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আরও সাক্ষী দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই,আরও সাক্ষী দিচ্ছি যে,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসুল।

যখন তাশাহুদের 'লা' পর্যন্ত পৌঁছাবে তখন ডান হাতের মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে বৃত্ত তৈরী করবে আর কনিষ্ঠ ও তার পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলকে তালুর সাথে মিলিয়ে ফেলবে এবং 'লা' বলতেই শাহাদাত আঙ্গুল উপরের দিকে উঠাবে, তবে এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করবে না। আর 'ইল্লা' শব্দটি বলতে বলতে নামিয়ে ফেলবে এবং সাথে সাথে সমস্ত আঙ্গুল পূণরায় সোজা করবে। যদি দুই রাকায়াতের চেয়ে অধিক রাকায়াত পড়তে হয়,তাহলে আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাকায়াতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। যদি তিন বা চার রাকায়াত বিশিষ্ট ফরয নামায হয় তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকায়াতে ক্বিয়ামে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়ার পর শুধুমাত্র সুরা ফাতিহা অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ সুরা পাঠ করবে,এরপর অন্য সুরা মিলানোর প্রয়োজন নাই। বাকী অন্যান্য কার্যাবলী বর্ণিত নিয়মানুসারে সম্পন্ন করবে। আর যদি চার রাকায়াত বিশিষ্ট সুন্নাত ও নফল হয় তবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকায়াতেও সুরা ফাতিহার পর অন্য সুরা মিলাবে। যদি ইমামের পিছনে নামাজ পড়া হয় ,তবে কোন রাকায়াতে ক্বিরাত পড়তে হবে না । এভাবে চার রাকায়াত পূর্ণ করে 'কাদায়ে আখিরা' বা শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দরুদে ইবরাহীম পড়তে হবে।

দরুদে ইব্রাহীম

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা সাইয়েদিনা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক্ আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা সাইয়্যেদিনা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

অনুবাদ:-হে আল্লাহ ! দরুদ প্রেরণ করো আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর বংশধরের উপর, যেরূপ ভাবে তুমি দরুদ প্রেরণ করেছো হযরত সাইয়্যেদিনা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপর এবং তাঁর বংশধরের. উপর,নিশ্চয় তুমি সর্বাধিক প্রশংসিত ও সর্বাধিক সম্মানিত। হে আল্লাহ! বরকত অবতীর্ণ করো আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর বংশধরের উপর,যেরূপ ভাবে তুমি বরকত অবতীর্ণ করেছো হযরত সাইয়্যেদিনা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপর এবং তাঁর বংশধরের. উপর,নিশ্চয় তুমি সর্বাধিক প্রশংসিত ও সর্বাধিক সম্মানিত।

অত:পর যে কোন দুআয়ে মাসুরা পড়তে হবে

দোয়া মাসুরা

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِمَنْ تَوَالَدَ وَ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ مُجِيْبُ
الدَّعْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী ওয়ালি ওয়ালাদাইয়া ওয়ালি মান তাওয়ালিদা,ওয়ালি জামিইল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাতে,ওয়াল মুসলেমিনা ওয়াল মুসলিমাতে,ওয়াল আহইয়ায়ে মিনহুম ওয়াল আমওয়াতে বে রাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহিমীন।

অর্থ:-হে আল্লাহ! ক্ষমা করো আমাকে , আমার পিতা মাতাকে. এবং তাদের দ্বারা যারা জন্ম গ্রহন করেছে ,সমস্ত মুমিন নর ও নারী,মুসলমান নর ও নারী এবং তাদের মধ্যে যারা জীবিত এবং মৃত। নিশ্চয় তুমি দোআ কবুলকারী। তোমারই দয়ায়,হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

অথবা এই দুয়া পড়লেও চলবে

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ:- রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ফিল আখিরাতে হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার ।

অত:পর নামায শেষ করার জন্য প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁধের উপর দৃষ্টি রেখে আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলতে হবে এবং অনূরূপভাবে বামদিকে মুখ ফিরিয়ে আস সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলতে হবে। এইভাবে নামায পরিপূর্ণ হল।[১]

দুআর সময় হাত উঠানো

নামাযের পর দুআ কবুল হয়। এ সময় মেহেরবান রবের নিকট যেকোনো দুআ করা যায়।এ সময় হাত তুলে দুআ করা মুস্তাহাব। হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,আল্লাহ্ তাআলা দয়ালু দাতা । যখন বান্দা তাঁর সামনে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করে ,তখন তা শূন্য ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।[২]

অপর এক হাদিসে বিদ্যমান,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,যখন কিছু মানুষ হাত উঠিয়ে আল্লাহর কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করে তখন অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রার্থিত বিষয় দান করেন।[৩]

১.মারাকিউল ফালাহ্ ২৭৮পৃ:,গুনিয়াতুল মুতামাল্লী২৬১পৃ:
২.জামে তিরমিযী:-২/১৯৫ পৃ:
৩.মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৬৯পৃ:

যে সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা অতীব জরুরী

প্রথম তাকবীর ব্যতীত হাত উঠানো নিষেধ

নামায পড়ার সময় একমাত্র শুরুতেই অর্থাৎ প্রথম তাকবীব ব্যতীত অন্যত্র হাত উঠানো নিষেধ। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবারাও একমাত্র শুরুতেই উঠাতেন। এ সম্পর্কে দলীল সহকারে আলোচনা করা হল।

১.হযরত বারা বিন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,হুযুর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন উভয় কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন এবংএরপর পূণরায় এরূপ করতেন না।[১]

২. হযরত আলক্বামা বর্ণনা করেন যে,হযরত আব্দুল্লা বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,আমি তোমাদেরকে নিয়ে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায পড়াবো না কী? বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন,অত:পর তিনি নামায পড়ালেন এবং একবার ব্যতীত স্বীয় হাত উত্তোলন করলেন না। ইমাম নাসায়ীর বর্ণনায় এরূপ আছে অত:পর তিনি হাত উত্তোলন করলেন না।[২]

৩. হযরত আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধুমাত্র প্রথম তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন

১.আবু দাউদ ;আসসুনান,কিতাবুত তাত্ববীক১/২৮৭.হাদিস নং ৭৫০
মুসান্নাফ ইবনে আব্দির রাজ্জাক ২/৭০পৃ:হাদিস নং ২৫৩০
মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ১/২১৩পৃ:হাদিস নং২৪৪০
সুনানে দারে কুতনী ১/২৯৩পৃ:
তাহাবী:শারহ মানিল আসার১/২৫৩পৃ:হাদিস নং

২..আবু দাউদ ;আসসুনান,কিতাবুত তাত্ববীক১/২৮৬.হাদিস নং ৭৪৮.
তিরমিযী:আস–সুনান,কিতাবুস সলাত ২/১৯৪পৃ:হাদিস নং৩৬১.
নাসায়ী:আস–সুনান,কিতাবুল ইফতেতাহ ২/১৩১পৃ:হাদিস নং১০২৬.
আহমদ বিন হাম্বাল :আল মুসনাদ ৩/৩৮৮পৃ:হাদিস নং ৪৪১.

করতেন। অত:পর নামাযের মধ্যে আর কোন স্থানে হাত উত্তোলন করতেন না।আর এরূপ আমল তিনি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণে করতেন।[১]

৪.হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ বর্ণনা করেন, ''আমি হুযুর নাবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,হযরত আবুবাকার এবং হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার সঙ্গে নামায আদায় করেছি ,তাঁরা সকলেই শুধুমাত্র নামাযের শুরুতেই হাত উত্তোলন করতেন।''

সাবধান

যাকাতের অর্থ কাফের ,মুশরীক, ওহাবী (দেওবন্দী,জামাতে ইসলামী, গায়ের মুকাল্লিদ),রাফেজী,ক্বাদীয়ানী প্রভৃতি বাতিল সম্প্রদায়দের দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এদের কে ঐ অর্থপ্রদান করলে যাকাত অনাদায় থেকে যাবে।

(আহকামে শরীয়াত ২য় খন্ড ১৩৯ পৃ:)

১. জামিউল মাসানিদ:খাওয়ারযামী ১/৩৫৫পৃ:

নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত

নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় পুরুষদের নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং এবং সাহাবারা সকলে নাভীর নিচেতেই হাত বাঁধতেন। এসর্ম্পকে নিম্নে দলীল সহকারে পেশ করা হল:-

১.হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন, ''(হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সুন্নাত হল,নামাযে এক হাত অন্য হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে বাঁধা।'' [১]

২.হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন, ''আমি হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভীর নিচে রেখেছেন।''[২]

হাফিজ আলক্বাসিম বিন কুতলুবুগা 'শারহ মুখতার' এর মধ্যে এই হাদিসের সনদ কে 'জায়েদ' বলেছেন। শাইখ আবু তাইয়াব আল মাদানী শারহ তিরমিযী -এর মধ্যে মন্তব্য করেন, সনদের দিক দিয়ে উক্ত হাদিসটি মজবুত। শাইখ আবিদ আস সানাদী তাওয়ালিউল আনওয়ার পুস্তকে উক্ত হাদিসের বর্ণনা কারিদের 'স্বেকা' বলেছেন।[৩]

৩. .হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত তিনটি বিষয় রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ সকল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম দের পবিত্র আচরণের অন্তভুক্ত - সময় হওয়ার পর ইফতারে বিলম্ব

১.মুসনাদে আহমদ:১/৩৯১পৃ:,৫/২২৭পৃ:
মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ১/৩৯১পৃ:
সুনানে আবু দাউদ:তাহক্বীক আওয়াম ১/৪৯৫পৃ:
দারু কুতনী ১/২৮৬পৃ:
সুনানে কুবরা ১/১১পৃ:
২. মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ২/৩০৮পৃ:,কিতাবুস সলাত.
৩.তাহফাতুল আহওয়াহজি২/৭৫.

না করা , সাহরীতে বিলম্ব করা এবং নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে রাখা ।[১]

৪.ইমাম তিরমিযী স্বীয় পুস্তক সুনানে তিরমিযী র মধ্যে বর্ণনা করেছেন, কিছু সংখ্যক নাভীর উপরে বাঁধার কথা বললে ইমাম তিরমিযী সহ বহু সংখ্যক মুহাদ্দিস এর বিরোধীতা করে বলেন কোন সহীহ হাদিস মারফুও হাদিস দ্বারা এটা কক্ষণই সাব্যস্ত হয় না যে, হাত নাভীর উপরে বাঁধতে হবে বরং নাভীর নিচে বাঁধার কথাই অধিক সাবস্ত্য হয়।[২]

ইমাম গণের সিদ্ধান্ত

ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু,হযরত সুফীয়ান সাওরী, ইসাহাক ইবনে রাওয়াহা,আবু ইসাহাক মারওয়াযী প্রমুখ ইমামগণ নাভীর নিচে হাত বাঁধার বিধান দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ও ইমাম শাফেয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার প্রসিদ্ধ মতও অনূরূপভাবে বর্ণিত আছে।

ইমামের পিছনে ক্বেরাত নিষিদ্ধ

ইমামের পিছনে নামায পড়লে ইমামের ক্বেরাতই মুক্তাদির ক্বেরাত বলে ধরা হবে। কুরআন শরীফ ও হাদিস শরীফে বিদ্যমান,জামাতের নামাযে ইমামের পিছনে মুকতাদির সুরা ফাতিহা ও অন্য কোন সুরা পাঠ নিষিদ্ধ।

প্রথম দলীল:

কুরআন শরীফে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

وَإِذَا قُرِءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থ:- ''এবং যখন কুরআন পড়া হয়,তখন তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর এবং চুপ করে থাক,যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।'' [৩]

১.মুহাল্লা ৩/৩০পৃ:,আল জাওহারু নাকী ২/৩২
২. তিরমযী শরীফ হাদিস নং ২৫১
৩.সুরা আরাফ আয়াত নং ২০৪

ব্যখ্যা: এ আয়াতের ব্যখ্যা প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সাহাবা ও মুফাসসিরগণ যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস,হযরত আবু হুরাইরাহ ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহুম ইরশাদ করেন,এই আয়াত নামায ও খুতবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।[১]

ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,এ বিষয়ে উম্মাহর ইজমা রয়েছে যে,এই আয়াত নামায সম্পর্কে অবতীর্ন হয়েছে[২]।

ইমাম যায়েদ ইবনে আসলাম ও আবুল আলিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেছেন,কিছু মানুষ ইমামের পিছনে ক্বিরাত পড়তেন,তখন এই বিধান অবতীর্ন হয়- 'যখন কুরআন পড়া হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে।'[৩]

হযরত বাশীর ইবনে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন,হযরত আব্দুল্লা ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নামায পড়ালেন এবং অনুভব করলেন যে,কিছু মানুষ ইমামের সঙ্গে ক্বিরাত পড়ে। নামায শেষে তাদের ভৎসনা করে তিনি বললেন,আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন-যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে। এরপরও কি তোমরা বিষয়টি বুঝছ না। এখনও কি তোমাদের বোঝার সময় হয়নি !

মন্তব্য:-সাহাবায়ে কেরাম,তাবেয়ীন,মুফাসসিরিন ও মুহাদ্দিসীনদের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে,উপরোক্ত আয়াত নামায সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব উক্ত আয়াতের নির্দেশ হল,ইমাম যখন নামাযে কুরআন পড়বে তখন মুক্তাদি চুপ থাকবে।

দ্বিতীয় দলীল

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, ''যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায আদায় করে তখন ইমামের ক্বেরাত পড়াই তার

১.তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/২৮১,
২.আলমুগনী ১/৪৯০
৩. আলমুগনী ১/৪৯০ ,৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/২৮১

. ক্বেরাত পড়া রূপে ধর্তব্য হবে।''[১]

তৃতীয় দলীল

হযরত আতা বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত যায়েদ বিন সাবিতের নিকট ইমামের সাথে ক্বেরাত পড়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন । তখন হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উওর দিলেন, 'মুক্তাদির ইমামের সাথে কোনো প্রকার ক্বেরাত নেই ।'[২]

এই হাদিসে জামাতের নামায প্রসঙ্গে এসেছে এবং এই হাদীসে মুক্তাদিকে ইমামের সঙ্গে কুরআন পড়তে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে । এ ছাড়াও উক্ত হাদিসের 'ফি শাইয়িন' শব্দ থেকে জানা যাচ্ছে যে মুক্তাদি কোনো কিছুই পড়বে না - না সুরা ফাতিহা , না অন্য কোনো সুরা । এর দ্বারা আরও বোঝা যায় যে , জাহরী (জোরে ক্বেরাতের নামায) কিংবা সির্‌রী (আস্তে ক্বেরাতের নামায) কোনো নামাযেই মুক্তাদি কুরআন পাঠ করবে না ।

চতুর্থ দলীল

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,জামাতের নামাযে ইমাম হল অনুসরনের জন্য। অতএব ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলে তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলবে। আর যখন ইমাম পাঠ করে তখন তোমরা নিশ্চুপ থাকবে। যখন ইমাম বলে,গায়রিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ব দ্বলিন তখন তোমরা

১.জার্মিউল আসার্নিদ ১/৩৩১পৃ:,খাওয়ারযামী;
আল–মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ ১/৯৬ পৃ:
আল–মুসনাদ ১/৩২০পৃ:,হাদিস নং ১০৫০.
আল–মুজামুল আওসাত ,তাবারাণী ৮/৪৩পৃ:
আস–সুনানুল কুবরা;বায়হাকী ২/১৬০পৃ:
মুসনাদে ইমামে আযাম ৬১পৃ:
২.মুসলিম:আস–সহীহ,কিতাবুস সালাত ১/১৬৪পৃ:হাদিস নং ৬০২
নাসাঈ :আস–সুনান,কিতাবুল ইফতেতাহ ২/১৬০পৃ:হাদিস নং৯৬০
নাসাঈ :আস–সুনানুল কুবরা ১/৩৩১পৃ:হাদিস নং১০৩২
আবু আওয়ানা: আল–মুসনাদ ১/৫২২পৃ:হাদিস নং১৯৫১

বলবে আ-মী-ন।যখন সে রুকু করবে তোমরাও রুকু করবে.......।

ব্যাখা:-ইমাম মুসলিম রাদিয়াল্লাহু আনহুর শিষ্য আবুবাকার রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে ইমাম মুসলিম বলেন, আমার মতে হাদীসটি সহীহ ।

পঞ্চম দলীল

হযরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,ইমাম এজন্য বানানো হয় যে,যেন তার অনুসরণ করা যায়।অতএব যখন সে তাকবীর বলবে,তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। যখন রুকু করবে,তোমরাও রুকু করবে। যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলবে তোমরা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ বলবে।যখন সিজদা করবে তোমরাও সিজদা করবে এবং যথন সে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে আর যখন সে বসে নামায পড়বে তখন তোমরাও বসে নামায আদায় করবে।[১]

উক্ত হাদীস শরীফে হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্তাদীদের ইমামের পিছনে করণীয় বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে ক্বেরাতের কথা ইরশাদ করেননি,যার দ্বারা এটা সাবস্ত্য হয় যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের ক্বেরাত নিষিদ্ধ।

ওহাবী তথা গায়র মুকাল্লিদদের ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য:

ওহাবী তথা গায়র মুকাল্লিদদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইমামের পিছনে নিশ্চুপ থাকার সপক্ষে মন্তব্য করে বলেছে,ইমামের ক্বেরাত মনোযোগ দিয়ে শোনা ও নিশ্চুপ থাকার বিধান কোরআন মজীদ ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।জামাতের নামাযে মুক্তাদী সুরা মিলাবে না এবিষয়ে উম্মাহর ইজমা রয়েছে ।আর সাহাবায়ে কেরাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামার মতে সুরা ফাতিহাও পড়বে না।[২]

১.বুখারী :কিতাবু সিফা তিস সালাত ১/২৫৭পৃ:,হাদিস নং ৭০১;
মুসলিম :কিতাবুস সালাত ১/৩০৯ পৃ:, হাদিস নং ৪১৪;
আবু দাউদ : কিতাবুস সালাত ১/১৬৪ পৃ:,হাদিস নং ৬০২;
ইবনে মাজাহ :কিতাবুস ইকামাতিস সালাত ১/২৭৬
২.তানাউউল ইবাদাত পৃ:৫৫

সতর্ক বার্তা:-বর্তমানে ওহাবী তথা গায়র মুকাল্লিদ সম্প্রদায় ইমামের পিছনে মুক্তাদীর ফাতিহা পাঠ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর দলীল উপস্থাপন করে এরূপ অন্যায় প্রচারণা চালাতে থাকে যে, ‘ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট ইমামের পিছনে ফাতিহা না পড়া সম্পর্কে কোন দলীল নেই।’সুতরাং তাদের এরূপ মত খন্ডনের জন্য প্রত্যেক নর-নারীর উচিত যে, ইমামের পিছনে ক্বেরাত করা নিষিদ্ধ সম্পর্কে যে সকল দলীলাদী দেওয়া হয়েছে,সেগুলি ওহাবী সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থাপন করে নিজেদের ঈমান ও আমালকে হেফাজত করা এবং ওহাবী সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তি মূলক প্ররোচনায় কর্ণপাত না করা।

উচ্চস্বরে ‘আমীন’ না বলা

ইমামের সুরা ফাতিহা সমাপ্ত হওয়ার পর মুক্তাদীর আস্তে আমীন বলা হল শরীয়তের বিধান।

১) হযরত ওয়ায়িল বিন হুজর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, “আমি রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ‘ গায়রিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্ব -দ্ব-ল্লিন ’ পাঠ করতে শুনলাম,এরপর তিনি বললেন, ‘ আমীন ’ এবং ‘ আমীন ’ বলার আওয়াজ নীচু করলেন।”[১]

২) হযরত আবু ওয়ায়িল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, “হযরত আলী ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাসমীয়া (বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম), তাউযু (আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম) এবং তামীন (আমীন) উচুঁ আওয়াজে বলতেন না।”[২]

৩) হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,পাঁচটি জিনিস নিম্নস্বরে পড়তে হবে;সানা,তাউযু (আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম),

১.তিরমিযী: কিতাবুস সালাত ১/২৮৯পৃ:,হাদিস নং ২৪৮
আহমদ বিন হাম্বাল:আল মুহনাদ ৪/৩১৬পৃ:
হাকেম:আল মুসতাদরক ২/২৫৩পৃ:,হাদিস নং ২৯১৩
২.তাবরানী: আল-মুজামুল কাবীর ৯/২৬৩ পৃ:,হাদিস নং ৯৩০৪
হাইসামী:মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১০৮

তাসমীয়া (বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম),আমীন ও তাহমীদ।[১]

৪) হযরত আবু ওয়ায়িল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে,হযরত ওমর ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা 'তাসমীয়া', 'তাউযু 'এবং 'তামীন 'উচ্চস্বরে বলতেন না।[২]

৫) হযরত ইব্রাহীম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন,চারটি জিনিস ইমামের পেছনে নিম্নস্বরে বলতে হবে-তাআউয,তাসমীয়া,তামীন এবং তাহমীদ।[৩]

উপরোক্ত দলীলাদির দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত যে,কোন সহীহ হাদীসে উচ্চস্বরে 'আমীন' বলার আদেশ দেওয়া হয়নি। আজকের ওহাবী সম্প্রদায় সর্বদা উচ্চস্বরে 'আমীন' বলার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে থাকে। কিন্তু এবিষয়ে তারা যত রেওয়ায়েতের সাহায্য নিয়ে থাকে সে গুলির দ্বারা সর্বদা জোরে 'আমীন 'বলার উল্লেখ নেই।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা সম্পর্কে জানতে পাঠ করুন সাওতুল হক্ব

১.মুসান্নাফ ইবনে আব্দির রাজ্জাক ২/৮৭পৃ:হাদিস নং ২৫৯৭; কানযুল উম্মাল ৮/২৭৪ পৃ:,হাদিস নং ২২৮৯৪

২.তাহাবী : শারহু মানিল আসার ১/২৬৩ পৃ:হাদিস নং ১১৭৩

৩.হিন্দি কানযুল উম্মাল ৮/২৭৪,হাদীস : ২২৮৯৪

মহিলাদের নামায আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য

পুরুষ ও মহিলাদের নামায প্রায় একই,তবে পদ্ধতিগতভাবে কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য গুলি হল:-

১.তাকবীরে তাহরীমা বা প্রথম তাকবীরের সময় পুরুষরা চাদর ইত্যাদি হতে হাত বের করে কান পর্যন্ত উঠাবে; পক্ষান্তরে মহিলাগণ চাদর ইত্যাদি হতে হাত বের করবেনা । কাপড়ের ভিতরে রেখেই শুধুমাত্র কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে,যেন আঙ্গুলসমূহ কাঁধ বরাবর উঠে।[১]

২.পুরুষেরা তাকবীর তাহরীমা বলে উভয় হাত নাভীর নিচে বাঁধবে,মহিলারা উভয় হাত সিনার উপরে বাঁধবে।[২]

৩.পুরুষদের ন্যায় মহিলারা ডান হাতকে গোলাকৃত বানিয়ে বাম হাতকে শক্ত করে ধরবে না;বরং ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপরে স্বাভাবিক ভাবে রেখে দেবে।[৩]

৪.মহিলারা পুরুষদের ন্যায় মাথা ও কোমর সমান রেখে অবনত হবে না; বরং শুধুমাত্র হাত দিয়ে হাঁটু ধরা যায় এতটা পরিমান ঝুকবে।[৪]

৫.মহিলারা রুকুর সময় পুরুষদের ন্যায় হাতের আঙ্গুলগুলি ফাঁক ফাঁক করে ধরবে না;বরং মিলিত রেখে হাত হাঁটুর উপরে রাখবে।[৫]

৬.মহিলারা রুকুর সময় কনুই পাঁজরের সঙ্গে মিলিত রাখবে;পুরুষদের ন্যায় কনুই ও পাঁজরের মধ্যে ফাঁকা রাখবে না।[৬]

৭.মহিলারা সিজদার সময় উভয় হাত যমীনে বিছিয়ে পেট রানের সঙ্গে এবং বাহু বগলের সঙ্গে মিলিত রাখবে।[৭]

৮.মহিলারা পুরুষদের ন্যায় সিজদার সময় পায়ের পাতা খাড়া রাখবে না; বরং

১.বুখারী শরীফ ১/১২পৃ:;ইলাউস সুনান ২/২৮২পৃ:

২.দুররে মুখতার ১৫/১৭পৃ:

৩.দুররে মুখতার ১৫/১৭পৃ:

৪.আলমগিরী ১/৭৪পৃ:

৫.তাহতাবী ২১৫পৃ:

৬.বায়হাক্বী শরীফ ২/২২২পৃ:

৭.বায়হাক্বী শরীফ ২/১২৩পৃ:; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা১/২৭০পৃ:

উভয় পায়ের পাতা ডানদিকে বের করে দিয়ে মাটিতে বিছিয়ে রাখবে।[১]
৯.মহিলারা একেবারে জড়োসড়ো ও সংকুচিত হয়ে সিজদা করবে।[২]
১০.মহিলারা সিজদা থেকে উঠে পুরুষদের ন্যায় পায়ের পাতার উপর বসবে না;বরং বাম নিতম্বের উপর ভর করে বসবে।[৩]
১১.মহিলারা ডান পায়ের গোছা বাম পায়ের উপর রাখবে।[৪]
১২.মহিলারা ডান পায়ের উরু বাম পায়ের উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে।[৫]
১৩.বসা অবস্থায় হাতের আঙ্গুল মিলিত রাখবে।[৬]
১৪.মহিলারা সর্বদা আস্তে ক্বেরাত পাঠ করবে।[৭]
১৫.মহিলাদের জন্য ফজরের নামায প্রথম ওয়াক্তে অর্থাৎ অন্ধকার থাকতে পড়া মুস্তাহাব।[৮]

মাসআলা:-মহিলাদের জন্য ঈদ ও জুমার নামায ওয়াজিব নয়।

মাসআলা:-পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মহিলাদের মাসজিদে যাওয়াও নিষিদ্ধ।[৯]

মাসআলা:-কিছু কিছু মহিলা ফরয,ওয়াজিব প্রভৃতি সকল প্রকার নামায অকারণে বসে পড়েন ,এ সকল নামাযগুলি বাতিল অতএব এ সকল নামাযগুলি পূণরায় আদায় করতে হবে।[১০]

১.মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা১/২৭০ পৃ:,কানযুল উম্মাল ৪/১১৭ পৃ:
২.বায়হাক্বী শরীফ ২/২২৩ পৃ:,কানযুল উম্মাল ৭/৪৬২ পৃ:
৩.মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ১/২৭১পৃ:,জামিউল মাসানিদ ১/৪০০ পৃ:
৪.তাহ্তাবী ১৪১পৃ:
৫.জামিউল মাসানিদ ১/৪০০ পৃ:,ইলাউস সুনান ৩/২৭পৃ:
৬. ফাতওয়া শামী ১/৫০৪ পৃ:
৭.কুতুবে আম্মা
৮.বাহারে শরীয়ত ৩/১৯ পৃ:
৯.দুররে মুখতার ১/৩৮০পৃ:,জান্নাতী জেওর ১৮৯পৃ:,বাহারে শরীয়ত ৩/১৩১পৃ:
১০.মোসিন কী নামায ২৮০ পৃ:

কতিপয় প্রয়োজনীয় সুরা ও আয়াত

আল-ফাতিহা

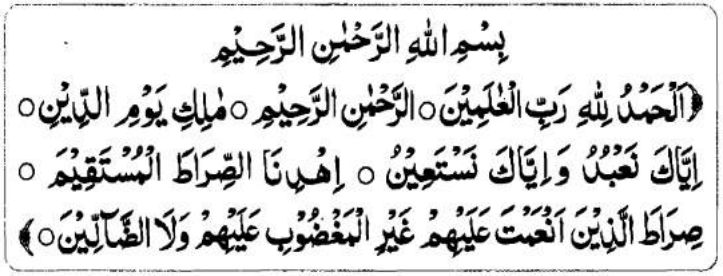
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○﴾

উচ্চারণ:- বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহিম

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বীল আ'লামীন। আ র রাহমা নির রাহীম। মা-লিকী ইয়াউ মিদ্দীন। ইয়্যাকা -না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন। ইহদিনাস-সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযিনা আন-আ'মতা আলাইহিম। গাই রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ব-দ্ব-ল্লী-ন।(আমীন)

অর্থ:-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য,যিনি মালিক সমস্ত জগদ্ব বাসীর। পরম দয়ালু করুণাময়। প্রতিদান দিবসের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো । তাদেরই পথে,যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো। তাদের পথে নয় ,যাদের উপর গযব নিপাতিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়।

বি:দ্র:–আরবী ভাষার সঠিক উচ্চারণ বাংলাতে করা কক্ষণই সম্ভব নয়। শুধু মাত্র ধারণা দেওয়ার জন্য বাংলাতে উচ্চারণ দেওয়া হল। পাঠকের নিকট অনুরোধ তারা মুখস্ত করার পর কোন সুন্নী আলেমের নিকট এর উচ্চারণ যেন শুদ্ধ করে নেয়।

আয়াতুল কুরসি

﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا
فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ
مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا
شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ
الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۝﴾

উচ্চারণ:-

বিসমিল্লাহির্ রাহমানির রাহিম্

আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু অল্ হাইউল ক্বাইউম লা তা খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়া লা নাউম । লা হু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল্ আরদি মান্ যাল্ লাযী ইয়াশ্ফাউ ইনদাহু ইল্লা বি ইযনিহী ইয়ালামু মা বাইনা আইদি হিম ওয়া মা খালফাহুম ওয়া লা ইউহিতুনা বি শাইয়িম্ মিন্ ইলমিহী ইল্লা বিমা শা-আ ওয়া সিয়া কুরসিইউ হুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়া লা ইয়া উদুহু হিফজুহুমা ওয়া হুয়াল আলিইউল আযীম ।

সুরা ইয়াসিন(কতিপয় আয়াত)

উচ্চারণ:– ইয়া-সিন্ ওয়াল্ কুরআনিল হাকী- ম। ইন্নাকা লা মিনাল্ মুরসালি-ন। আলা সিরা-তিম্ মুসতাক্বিম। তানযি-লাল্ আযি-যির রহি-ম লি তুন যিরা ক্বাওমাম্ মা-উনযিরা আ-বা--উহুম্ ফা হুম গা-ফিলু-ন। লাক্বাদ্ হাক্বাল্ ক্বাওলু আলা- আকসারিহিম ফাহুম লা-ইউ মিনুন । ইন্না জাআলনা

ফি-আনাক্বিহিম্ আগলালান্ ফা হিয়া ইলাল্ আযক্বা-নি ফাহুম মুকমাহু-ন। ওয়া জা আলনা মিম বাইনি আইদি-হিম সাদ্দাওঁ ওয়া মিন্ খালফিহিম্ সাদ্দান ফা আগশাইনা-হুম্ ফাহুম লা ইউবসিরুন। ওয়া সাওয়া-উন আলাইহিম আ-আনযার তা হুম আম লাম তুনযির হুম লা ইউমিনুন । ইন্নামা তুনযিরু মানিত তাবাআয্ যিকরা ওয়া খাশিআর রাহমানা বিল গায়িবি ফা বাশ্শির হু বি মাগফিরাতিউ ওয়া আযরিন কারিম। ইন্-না নাহনু নুহইল মাওতা ওয়া নাকতুবু মা কাদ্দামু ওয়া আসারা-হুম ওয়া কুল্লা শাই-ইন আহসাইনাহু ফি ইমামিম্ মুবিন।

অর্থ:- ইয়া-সিন। হিকমতময় ক্বোরআনের শপথ ;নিশ্চয় আপনি প্রেরিত সরল পথের উপর । সম্মানিত,দয়াময়ের অবতীর্ণ ; যাতে আপনি এ সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন,যার বাপ দাদাকে সতর্ক করা হয়নি । সুতরাং তারা গাফিল। নিশ্চয় তাদের অধিকাংশের উপর বাণী অবধারিত হয়েছে ;সুতরাং তারা ঈমান আনবে না। আমি তাদের ঘাড় সমুহে বেড়ী পরিয়ে দিয়েছি যে,সে গুলি থুতনি পর্যন্ত পৌঁছেছে ,সুতরাং তারা ঊর্ধমুখী হয়ে রয়েছে,এবং আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদের পেছনে একটা প্রাচীর । আর তাদেরকে উপর থেকে আবৃত করে দিয়েছি। সুতরাং তারা কিছুই দেখতে পায়না। এবং তাদের পক্ষে এক সমান আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন অথবা না-ই করুন। তারা ঈমান আনবে না। আপনি তো তাকেই সতর্ক করেছেন,যে উপদেশ অনুযায়ী চলে এবং পরম দয়ালুকে না দেখে ভয় করে । সুতরাং তাকে ক্ষমা ও সম্মান জনক পুরস্কারের সু-সংবাদ দেন।

সুরা রহ্মানের কতিপয় আয়াত

উচ্চারণ:- বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আর -রাহমানু আল্লামাল ক্বুরআ-ন। খালাক্বাল ইন্সা-না,আল্লামাহুল বাইয়া-ন। আশ্শামসু অল ক্বামারু বিহুস্বা-নিউ,অন্নাজ্মু অশ্বাজারু ইয়াস্জুদান । ওয়াস্সামা-আ রাফাআহা -অআদ্বা আল মীযা-না,আল্লা তাত্বগ্বাউ ফিল মীযান। অ আক্বীমুল অযনা বিল কিসত্বি অলা -তুখসিরুল মীযান । অল আরদ্বা অদ্বাআহা লিল আনা-ম। ফীহা -ফা -কিহাতুউ অন্নাখলু জাতুল আকমা-ম ।অলহাব্বু জুল আসফি অর্রাইহান ।ফাবি আয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকুমা-তুকাজ্জিবা-ন। খালাক্বাল ইন্সা-না মিন্ সালসা-লিন কালফাখ্খার অখালাক্বাল জ্বা-ন্না মিন্মা-রিজ্বিম্মিন্না-র । ফাবিআয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকুমা -তুকাজ্জিবান। রাব্বুল মাশরিক্বাইনি অরাব্বুল মাগ্বরিবাইনি। ফাবিআয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকুমা -তুকাজ্জিবান। মারাজ্বাল বাহরাইনি ইয়ালতাক্বিইয়া-ন,বাইনাহুমা -বার্যাখুল্লা-ইয়াবগ্বিইনা-ন। ফাবি আয়্যি আ-লা-ই রাব্বি কুমা তুকাজ্জিবা-ন। ইয়াখরুজু মিনহুমাল্লুলুউ অল মার্জ্বা-ন। ফাবিআয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকুমা -তুকাজ্জিবান । অলাহুল জাওয়ারিল মুনশাআ-তু ফিল বাহরি কাল আলাম। ফাবিআয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকুমা -তুকাজ্জিবান ।

সুরা ক্বদর

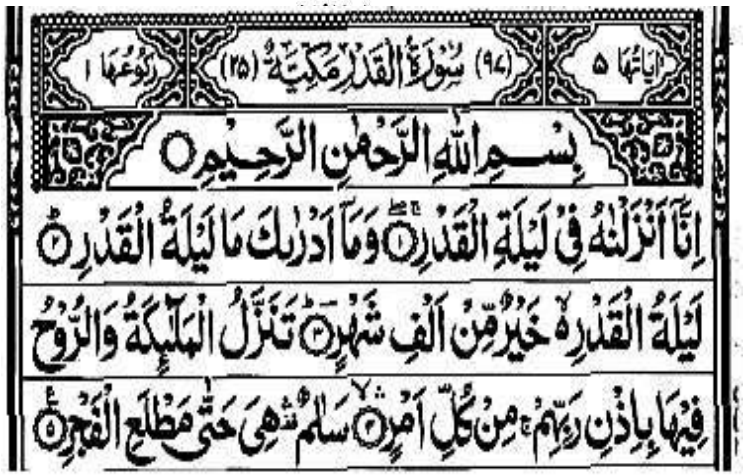

উচ্চারণ:- বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইন্না আন্জালনাহু ফি লাইলাতিল্ ক্বাদরি ওমা আদরাকা মা লাইলাতুল্ ক্বাদরি-লাইলাতুল্ ক্বাদরি খায়রুম্ মিন্ আলফি শাহরি -তানাজ্জালুল মালাইকাতু ওয়ার রুহ-ফিহা বিইজনি রব্বিহিম মিন কুল্লি আমরিন সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলা ইল ফাজরি।

অর্থ:-নিশ্চয় আমি সেটা (অর্থাৎ কুরআন মজিদকে এক বারেই লাওহ ই মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানের প্রতি) ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। এবং আপনি কি জানেন ক্বদর রাত্রি কি। ক্বদরের রাত হাজার মাস থেকে উত্তম । এতে ফিরিশতাগণ ও জিব্রাইল (আলায়হি ওয়া সাল্লাম)অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

সুরা আস্র

উচ্চারণ:--অল আস্ রি ইন্নাল্ ইন্ সানা লাফী খুস্রি । ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস্ স্বালিহাতি অতাওয়া স্বাও বিল হাক্কি ওয়া তাওয়া স্বাওবিস স্বাবরি।

অর্থ:-ঐ মাহবুবের যুগের শপথ। নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে ও একে অপরকে সত্যের জন্য জোর দিয়েছে এবং অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে।

সুরা ফিল

উচ্চারণ:- বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহিম

-আলাম্তারা কাইফা ফাআ'লা রাব্বুকা বি আস্হাবিল ফীল। আলাম্ ইয়াজ-আল কাইদাহুম ফি তাদ্লীল । ওয়া আর্সালা আলাইহিম তাইরান্ আবাবীল। তারমিহিম্ বিহিজা রাতিম্মিন সিজ্জিলিন ফাযা আলাহুম কাআসফিম্ মা'কুল।

অর্থ:-হে মাহবুব ! আপনি কী দেখেননি,আপনার প্রতিপালক ঐ হস্তি আরোহী বাহিনীর কী অবস্থা করেছেন. তাদের চক্রান্ত গুলোকে কী ধংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেননি। এবং তাদের উপর পাখির ঝাঁক সমূহ প্রেরন করেছেন,যে গুলো তাদেরকে কংকর পাথর দিয়ে মারছিলো। অত:পর তাদের কে চর্বিত ক্ষেতের পল্লবের মতো করেছেন।

সুরা -ক্বুরাইশ

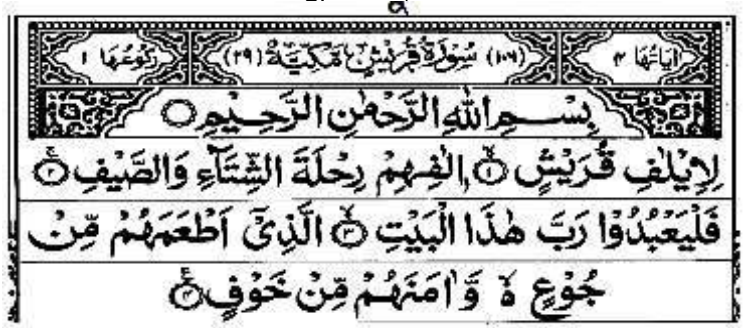

উচ্চারণ:- বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহিম

লি ইলাফি ক্বুরাইশিন ইলাফিহিম রিহলাতাশ শিতাই ওয়াস সাইফ।

ফালইয়াবুদু রাব্বা হাযাল বাইত। আল্লাযী আত্ আমাহুম্ মিন ইউঁ। ওয়া আমানাহুম মিন খাউফ।

অর্থ:- এ জন্য যে,ক্বুরাইশকে আকর্ষন প্রদান করেছেন,তাদের শীতকাল ও গ্রীষ্মকাল উভয়ের সফরের মধ্যে আকর্ষন প্রদান করেছেন। সুতরাং তাদের উচিৎ যেন তারা এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করে, যিনি তাদের কে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহার দিয়েছেন এবং তাদেরকে এক বড় ভয় থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

সুরা মাউন

উচ্চারণ:- বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহিম

আরা আইতা ল্লাযী ইউকাযিবু বিদ্দীন ফাযালিকাল লাযি ইয়াদুউল ইয়াতীম। ওয়ালা ইয়া হুদ্দু আলা ত্বামিল মিসকীন। ফাওয়াই লুল্লিল্-মুসাল্লীন। আল্লাযি নাহুম আনসালাতিহিম্ সাহুন। আল্লাযীনা হুম ইউরাউন। ওয়া ইয়ামনাউনাল মাউন।

অর্থ:-আচ্ছা,দেখুন তো । যে ধর্ম কে অস্বীকার করে , সুতরাং সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি , যে এতিমকে ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে আহার দেওয়ার প্রেরনা প্রদান করে না। সুতরাং ঐ নামাযীদের জন্য অনিষ্ট রয়েছে. যারা আপন নামায থেকে ভুলে বসেছে.ঐ সব ব্যক্তি যারা লোক দেখানো (ইবাদত) করে,এবং প্রয়োজনীয় ছোট খাট সামগ্রী চাইলে দেয় না ।

সুরা কাওসার

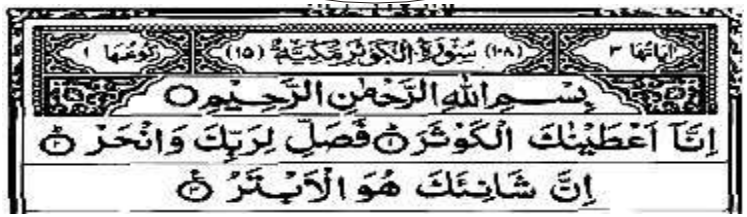

উচ্চারণ:- বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইন্না আ'ত্বাইনা কালকাউসার। ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার। ইন্নাশা'নিয়াকা হুয়াল্ আবত্তর।

অর্থ:-(হে মাহবুব), নিশ্চয় আমি আপনাকে অসংখ্য গুণাবলী দান করেছি সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়ুন। এবং কুরবানী করুন। নিশ্চয় যে আপনার শত্রু সেই সকল কল্যান থেকে বঞ্চিত।

সুরা কাফিরুন

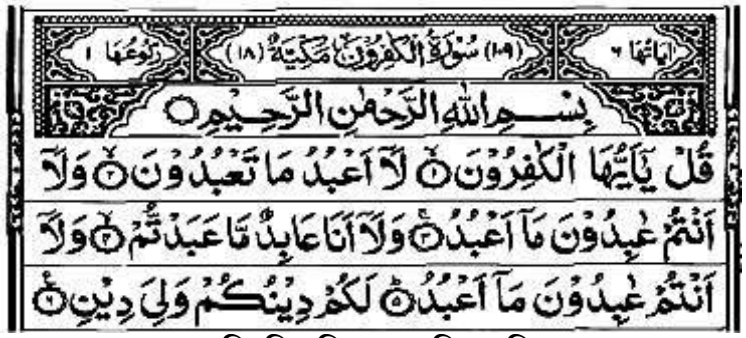

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

উচ্চারণ:--ক্বুল ইয়া আইয্যুহাল কাফিরুন। লা আ'বুদু মা তা'বুদুন। ওয়ালা আন্তুম আ'বিদুনা মা আ'বুদ। ওয়ালা আনা আবিদুম্ মাআবাত্তুম। ওয়ালা আন্তুম আ'বিদুনা মা আ'বুদ। লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন।

অর্থ:- আপনি বলুন , হে কাফির গণ আমি ইবাদত করিনা যার তোমরা ইবাদত কর। এবং না তোমরা ইবাদত কর যার ইবাদত আমি করি । এবং না আমি ইবাদত করব যার ইবাদত তোমরা করেছে।এবং না তোমরা ইবাদত করবে যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের এবং আমাদেব দ্বীন আমার।

সুরা নস্‌র

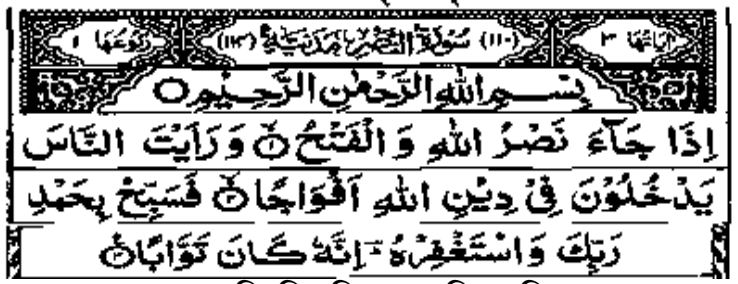

বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহিম

উচ্চারণ:- -ইযাজা-আ নাস্‌রুল্লাহি ওয়াল্ ফাতহ্। ওয়ারা আইতান্নাসা ইয়াদখুলুনা ফী দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজা,ফাসাব্বিহ বিহাম্‌দি রাব্বিকা ওয়াস্ তাগফিরহ। ইন্নাহু কা'না তাউওয়াবা।

অর্থ:-যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে , এবং আপনি লোকদেরকে দেখবেন যে. আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করছে;অত:পর আপনি প্রতিপালকের প্রশংসাকারী অবস্থায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর থেকে ক্ষমা চান। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত তাওবা কবুল কারী।

সুরা লাহাব

উচ্চারণ:- বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহিম

তাব্বাত্ ইয়াদা আবি লাহাবিউঁ ওয়াতাব্ব। মা আগনা আনহু মা লুহু ওয়ামা কাসাব। সাইয়াসলা নারান যাতা লাহাবিওঁয়াম্‌রা আতুহু হাম্মালাতাল হাতাব। ফী যদিহা হাবলুম্ মিম্‌মাসাদ।

অর্থ:-ধ্বংস হয়ে যাক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় এবং সে ধ্বংস হয়েই গেছে । তার কোন কাজে আসেনি তার সম্পদ এবং না যা সে উর্পাজন করেছে । এখন প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে -সে এবং তার স্ত্রী ,লাকড়ির

বোঝা মাথায় বহন কারীনী,তার গলায় খেজুরের বাকলের রশি।

সুরা এখলাস

سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ (٢٢) (١١٢) رُكُوْعُهَا ١ آيَاتُهَا ٤

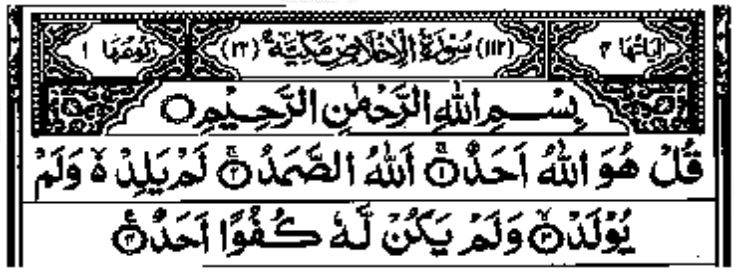

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ

يُوْلَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۞

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহিম

ð̃þœý ç Í ŷ x y£y”Ðx yÍ ŷ¢ ä¢ y› y”Ðœy› £ëý˚œ” ç ëýœy› £zþœý”–
ç ëýœy› £ëýõþ%ŷ „ Š%þ%ëý˜ x y£y”Ð
x í Åôéx yþ™̃ î œ%–!“ þ˜ x yÍ ŷ£ –!“ þ˜ ~„ þ–x yÍ ŷ£ þ™ û%yöþ™Çþ#
˜ ˜ —˜y„ þvþœ„ þ!“ þ˜ ‹ §Ã!” öëüŠë ~î , ˜ y!“ þ˜ „ þöî ŷöí ö„ þ‹ §Ã
@ü˜ „ þöî üŠë—~î , ˜ yx yöŠéö„ þvþ“ þ¤ û¢› „ þÇþ£î yî Ð

সুরা ফালাক্ক

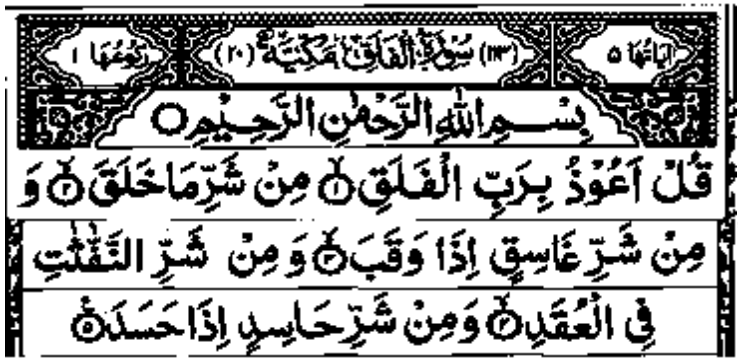

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ (٢٠) (١١٣) رُكُوْعُهَا ١ آيَاتُهَا ٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَ

مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۞ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ

فِى الْعُقَدِ ۞ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۞

é !î ¢!› Í ŷ£î ä y£› y˜ î ä y£›

উচ্চারণ:-ক্কুল আউযু বি রাব্বিল ফালাক্ক। মিন শার্রি মা খালাক্ক। ওয়া মিন শার্রি গাসিক্কিন্ ইযা ওয়াক্কাব। ওয়া মিন শার্রিন্ নাফ্ফাসাতি ফিল ওয়াক্কাদ। ওয়া মিন শার্রি হা-সিদিন ইযা হাসাদ।

অর্থ:-আপনি বলুন ,আমি তাঁরই আশ্রয় নিচ্ছি , যিনি প্রভাতের সৃষ্টিকর্তা, তাঁর সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে ;এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন কারীর অনিষ্ট থেকে ,যখন সেটা অস্তমিত হয়,এবং ঐ সব নারীর অনিষ্ট থেকে ,যারা গ্রন্থি সমূহে ফুৎকার দেয়।

সুরা নাস্

سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ (٢١) (١١٤) رُكُوْعُهَا ١ آيَاتُهَا ٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞ مَلِكِ النَّاسِ ۞ اِلٰهِ

النَّاسِ ۞ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۞ الَّذِىْ

يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহিম

ক্কুল আউযু বি রাব্বিন্নাস। মালিকি ন্নাস। ইলাহিন্নাস। মিন শার্রিল ওয়াস্ ওয়াসিল খান্নাস। আল্লাযী ইউওয়াস্ বিসু ফী সুদু রিন্নাস। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থ:-আপনি বলুন ,আমি তাঁরই আশ্রয়ে এসেছি , যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক , সকল মানুষের বাদশাহ ,সকল লোকের খোদা। তারই অনিষ্ট থেকে , যে অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং আত্ম গোপন করে, যে মানুষের অন্তর সমূহে কু-প্ররোচনা ঢালে,জ্বীন ও মানুষ।

বিভিন্ন নামাযের নিয়াত সমূহ

ফযরের নামাযের নিয়াত

ফযরের দুই রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الفَجْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ ফাজ্‌রি সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি ফজরের দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার

ফযরেব দুই রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الفَجْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকাআতাই সালাতিল্ ফাজ্‌রি ফারদ্বিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি ফজরের দুই রাকায়াত ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

যোহরের নামাযের নিয়াত

যোহরের চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিজ্ জোহ্‌রে সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা

জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি যোহরের চার রাকায়াত সুন্নাত নামাযের

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিজ্ জোহ্‌রে ফারদ্বাল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি যোহরের চার রাকায়াত ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

যোহরের দুই রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ জোহ্‌রে সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি যোহরের দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

যোহরের দুই রাকায়াত নফল

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا

اِلٰى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ নাফ্লি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত নফল নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

আসরের নামাযের নিয়াত

আসরের চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ العَصْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিল আস্রি সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি আসরের চার রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

আসরের চার রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ العَصْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিল আস্রি ফারদ্বাল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি আসরের চার রাকায়াত ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের নামাযের নিয়াত

মাগরিবের তিন রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ المَغْرِبِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা সালাসা রাকাআতি সালাতিল মাগরিবে ফারদ্বাল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:-আমি নিয়াত করছি তিন রাকায়াত মাগরিবের ফরয নামাযের ক্বিবলার দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের দুই রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল মাগরিবে সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি মাগরিবের দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের দুই রাকায়াত নফল

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا

اِلٰى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ নাফ্লি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত নফল নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার

এশার নামাযের নিয়াত

এশার চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিল ইশায়ী সুন্নাতু রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিলকা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি এশার চার রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

এশার চার রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَرْضُ اللّٰهِ

تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিল ইশায়ী ফারদ্বুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি এশার চার রাকায়াত ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

এশার দুই রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল ইশায়ী সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি এশার দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাযের . উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

এশার দুই রাকায়াত নফল

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا

اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ নাফ্লি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত নফল নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

বেতর নামাযের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ

اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা সালাসা রাকাআতি সালাতিল বিত্রি ওয়াজিবান্ লিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

জুমার বর্ণনা

জুমা ফরযে আইন। এর ফরযটা যোহর থেকে অধিক জোরালো। এর
x ǚ#, bî û, bî #, b!šþÐ[১]
হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে ,যে ব্যক্তি পরস্পর তিন জুমা বাদ দিল , সে যেন ইসলামকে পিঠের পিছনে ফেলে দিল।[২]

জুমা পড়ার শর্ত সমূহ:-জুমার নামায পড়ার জন্য ছয়টি শর্ত রয়েছে। যদি এর কোন একটি শর্ত পাওয়া না যায়, তাহলে জুমা হবে না। শর্ত গুলি হল:-১.শহর বা শহরতলী,২.বাদশাহ,৩.যোহরের ওয়াক্ত ,৪.খুৎবা, ৫.জামাত ,৬.সকলের জন্য অনুমতি।[৩]

১ম শর্ত শহর বা শহরতলী হওয়ার ব্যখ্যা:-শহর ঐ স্থানকে বলা হয়, যেখানে বিভিন্ন প্রকার অলিগলি(লেন) ও বাজার থাকে এবং সেটা জেলা বা মহকুমা হবে,যার সঙ্গে গ্রাম অঞ্চলের সংযোগ থাকে । সেখানে এমন কোন শাসক থাকে যিনি স্বীয় ক্ষমতা বলে মজলুমের সুষ্ট বিচার জালিমের থেকে আদায় করে নিতে পারে । অর্থাৎ যিনি ন্যায় বিচারে যথার্থ সামর্থবান যদিও বা যথাযথ বিচার না করে বা প্রতিদান গ্রহণ না করে থাকে।[৪]
শহরের আশে পাশের জায়গা যা শহরের স্বার্থে ব্যবহার হয় এই জায়গা শহরতলী হিসেবে গণ্য হবে। যেমন কবররস্থান,ঘৌড়দৌড়ের মাঠ, সেনানিবাস,কাছারী,ষ্টেশন,এসবগুলো শহরের বাইরে হলেও তবু শহরতলী হিসেবে গণ্য হবে। এই প্রকার স্থানে জুমা জায়েয।[৫]

মাসয়ালা:-যে সকল গ্রামে জুমা হয় না ঐ সকল গ্রামে জুমা কায়েম করা উচিত নয়,আর যেখানে পূর্ব থেকেই জুমা হয়ে আসছে ঐ সকল গ্রামে জুমা বন্ধ করাও অনুচিত।[৬]

মাসয়ালা:-গ্রামে জুমার দিনেও জোহরের নামায আযান,ইকামত ও জামায়াত সহকারে পড়তে হবে।[৭]

১.দুররে মুখতার ১/৭৪৮ পৃ:
২.ইবনে খুযাইমা,হাব্বান,রযীন,ইমাম শাফেয়ী
৩.বাহারে শরীয়ত ৪.ফাতওয়া রেজবীয়া ৩/৭০৩পৃ:
৫.গুনিয়া,বাহারে শরীয়ত ৬.ফাতওয়া রেজবীয়া ৩/৭১০ পৃ:
৭.ফাতওয়া আলমগিরী ১/১৪৯ পৃ:

খুৎবা

-খুৎবার জন্য শর্ত হল ১.ওয়াক্তের মধ্যে হওয়া ২.নামাযের আগে হওয়া ৩.এরকম জামাতের সামনে হওয়া যা জুমার জন্য আবশ্যক ৪.এতটুকু আওয়াজ হওয়া যেন কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে আশে পাশের লোকজন শুনতে পায়।[১]

জুমার খুৎবার সুন্নাত সমূহ

১.খাতীব পবিত্র হওয়া ২.দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়া ৩.খুৎবার পূর্বে খাতীবের বসা, ৪.খাতীব মিম্বারের উপর হওয়া ৫. শ্রোতাদের দিকে মুখ করা, ৬.ক্বিবলার দিকে পিঠ রাখা,৭.উপস্থিত সকলে ইমামের দিকে মনোনিবেশ করা খুৎবার পূর্বে নিম্মস্বরে আউজুবিল্লাহ পড়া ৯.এতটুকু উঁচু আওয়াজে খুৎবা পড়া যেন লোকেরা শুনতে পায় ১০.আলহামদু বলে শুরু করা ১১. আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা,১২. মহান আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের ও হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইসি ওয়া সাল্লামের রেসালাতের স্বাক্ষী প্রদান করা,১৩.হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করা ১৪.কমপক্ষে একটি আয়াত তেলাওয়াত করা ,১৫.প্রথম খুৎবায় ওয়াজ নসীহত করা,১৬.দ্বিতীয় খুৎবায় সানা ,হামদ,শাহাদাত ও দরুদের পূনরাবৃত্তি করা,১৭.মুসলমানদের জন্য দুয়া করা,১৮.উভয় খুৎবা হালকা করা,১৯.উভয় খুৎবার মাঝখানে তিন আয়াত পাঠ পরিমাণ সময় বসা;মুস্তাহাব হচ্ছে দ্বিতীয় খুৎবায় প্রথম খুৎবার তুলনায় আওয়াজ ছোট হওয়া ,২০.খোলাফায়ে রাশেদীন, সম্মানিত দুজন চাচা হযরত হামযা ও হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা এর আলোচনা করা।[২]

মাসয়ালা:-যখন ইমাম খুৎবার জন্য দাঁড়াবে,সেইসময় থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত নামায, জিকির, আযকার এবং যে কোন ধরনের কথাবার্তা বলা নিষেধ। অবশ্য সাহেবে তারতীব ব্যক্তি স্বীয় কাযা নামায পড়ে নিতে পারবে। যে ব্যক্তি সুন্নাত বা নফল নামাযে রত থাকে,তাড়াতাড়ি যেন শেষ করে।[৩]

১.দুররে মুখতার,রাদ্দুল মুহতার ১/৭৫৭,৭৫৮পৃ:
২.আলমগিরী ১/১৪৭,১৭৬ পৃ:দুররে মুখতার ১/৭৫৮,৭৬০ পৃ:
৩.দুররে মুখতার ১/৭৬৭,৭৬৮ পৃ:

জুমার নামাযের নিয়াত

দুই রাকায়াত তাহিইয়াতুল ওযু

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِّيَةِ الْوَضُوْءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ তাহিইয়াতুল ওজু সুন্নাতু রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

দুই রাকায়াত দুখুলুল মাসজিদ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ دُخُوْلِ الْمَسْجِد سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ দুখলিল মাসজিদে সুন্নাতু রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

জুমার পূর্বে চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ قَبْلَ الْجُمْعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবাআ রাকা'আতি সালাতি কাবলাল জুমআ সুন্নাতু রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

জুমার দুই রাকায়াত ফরয নামায

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْجُمْعَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ জুমআতে ফরযুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

জুমার পর চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مُتَوَجِّهًااِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবাআ রাকা'আতি সালাতি বাদাল জুমআ সুন্নাতু রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

জুমার পর দুই রাকায়াত সুন্নাত নামায

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ سُنَّةِ الْوَقْتِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতি সুন্নাতিল ওয়াক্ত সুন্নাতু রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

জুমার পর দুই রাকায়াত নফল

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا
اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ নাফ্লি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

দোয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْكَ، وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ
وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ، اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ
وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ، وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ
عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাইনুকা অনাসতাগফিরুকা,অনু মিনু বিকা অনাতাক্কালু আলাইকা,অনুসনী আলাইকাল খাইরা,অনাশকুরুকা অলানাক্ফুরুকা, অনাখলায়ু ও নাত্রুকু ,মাই ইয়াফ্ জুরুকা আল্লাহুম্মা ইয়াকানাবুদু ,অলাকানুসল্লি,অনাস্জুদু,অইলাইকা নাস্আ ,অনাহ্ফিদু,অনারজু রাহমাতাকা অনাখ্শা আযাবাকা, ইন্না আযাবাকা বিলকুফফারি মুলহিক্।

ঈদের নামায:-ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা

দুই ঈদের নামায ওয়াজিব । তবে সবার উপর নয় বরং তাদের উপর ওয়াজিব যাদের উপর জুমা ওয়াজিব। এটা আদায়ের জন্যও সে শর্তসমুহ অপরিহার্য,যা জুমার জন্য বর্ণিত আছে। কেবল পার্থক্য রয়েছে যে জুমায় খুৎবা শর্ত,কিন্তু ঈদ দ্বয়ে সুন্নাত।

ঈদের সূচনা:- হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় তাশরীফ আনলেন তখন মদীনাবাসীর ছিল দুটি উৎসবের দিন। তারা এ দিনগুলো কাটাত ক্রীড়া ও কৌতুকের মাধ্যমে । হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ উৎসব সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল,জাহেলী যুগ থেকেই আমরা এ দিনে আনন্দ উৎসব করে আসছি। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈরশাদ করলেন আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এ দুদিনের পরিবর্তে উত্তম দুইদিন দান করেছেন। তা হচ্ছে ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর।[২]

ঈদের নামায আদায়ের পদ্ধতি

ঈদের নামায দুই রাকায়াত। ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার নিয়েত করে কান পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং আল্লাহু আকবার বলে হাত বেঁধে সানা পড়বে, এরপর পূনরায় কান পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং আল্লাহু আকব র বলে হাত ছেড়ে দিবে, পূনরায় হাত উঠাবে এবং আল্লাহু আকবর বলে হাত ছেড়ে দিবে। আবার হাত উঠাবে এবং আল্লাহু আকবর বলে হাত বেঁধে নিবে। এটা এ ভাবে স্মরণ রাখতে হবে, যখন তাকবীরের পর কিছু পড়তে হয় ,তখন হাত বাঁধবে এবং যখন কিছু পড়তে হয় না, তখন হাত ছেড়ে দিবে। চতুর্থ তাকবীরের পর যখন হাত বেঁধে নেবে , তখন ইমাম আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ নিম্নস্বরে পড়ার পর আলহামদু ও অন্য একটি সুরা পড়বে। অত:পর রুকু সিজদা করে প্রথম রাকায়াত শেষ করবে। যখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে , তখন প্রথমে আলহামদু ও অন্য একটি সুরা পড়বে। এরপর তিনবার কান পর্যন্ত হাত উঠায়ে আল্লাহু আকবার বলবে কিন্তু হাত বাঁধবে না এবং চতুর্থবার হাত না উঠায়ে আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে চলে যাবে।[১]

১.সুনানে আবু দাউদ ১/১৬১ পৃ:
২.দুররে মুখতার ১/৭৭৯ পৃ:

ঈদের দিনের মুস্তাহাব বিষয়সমুহ

১.চুল, দাড়ি-গোঁফ ঠিক করা,২.নখ কাটা,৩.গোসল করা, ৪.মিসওয়াক করা, ৫.ভালো কাপড় অর্থাৎ নতুন কাপড় অথবা ধোলাই করা কাপড় পড়া। ৬. আংটি পরিধান করা[১],৭.সুগন্ধি লাগানো, ৮.ফজরের নামায মহল্লার মসজিদে পড়া, ৯.ঈদগাহে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া , ১০.নামাযের আগে সাদকাযে ফিতর আদায় করা,১১.ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া ,১২.ভিন্ন রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা ,১৩. নামাযে যাবার আগে তিন ,পাঁচ,সাত এভাবে বিজোড় খেজুর খাওয়া,খেজুর না থাকলে মিষ্টি জাতীয় কোন কিছু খাওয়া। অবশ্য নামাযের আগে কিছু না খেলে গুনাহাগার হবে না। তবে ইশা পর্যন্ত কিছু না খেয়ে থাকা দোষনীয়।[২] আনন্দ প্রকাশ করা , বেশী করে দান-সাদকা করা,ঈদগাহে ধীর স্থির ওগাম্ভীর্য সহকারে নিচের দিকে দৃষ্টি রেখে গমন করা। পরস্পর ঈদ মুবারক জ্ঞাপন করা।

ঈদুল ফিতর নামাযের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ زَائِدَاتٍ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সলাতি ঈদিল্ ফিতরি মায়া সিত্তাতি তাকবীরাতি ওয়াজবিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল কাবাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াত

আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত ঈদুল ফিতরের ওয়াজিব নামাযের ,ছয় তাকবীরের সহিত । আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

১.টীকা:–পুরুষের জন্য সাড়ে চার মাশা অর্থাৎ প্রায় পঁয়ত্রিশ রত্তি চান্দির আংটি পড়া জায়েয। এ ছাড়া অন্য কোন আংটি জায়েয নেই। লোহা, পিতল ও অন্যান্য ধাতবের তৈরী আংটি নারী পুরুষ সকলের জন্য নাজায়েয। বরং মহিলাদের জন্য সোনা–চান্দি ব্যতীত লোহা পিতল ইত্যাদির অলংকার পরাও নাজায়েয।

২.ফাতওয়া আলমগিরী ১/১৪৯পৃ:,দুররে মুখতার ১/৭৭৬ পৃ:

ঈদুল আযহার নামাযের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْاَضْحٰى مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ زَائِدَاتٍ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সলাতি ঈদিল্ আযহা মাআ সিত্তাতি তাকবীরাতি ওয়াজিবিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ্ শারী ফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াত

আমি নিয়াত করছি, দুই রাকায়াত ঈদুল আযহার ওয়াজিব নামাযেব,ছয় তাকবীরের সহিত আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে ,কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার.।

তাকবীরে তাশরীক

৯ই জিলহজ্বের ফজর থেকে ১৩ই জিলহজ্বের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর (যা জামায়াত সহকারে আদায় করা হয়),একবার উচ্চস্বরে তাকবীর বলা ওয়াজিব এবং তিনবার বলা আফজাল বা খুবই উত্তম। একেই তাকবীরে তাশরীক বলা হয়। এটা হল ,

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ:-আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ,লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ,ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।[১]

মাসয়ালা:তাকবীর তাশরীক সালাম ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গে বলা ওয়াজিব , যদি মাসজিদের বাইরে চলে আসে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে ওযু ভঙ্গ করে ফেলে বা কারো সাথে কথা বলে এবং যদিও তা ভুল বশত: হয়,তাহলে তাকবীর বাদ পড়ে গেল। আর যদি বিনা ইচ্ছায় ওযু ভেঙ্গে যায়,তাহলে তাকবীর বলে নিবে।[২]

১.তানবীরুল আবসার ১/৭৮৪–৭৮৭ পৃ:,

কাযা নামাযের বর্ণনা

বিনা কারণে (শরয়ী) নামায কাযা করা বড় মারাত্মক গুনাহ। নামায কাযা হলে আন্তরিকভাবে তওবা করত: আদায় করা ফরয।

হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে তার জন্য এই নামায কিয়ামত ও কবরের মধ্যে নুর হবে এবং মুক্তির গ্যারান্টি হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে না তার জন্য এই নামাযতো ঈমানের নুর হবে না ,উপরন্ত কারুন, ফেরাউন,হামান,নমরুদ এবং উবাই ইবনে হলফের সাথে তার হাশর হবে। (নাউজুবিল্লাহ)[১]

কাযা নামায পড়ার সময়

কাজা নামায পড়ার কোন সময় নাই। যখন স্মরণ হবে দ্রুত পড়ে নিতে হবে। কিন্তু নিষিদ্ধ সময়ে পড়বে না। যেমন-সূর্যোদয়,সূর্যস্থির এবং সূর্যাস্তের সময়।[২]

উমরী কাযা

পুরো জীবনের না পড়া নামাযগুলি আদায় করে দেয়াকে কাযায়ে উমরী বা উমরী কাযা বলা হয়।

উমরী কাযার নিয়াত

উমরী কাযার মধ্যে একটি বিষয় হলো ,কাযা নামাযে দিন-তারিখ-মাস-বছর অনেক সময় স্মরণ থাকে না। ফলে নিয়াত করতে সমস্যা হয়। তাই এর নিয়ম হলো,উমরী কাজা পড়ার সময় মনে মনে সব কাযা নামাযের প্রথম ওয়াক্তের কাযা পড়ার নিয়াত করতে হবে। যেমন-আমি নিয়াত করছি , আমার বালেগ জীবনের প্রথম ফজর ওয়াক্তের ফরয কাযা আদায়ের। এই নামায আল্লাহর জন্য,আমার মুখ কাবার দিকে আর নামায আল্লাহর জন্য -আল্লাহ আকবার।

মাসআলা:-কসরের নামাযের কাযা মুকিম অবস্থায় পড়লে কসরই পড়তে হবে,আর মুকিম অবস্থার নামায সফরে পূরো পড়তে হবে।[৩]

১.মাজমাউল যাওয়াহিদ ২/২১,হাদিস নং ১৬১১
২.আলমগিরী
৩.রাদ্দুল মুহতার ২য় খন্ড ৬৫০ প

কাযা নামায পড়ার সহজ নিয়ম

পূর্বে যাদের অনেক ওয়াক্তের নামায কাযা রয়েছে,তাদের ক্ষেত্রে ঐ সকল নামায পড়ার কিছু সহজ উপায় হল:-

১.প্রতি রুকু ও সিজদাতে তাসবীহ তিনবারের পরিবর্তে একবার সঠিক ভাবে পড়লেও চলবে। অর্থাৎ রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিইল আযীম' একবার এবং সিজদাতে একবার 'সুবহানা রাব্বিইল আলা' সঠিকভাবে পড়তে হবে।

২.চার রাকায়াত ফরয নামাযের শেষ দুই রাকায়াতে 'আলহামদু বা সুরা ফাতিহার পরিবর্তে শুধুমাত্র 'সুবহানাল্লাহ' তিনবার পড়তে হবে।

৩. শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু বা তাশাহুদের পর দরুদ শরীফ ও দোয়া মাসুরার পরিবর্তে শুধুমাত্র 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা ওয়া আলিহী' পড়ে সালাম ফিরাবে।

৪. বিতর নামাযের তৃতীয় রাকায়াতে দুআ কুনুতের পরিবর্তে কমপক্ষে একবার 'ইয়া রাব্বিগ ফিরলি' বলবে।[১]

মাসআলা:-বিতিরের নামাযের কাজা পড়া ওয়াজিব।

কাযা নামাযের নিয়াত

যে নামাযের কাযা আদায় করা হবে সেইনামাযের কথা উল্ল্যেখ করে নিয়াত করতে হবে। যেমন আমি নিয়াত করছি ফজর /জোহর/আসর/মাগরীব/ এশা- র ফরয নামাযের যা কাযা হয়েছে।

মাসয়ালা:-**কাযা নামায নফল থেকে গুরুত্বপূর্ণ । অর্থাৎ যে সময় নফল পড়বে তা ছেড়ে এর পরিবর্তে কাযা নামায পড়বে।**[২]

মাসয়ালা:-জুমার দিনে ফযরের নামায কাযা হলে যদি ফযর আদায় করে জুমাতে সামিল হওয়া যায় , তাহলে ফরয হল প্রথমে ফযর আদায় করা। যদিও খোৎবা চলতে থাকে। আর যদি ফযর পড়লে জুমা ছুটে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে আর জোহরের ওয়াক্তও শেষ হবার ভয় থাকে তাহলে জুমা পড়ে নেবে। তারপর ফযর পড়বে এবং এক্ষেত্রে তারতীব বাদ হয়ে যাবে।[৩]

১. ফাতওয়ায়ে রেজবীয়া ৩য় খন্ড ৬২১-৬২২পৃ:
২.রাদ্দুল মুহতার ২/ ৬৪৬ পৃ:
৩. আলমগিরী ১/১২২ পৃ:

জামায়াতের বর্ণনা

জামায়াতের ফযীলত:- জামায়াত সহকারে নামায আদায় করা প্রসঙ্গে অসংখ্য ফজিলতের কথা হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ।

১.হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত , হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,একা নামাযের চেয়ে জামাতের নামাযের মর্যাদা সাতাশ গুণ বেশি।[১]

২.হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন,যে কেউ আযান শুনলো অথচ কোন ওজর ব্যতীত জামায়াতে হাজির হলোনা তার নামাজ কবুল হবে না।[২]

৩.হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ,আমি রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি ,যে ব্যক্তি ওজু করল আর ওজুকে পূর্ণরূপে আদায় করল এরপর ফরয নামায আদায়ের জন্যে ইমামের পিছনে গিয়ে নামায আদায় করল তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[৩]

জামায়াত সম্পর্কিত কতিপয় মাসায়েল

মাসআলা:পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই মাসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। এক ওয়াক্ত নামায বিনা কারনে ছেড়ে দেওয়া গুনাহের কাজ।[৪]

মাসআলা:জানাযা ব্যতীত অন্য নামাযে প্রথম কাতার অধিক উত্তম। আর জানাযায় শেষ কাতার অধিক উত্তম।[৫]

মাসআলা: কোন লাইনে জায়গা খালি রাখা মাকরুহ তাহরিমী। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথম কাতার পুরো না হয়,ততক্ষণ কোন ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় কাতার করা চলবে না।

১.সহীহ মুসলিম:১/২৩১
২.দারু কুতনী,মিশকাত হাদিস নং ১০১০
৩.আত তারগীব ১ম খন্ড ২৬২পৃ:
৪.ফাতওয়া রেজবীয়া ৩/৩১২ পৃ:
৫.দুররে মুখতার
৬.ফাতওয়া রেজবীয়া ৩/৩১৮-পৃ:

যে যে অজুহাতে জামায়াত ত্যাগ করা যায়

১.এমন অসুস্থ যে মাসজিদ পর্যন্ত যাবার শক্তি নেই। ২.ভীষন বৃষ্টি,প্রচুর কাদা৩.খুবই ঠান্ডা ৪.ঘোর অন্ধকার,ঘূর্নিঝড়, ৫.পেস্রাব-পায়খানার ও বায়ুর বেগ,৬.জালিমের অজুহাত,৭.কাফেলা হারিয়ে যাবার ভয়,৮.অন্ধ বা বিকলাঙ্গ হওয়া, ৯.এমনইবৃদ্ধ যে মাসজিদ যেতে অপারগ ,১০.মাল বা খাবার চুরির ভয় প্রভৃতি কারনে জামায়াত ত্যাগ করা যায় ।[১]

মহিলাদের জামাতে উপস্থিত হওয়া নিষেধ

ইসলামের শুরুর দিকে মহিলাদের জামাতের উপস্থিত হওয়ার অনুমতী থাকলেও পরবর্তীতে তা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়।এ প্রসঙ্গে হাদিস পাকে হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে ,হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,-মহিলাদের ভিতরের ঘরের নামাজ তার বাইরের ঘরের নামাজ পড়া হতে উত্তম,আর তার কামরার মধ্যে নামাজ তার ঘরের নামাজ পড়া হতেও উত্তম।[২]

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় হযরত বেলাল প্রমুখ সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম -মহিলাদের মাসজিদে আসতে নিষেধ করতেন।এমনকি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মহিলাদের মাসজিদে উপস্থিত হওয়াকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করে দেন।

!i Ùß ..Äÿ þ'ফতওয়ায়ে শামী ' তে উল্লেখ আছে মহিলাদের জন্য জামাতে উপস্থিত হওয়া মাকরূহ।

হেদায়া কিতাবের বিশ্ব বিশ্রুত ও সর্বজন সম্মত ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফাতহুল কাদীর'. কেতাবে উল্লেখিত রয়েছে,মুআখিরীন উলামায়ে কেরাম বর্তমান যুগে স্ত্রীলোকদের জামাতে নামায পড়াব জন্য ঘর থেকে বাহির হওয়াকে নাজায়েয বলেছেন ।[৩]

মহিলাদের যে কোন প্রকার নামাযে জামায়াতে হাজির হওয়া শরীয়ত বিরোধী। তাতে দিনের বেলার হোক কিংবা রাত্রীর,জুমা হোক কিংবা ঈদ,যুবতী হোক কিংবা বৃদ্ধা ।[৪]

১.ফাতওয়া রেজবীয়া ৩/৪৭৫-৪৭৬ পৃ:
২.আবু দাউদ শরীফ,মিশকাত শরীফ ৯৯৬ পৃ:
৩.ফাতহুল কাদীর ১/২৫৯ পৃ: ৪.দুররে মুখতার ১/৫২৯ পৃ:

জানাযার নামাযের বর্ণনা

জানাযার নামায ফরযে কেফায়া ।একজনও যদি পড়ে নেয় তাহলে সবাই দায়মুক্ত হবে। অন্যথায় যাদের কাছে খবর পৌঁছেছিল কিন্তু নামায পড়েনি, তারা গুনাহগার হবে। এর ফরয হওয়াকে যে অস্বীকার করে,সে কাফির।

জানাযার নামাযের রুকুন বা ফরয:-জানাযার নামাযের রুকুন অর্থাৎ ফরয হল দুটি:-১.চার তাকবীর ,২.কিয়াম।

মাসআলা:-বিনা কারণে বসে বা বাহনের উপর জানাযার নামায পড়া নাজায়েজ। আর যদি ওলী বা ইমাম অসুস্থ থাকায় সে বসে পড়ে এবং মুক্তাদিগণ দাড়িয়ে পড়ে তাহলে নামায হয়ে যাবে।[১]

জানাযার নামাযের সুন্নাত:-জানাযার নামাযের সুন্নাত মুয়াককাদা হল তিনটি:

১.আল্লাহ তায়ালার সানা পাঠ,২.দরুদ শরীফ পড়া ৩.মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা।

জানাযার নামাযের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَ الصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِ وَ الدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:নাওয়াইতু আন উয়াদ্দিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া তাকবীরাতে সালাতিল জানাযাতি ফারযিল কিফাইয়াতি আস্‌সানাউ লিল্লাহি ওয়াস সালাতু আলান্নাবীইয়ি ওয়াদ্‌দুআউ লি হাযাল মাইয়্যিতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার

১.দুররে মুখতার,রাদ্দুল মুহতার ১/৮১৩পৃ:

জানাযার নামায পড়ার নিয়ম

জানাযার নামাযের নিয়াত করে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে হাত নামিয়ে যথারীতি নাভীর নিচে বেঁধে নিবে এবং এ দুআটি পাঠ করতে হবে-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ، وَجَلَّ ثَنَآءُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ:-সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

এরপর হাত না উঠায়ে আল্লাহু আকবার বলবে এবং দরুদ শরীফ পড়বে।সেই দরুদ শরীফ পড়াটা উত্তম,যেটা নামাযে পড়া হয়।যদি অন্য কোন দরুদ শরীফ পড়া হয়, তাতেও কোন ক্ষতি নেই।[১]

এরপর পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে নিজেরও মৃত ব্যক্তির জন্য এবং সমস্ত ঈমানদার পুরুষ ও মহিলার জন্য এ দুআটি পড়বে:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ

উচ্চারণ:আল্লাহুম্মাগ ফির লি হায়্যেনা ওয়া মাইয়্যেতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা আল্লাহুম্ম মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফা আহয়িহী আলাল ইসলাম ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমান।

এরপর আল্লাহু আকবার বলে সালাম ফিরাবে।

মাসয়ালা:-যার উপরোক্ত দুয়াটি মুখস্ত না থাকে তাহলে অন্য সে কোন একটি দুআয়ে মাসুরা পড়ে নিলে নামায হয়ে যাবে।

১. ফাতওয়া আলমগিরী ১/১৪৬ পৃ:

মাসয়ালা:--মৃত ব্যক্তি যদি পাগল বা নাবালেগ হয়, তাহলে তৃতীয় তাকবীরের পর এ দুয়াটি পাঠ করতে হবে:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا.

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা ফারাতাঁও ওয়াজ আলহু লানা আজরাঁও ওয়া যুখরাও ওয়াজ আলহু লানা শাফিয়াঁও ওয়া মুশাফ্ফাআ।

যদি বালিকা হয়,উপরোক্ত দুয়ায়'আজআলহু'স্থলে'আজআলহা'এবং শাফিয়াঁও ওয়া মুশাফ্ফাআ এর স্থলে শাফিয়াঁতাও ওয়া মুশাফ্ফিয়াহ বলবে।

মাসআলা:-জানাযার নামাযের চার তাকবীরের মধ্যে কেবল প্রথম তাকবীরে হাত উঠাতে হয়,বাকীগুলিতে নয়।[১]

জানাযার নামাযে ইমাম কে হবে ?

জানাযার নামাযে সর্বাগ্রে ইমামতির হকদার হচ্ছে ইসলামী শাসক। অত:পর কাজী,অত:পর জুমার ইমাম অত:পর মহল্লার ইমাম এবং তারপর ওলী। ওলীর উপর মহল্লার ইমামকে অগ্রাধিকার দেয়া মুস্তাহাব। তবে মহল্লার ইমাম ওলী থেকে উত্তম হতে হবে। অন্যথায় ওলী উত্তম।[২]

মাসজিদের মধ্যে জানাযার নামায মাকরুহ তাহরিমী

যে কোন অবস্থায় মাসজিদে জানাযার নামায মাকরূহ তাহরিমী। এতে লাশ মাসজিদের ভিতরে হোক বা বাইরে , সব নামাজী মাসজিদের ভিতরে হোক বা কিছু মাসজিদের ভিতরে, উভয় ক্ষেত্রেই জানাযা নামাজ পড়ার ব্যাপারে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে।[৩]

একসঙ্গে কয়েকটি জানাযা হলে কীভাবে জানাযার নামায পড়া হবে ?

কয়েকটি জানাযা একত্রিত হলে একসাথে সবগুলির জানাযা পড়া যাবে।

১.জাওহারা,দুররে মুখতার ১/৮১৭পৃ:
২.গুনিয়া,দুররে মুখতার ১/৮২৩ পৃ:
৩.দুররে মুখতার ১/৮২৭-৮২৮ পৃ:

অর্থাৎ একই নামাযে সবার নিয়াত করে নিবে। তবে সবগুলি পৃথক পৃথক করে পড়া উত্তম। যখন পৃথক করে পড়া হবে, তখন ওদের মধ্যে যিনি উত্তম ওর জানাযা প্রথমে পড়বে এরপর পর্যায়ক্রমে যিনি উত্তম ওর নামাজ পড়বে।[১]

মাসআলা:- কয়েকটি জানাযা একসাথে পড়ালে সবগুলি আগে পিছে করে রাখার এখতিয়ার আছে অর্থাৎ সবার সিনা ইমামের বরাবর করে রাখবে।[২]

শিশু জীবিত জন্ম হোক বা মৃত জন্ম হোক. উভয়ের জানাযা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কী ?

মুসলমানের শিশু বা মুসলমান মহিলার শিশু জীবিত জন্ম হওয়ার পর মারাগেলে,ওকে গোসল ও কাফন দিতে হবে এবং জানাযার নামায পড়তে হবে। আর যদি মৃত জন্ম হয়, তাহলে এমনি গোসল করিয়ে পবিত্র কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করতে হবে।ওর জন্য নামায ও সুন্নাত তরীকা মত গোসল ও কাফনের প্রয়োজন নেই।[৩]

মাসআলা :- শিশু জীবিত জন্ম হোক বা মৃত জন্ম হোক ,গঠন পূর্ণাঙ্গ হোক বা অপূর্ণাঙ্গ , সর্বাবস্থায় ওর নাম রাখতে হবে। ক্বীয়ামতের দিবসে ওর হাশর হবে।[৪]

বিবিধ সুন্নাত ও নফল নামায সমূহ

তাহিয়াতুল ওজু

-ওজু করার পর ধৌত অঙ্গ গুলো শুখাবার আগে যে নামায পড়া হয়,তাকে সালাতে তাহিয়াতুল ওজু বলা হয়।এটা মাত্র দুরাকায়াত । এর ফযিলতের ব্যাপারে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে -হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে জিজ্ঞাসা করেন,হে বেলাল ইসলাম গ্রহন করার পর তোমার ঐ আমলটির ব্যাপারে আমাকে বল,যা নিয়ে তুমি আশাবাদী । কেননা জান্নাতে আমি আমার আগে আগে

১.দুররে মুখতার ১/৮২২পৃ:
২. দুররে মুখতার ১/৮২২পৃ:,ফাতওয়া আলমগিরী ১/১৬৫ পৃ:
৩. দুররে মুখতার ১/৮২৮-৮৩১পৃ:
৪.দুররে মুখতার,রাদ্দুল মুহতার ১/৮৩০ পৃ:

তোমার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছি। জবাবে তিনি বলেন,দৃশ্যত বলার মত আমার কোন আমল নাই। কিন্তু আমার অভ্যাস ছিল যে,ওজু করার পর দুই রাকায়াত নামায পড়ে নিতাম।

বাংলায় নিয়াত:-আমি নিয়াত করছি ,দুই রাকায়াত তাহিয়াতুল ওজুর নফল নামাযের আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবাব।

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ

যে ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করবে,তার জন্য দুই রাকায়াত নামায পড়া সুন্নাত । বরং চার রাকায়াত পড়া উত্তম।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করবে, বসার পূর্বে দুই রাকায়াত নফল নামায পড়ে নেবে।[১]

মাসআলা:তাহিয়্যাতুল মাসজিদ প্রতিদিন একবার পড়লে যথেষ্ট । প্রতিবার নামাজের সময় জরুরী নহে। কোন ব্যক্তি বিনা ওজুতে মসজিদে প্রবেশ করল, বা অন্য কোন কারণে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়তে পারছে না,তখন চারবার সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার পড়বে।[২]

বাংলা নিয়াত :-আমি দুইরাকায়াত তাহিয়াতুল অজুর নফল নামাজের আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে নিয়াত করছি ।

তাহাজ্জুদের নামায

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর তাহাজ্জুদই সর্বোওম নামায। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদাই এই নামায পড়তেন। এই নামাযের ফজীলত প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে বিবৃত হয়েছে। হযরত আবুহুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, রাতের অর্ধ্ব প্রহরে যে নামায আদায় করা হয়, সে নামায ফরয নামায ব্যতীত বাকী সকল নামাযের মধ্যে উওম।[৩]

১.বুখারী শরীফ ২/২২৮ পৃ:,হাদিস নং ৪২৫।

২.দুররে মুখতার ১/৬৩৬ পৃ:

৩.মুসনাদে আহমদ ১৭/১৯৩ পৃ:,হাদিস ১১৩৮১৫১

ওয়াক্ত বা সময় ঃ- এশার পর ঘুমিয়ে উঠে সুবহ সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামাযের সময় ।

নামাযের ধরণ ও রাকায়াত ঃ- তাহাজ্জুদ হল সুন্নাত নামায। তাহাজ্জুদ নামায কম পক্ষে দুই রাকায়াত। অত্যধিক বার রাকাত । কিন্তু আট রাকায়াত সংখ্যাটি হাদীস শরীফে বেশী পাওয়া যায়। .

তাহাজ্জুদের নিয়াত

আরবী নিয়াত

নাইয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সলাতিত তাহাজ্জুদি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার

বাংলা নিয়াত

আমি দুই রাকায়াত তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ত করছি ।আল্লাহ তায়ালার জন্য ,সুন্নাত রাসুলুল্লাহর ,মুখ আমার কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার ।

সালাতুত তাসবীহ

ফযীলতঃ-হাদীস শরীফে সলাতুত তাসবীহর অশেষ সাওয়াবের কথা উল্লেখিত হয়েছে । কিছু মুহাক্কীকিন মন্তব্য করেছেন ,এই নামাযের ফযীলত শ্রবন করে কেও ছেড়ে দেয় না,কেবল মাত্র অলস প্রকৃতির লোকেরা ছাড়া। হাদিস শরীফে বর্ণিত হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় চাচা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ঈরশাদ করেন,হে চাচা ঃতোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় , তাহলে প্রত্যেকদিন একবার,যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রতি জুমআতে একবার ,যদি তাও সম্ভব না হয়,তাহলে মাসে একবার, আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে বছরে একবার এবং এটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে জীবনে একবার আদায় করবে।

সালাতুত তাসবীহ আদায়ের নিয়ম: 'তিরমীযি শরীফে হযরত আব্দুল্লা বিন মুবারক হতে সালাতুত তাসবীহ পড়ার নিয়ম এ রূপ ভাবে বর্ণিত হয়েছে, চার রাকায়াত সালাতুত তাসবীহর নিয়াত বাঁধার পর সানা পড়ার পর ১৫ বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু

১.শামী ১/৬৪৩পৃ:

আকবার পাঠ করতে হবে। অত:পর আউজু বিল্লাহ ,সুরা ফাতিহা ও কোন একটি সুরা পড়ার পর ১০ বার উক্ত তাস্‌বীহ পাঠ করবে। রুকুতে গিয়ে তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার উক্ত তাস্‌বীহ পাঠ করতে হবে। রুকু থেকে উঠে সামীআল্লাহু লিমান হামিদা ওয়া রাব্বানা লাকাল হামদ বলে সোজাভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় উক্ত তাসবীহটি ১০ বার পাঠ করবে। এরপর সিজদায় গিয়ে তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আলা বলে তাস্‌বীহটি ১০ বার পড়তে হবে , দুই সিজদার মাঝখানে বসে১০ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে,দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে তাস্‌বীহ পড়ে উক্ত তাস্‌বীহ ১০বার পড়বে। ২য় ,৩য়,৪র্থ রাকাতে দাঁড়িয়ে এভাবে প্রথমে পনের বার কলেমায়ে তামজীদ পড়তে হবে। অত:পর বর্ণিত নিয়মে সে কলেমা দশবার পড়বে এভাবে চার রাকাতে পঁচাত্তর বার পড়লে মোট তিনশত বার হয়ে যায়।[১]

মাসআলা:-প্রত্যেক বৈধ সময়ে এই নামায আদায় করা যায়,তবে জোহরের পূর্বে পড়া উত্তম।[১]

সলাতুত তাস্‌বীহর নিয়াত

উচ্চারণঃ-নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা আলা আরবাআ রাকয়াতি সলাতিত তাসবীহি সুন্নাতু রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার ।

ইশরাকের নামায

সূর্যোদয়ের পর এক বা দুই বাঁশ পর্যন্ত সূর্য উচুঁ হলে যে নামায পড়া হয় তাকে 'ইশরাকের নামায ' বলে। সূর্যোদয়ের আনুমানিক বিশ মিনিট পর পড়া চলে। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস রাদীয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জামাত সহকারে ফযরের নামায পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে রত থাকে অতঃপর দু রাকাত নামায পড়ে সে পূর্ণ হজ্জ এবং উমরার সাওয়াব লাভ করবে ।[২]

১.আলমগিরী ১/১১৩ পৃ:,দুররে মুখতার ১/৪৬৩ পৃ:
২. সুনানে তিরমীযি ২/৪৫৭ পৃ:,হাদিস:৪৫৭,
বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ২১ পৃ:

ইশরাকের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاِشْرَاقِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(উচ্চারণ):-নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সালাতিল ইশরাকে সুন্নাতু রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়াত:-আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত ইশরাক নামাযের আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত, কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

আওয়াবীন নামায

সালাতুল আওয়াবীন মাগরীবের নামাযের পর পড়তে হয়। কমপক্ষে ছয় রাকায়াত,অত্যাধিক ২০ রাকায়াত। এই নামায এক সালাম সহকারে অথবা দুই সালাম সহকারে অথবা তিন সালাম সহকারে পড়া যায়। প্রত্যেক দুই রাকায়াত পর সালাম ফিরানো উওম।[১]

আওয়াবীন নামাযের ফজিলত:-তিরমীযি শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন , যে ব্যক্তি মাগরীবের পর ৬ রাকায়াত নামায পড়বে এবং এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন খারাপ কথা মুখ দিয়ে বের না করে , সে ১২ বছরের ইবাদতের সাওয়াব প্রা প্ত হবে।[২]

আওয়াবীন নামাযের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الاَوَابِيْنَ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সালাতিল আওয়াবিন মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

১. দুররে মুখতার,রাদ্দুল মুহতার
২.সুনানে তিরমীযি ২/২২৬ পৃ: হাদিস নং ৩৯৯

বাংলা নিয়াত:-আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত আওয়াবীন নামাযের আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত,কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

আশুরার নামায

ইসলামী বছরের প্রথম মাস হল মুহাররাম । এই মাসের দশম রজনীকে লাইলাতুল আশুরা বলা হয় ।

আশুরার রাত্রীর নামায আদায়ের পদ্ধতি

এই রাত্রীর নামায আদায় করার পদধতির বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে কয়েকটি হল -

২ রাকায়াত নামাযঃ-প্রতি রাকায়াতে আলহামদু বা সুরা ফাতিহার পর একবার আয়তাল কুরসী, তিনবার সুরা এখলাস পড়বে এবং সালামের পর ১০০ শত বার সুরা এখলাস পড়বে।

২ রাকায়াত নামাযঃ- প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর তিনবার সুরা এখলাস।

৪ রাকায়াতঃ- প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর তিন বার সুরা এখলাস। এছাড়াও এক সালামে চার রাকায়াতে নামায পড়তে হয়। যার প্রতেক রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর পঞ্চাশ বার সুরা এখলাস পড়তে হবে । এই নামাযের ফজিলাত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে -যে ব্যক্তি এই নামায পড়বে তার অগ্র-পশচাতে পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

আশুরার নামাযের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ العَاشُوْرَةِ
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণঃ- নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সলাতিল আশুরা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল বা কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াতঃ-আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত আশুরার নামাযের কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

চাশ্‌তের নামায

সুর্য ভালোভাবে উদয় হওয়ার পর যে নামায পড়া হয় তাকে 'চাশত'বা 'দুহার'নামায বলে। এই নামাযের সময় সূর্য খুব ভালভাবে আলোকিত হওয়ার পর হতে শুরু হয়ে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত থাকে। হাদীস শরীফে এই নামাযের অশেষ ফযিলতের কথা বলা হয়েছে।
তিরমীযি ও ইবনে মাজাতে বর্ণিত,হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে,রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি চাশতের বার রাকায়াত নামায পড়বে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে ঘুমানোর জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।'[১]

চাশতের রাকায়াত সংখ্যাঃ- চাশতের নামায কমপক্ষে দু রাকায়াত ও সর্বাধিক হল ১২ রাকায়াত। মক্কা বিজয়ের দিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাশতের নামায ৮ রাকায়াত পড়েছিলেন।[২]

মাসয়ালাঃ- চাশতের নামাযের সময় সূর্য উদিত হবার পর থেকে অর্ধদিবস পর্যন্ত তবে উত্তম হল এক চতুরাংশো পড়া।[৩]

শাবে মেরাজের নামায

নামায আদায়ের পদ্ধতি

১২ রাকায়াত নামাযঃ-(দুই রাকায়াত করে) প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর ৫ বার সুরা এখলাস। ১২ রাকায়াত শেষে ১০০ বার কলমা তামজিদ ও ১০০ দরুদ শরীফ পাঠ করবে। এর পর যে কোন বৈধ দোয়া চাওয়া হবে, ইনশা আল্লাহ তা কবুল হবে।

৬ রাকায়াত নামাযঃ- (দুই রাকায়াত করে) প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর ৭ বার সুরা এখলাস। ৬ রাকায়াত পড়ার পর ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে দুআ করতে হবে।এর ফলে সকল প্রকার দ্বিনী ও দুনিয়াবী জরুরাত পূরণ হবে এবং ৮০ হাজার গুনাহ মাফ হবে।

২ রাকায়াত নামাযঃ-প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর ২৭ বার সুরা

১. সুনানে তিরমীযি ২/২৮৮ পৃঃ,হাদিসঃ৪৩৫,ইবনে মাজা ৪/২৮৯ হাদিসঃ১৩৭০
২.বুখারী শরীফ,মুসলিম,মিশকাত ১১পৃঃ
৩.আলমগিরী,দুররে মুখতার,বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ২১ পৃঃ

এখলাস পড়বে। আওাহিয়্যাতুর পর বার দরুদ ও ইব্রাহিম পড়বে সালামের পর এর সাওয়াব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বারগাহে পৌঁছানোর সৌভাগ্য অর্জন করবে।

২ রাকায়াত নামাযঃ- প্রথম রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর সুরা আলাম নাশরাহ এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর সুরা কোরায়েশ পড়বে। এই নামায পড়লে আউলিয়ায়ে কেরামদের সাথে নামায পড়ার সাওয়াব পাওয়া যায়।

নামাযের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণঃ- নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া ল্লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সলাতি লাইলাতুল মিরাজ মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল বা কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি ক্বেবলা মুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত লাইলাতুল মিরাজের নামায আদায় করার নিয়াত করলাম,আল্লাহু আকবার।

শাবে বরাতের নফল ইবাদত

নামায আদায়ের পদ্ধতি

৮ রাকায়াত নামায(দুই রাকায়াত করে) ঃ-প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর ১৫ বার সুরা এখলাস পড়তে হবে।

উপকারিতা ঃ- এই পদ্ধতিতে নামায পড়লে গুনাহ থেকে পবিএ হবে, দুআ কবুল হবে এবং অশেষ সওয়াবের অধিকারি হবে।

১২ রাকায়াত নামায(দুই রাকায়াত করে)ঃ-প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর ১০ বার সুরা এখলাস পড়তে হবে। নামায শেষ করে ১০ বার কলমা তৌহিদ, ১০ বার কলমা তামজিদ, ১০ বার দরুদ শরীফ পড়বে।

১৪ রাকায়াত নফল(দুই রাকায়াত করে) ঃ- প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর যে কোন সুরা পড়তে পারা যায়।

তারাবীহ নামাযের বিবরণ

তারাবীহের নামায বিশ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা , যেটা রমযান শরীফে ইশার ফরজ নামাযের পর প্রতি রাতে পড়া হয়। তারাবীহর নামায বিশ রাকায়াত দশ সালামে আদায় করতে হয়[১] , এবং প্রতি চার রাকায়াত পর ততক্ষণ পর্যন্ত বসা মুস্তাহাব যতক্ষণ চার রাকায়াত পড়তে সময় লাগে। আরামের জন্য এরূপ বসাকে তারবীহা বলে।[২]

তারাবীহ নামায়ের সময়:-তারাবীর সময় ইশার ফরজের পর থেকে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। তারাবী রাত্রি র তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব এবং অর্ধ রাত্রির পরে পড়লে তখনও মাকরূহ হবে না।[৩]

তারাবীহর নামাযের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَابِيْحِ سُنَّةَ رَسُوْلِ

اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতুআন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিত্ তারাবীহ সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াত:-আমি নিয়াত করছি দুইরাকায়াত তারাবীহ নামাযের যা রাসুলুল্লাহর সুন্নাত,কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

বি.দ্র.-চার রাকায়াত পড়ার পর এখতিয়ার আছে , চাই চুপ করে থাকুক বা দুআ কলেমা পড়ুক বা তেলাওয়াত রকুক বা দরুদ শরীফ পড়ুক অথবা একা চার রাকায়াত নফল পড়ুক (জামায়াত সহকারে পড়া মকরূহ) অথবা এ তাসবীহ পাঠ করতে হবে-

---

১.দুররে মুখতার ১/ ৬৬০ পৃঃ
২.ফাতওয়া আলমগিরী ১/১১৫ পৃঃ
৩.দুররে মুখতার ১/ ৬৫৯ পৃঃ

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ ط سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ
وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَآءِ وَالْجَبَرُوْتِ ط سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ
الَّذِى لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ ط سُبُّوحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ
وَالرُّوْحِ ط اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ.

বাংলা উচ্চারণ:-সুবহানা জিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানা জিল ইজ্জাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবারূত সুবহানাল মালিকিল হাইয়্যিল্লাজী লা ইয়ানামু ওয়ালা ইয়ামুতু সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ।আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু

তারাবিহ্ নামাযের দুআ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِكَ الْجَنَّةَ
وَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَارَحِيْمُ
يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْر
ُ يَامُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

বাংলা উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা ইন্না নাস আলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউজুবিকা মিনান্নার ইয়া খালিকাল জান্নাতি ওয়ান্নার বিরহমাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া গাফ্ফারু ইয়া কারিমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রাহীমু ইয়া জাব্বারু ইয়া খালিকু ইয়া বাররু আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

মাসয়ালা: - তারাবীহর জামাত হচ্ছে সুন্নাতে কেফায়া, মাসজিদের সকল লোক ছেড়ে দিলে সবলে গুনাহাগার হবে। যদি কোন একজন ঘরে একা পড়ে গুনাহগার হবে না।[১]

মাসয়ালা: - তারাবীহর মধ্যে একবার কুরআন মজীদ খতম করা সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ,দুবার খতম করা উত্তম। তিনবার করা অধিক উত্তম। মানুষের অলসতার কারণে খতম পরিত্যাগ করা নাজায়েজ।[২]

১.আলমগিরী ১ম খন্ড ১১৬ পৃ: ২.দুররে মুখতার ১ম খন্ড ৬৬২ পৃ:

তারাবীহর নামায ২০ রাকায়াত

হাদিস নং ১ :হযরত আব্দুল্লা বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন 'নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে বিশ রাকায়াত পড়তেন বিতির ব্যতীত। ইমাম বায়হাক্বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অতিরিক্ত করে বলেছেন, 'জামায়াত ছাড়াই তারাবীহর নামায পড়তেন।'[১]

হাদিস নং ২:- সাহাবী সাইব ইবনে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, 'আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে বিশ রাকায়াত এবং বিতর পড়তাম।[২]

বি:দ্র:-হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটির সনদ সহীহ। অনেক হাদীসের ইমাম ও ফিকহের ইমাম এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন হাফেযুল হাদীস তা সুস্পষ্টভাবে সহীহ বলেছেন। যেমন ইমাম নববী,তাকীউদ্দীন সুবুকী,ওলীউদ্দিন ইরাকী, বাদরুদ্দীন আইনী,জালালুদ্দীন সুউতী রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ ।[৩]

এই হাদীসটিকে আরবের গায়র মুকাল্লিদ আলেম নাসিরুদ্দীন আলবানী এবং হিন্দুস্তানের গায়র মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরীর আগে কোন আলেম 'যয়ীফ' বলেনি।

হাদীস নং ৩:- হযরত ইয়াযীদ ইবনে রুমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে মানুষ (সাহাবা

১.মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ২/৩৯৪ পৃ:,আসারাস সুনান ২/৫৬, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১৭২ পৃ:,সুনানে বায়হাক্বী ২/৪৯৬ পৃ:, শারহু নেকায়া ১/১০৪ পৃ:।

২. আস-সুনানুল কুবরা,বায়হাক্বী ১/২৬৭-২৬৮পৃ:,মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার,বায়হাক্বী ২/৩০৫ পৃ:,শারহুন নেকায়া ১/১০৪ পৃ:।

৩. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব ৩/৫২৭ পৃ:,নাসবুর রায়াহ ২/১৫৪ পৃ:, উমদাতুল ক্বারী শারহু সহীহুল বুখারী ৭/১৭৮ পৃ:,ইরশাদু সারী শারহুল বুখারী ৪/৫৭৮পৃ:,আল মাসাবীহ ফী সালাতিত তারাবীহ ২/৭৪ পৃ:।

ও তাবেয়ীন) রমযান মাসে ২৩ রাকায়াত পড়তেন।[১]

হাদীস নং ৪ :- হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত পড়েন।'

বি:দ্র:- কিছু 'গায়র মুকাল্লিদ' অভিযোগ করে যে,এই বর্ণনাগুলি 'মুরসাল' আর 'মুরসাল' হল যয়ীফ। তাদের জবাব স্বরূপ তাদের ইমাম ইবনে তাইমিয়ার এই উদ্ধৃতিই যথেষ্ট, ' যে মুরসালের অনুকুলে অন্য কোন কিছু পাওয়া যায় কিংবা পূর্বসূরীগণ যার অনুসরণ করেছেন তা ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে দলীল হিসেবে গ্রহণীয়।'

শাবে ক্বদরের ইবাদত:

শাবে ক্বদর খুবই বরকতমন্ডিত রজনী। এটা রমযান মাসের শেষ দশকে হয়ে থাকে । এই রাতের ইবাদত এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এই রাত সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে ,হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা ইরশাদ করেন যে,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ,শাবে ক্বদরকে রমযানের শেষ দশকে অন্বেষণ কর।[২]

অন্য হাদিসে এসেছে, বিজোড় রাত গুলিতে শাবে ক্বদর অন্বেষণ করো। অধিকাংশ মুফাস্সির ও বুযর্গরা বলেছেন, রমযানের ২৭তারিখের রাতই শাবে ক্বদর রাত।

শাবে ক্বদরের নফল ইবাদত

হযরত সাইয়েদুনা ইসমাইল হাক্কী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত,শাবে কদরের রাত্রীতে যে ইখলাসে নিয়াতের সহিত নফল আদায় করবে তার পূবের্র ও পরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। [৩]

১. আস সুনানুল কুবরা,বায়হাক্কী ২/৪৯৬ পৃ:,মুয়াত্তা মালেক ৪০।
২.বোখারী শরীফ ১ ম খন্ড ৬০ পৃ: হাদিস নং ৩৪–৩৭
৩.তাফসীরে রুহুল বায়ান ১০ম খন্ড ৪৮০ পৃ:

১.যে ব্যক্তি দুরাকায়াত নামায পড়বে , সুরা ফাতিহার পর প্রত্যেক রাকায়াতে একবার সুরা ক্বদর , তিনবার সুরা ইখলাস পড়বে,সে ব্যক্তি শবে ক্বদরের সাওয়াব অর্জন করবে। সে ব্যক্তিকে হযরত শুইয়াব আলাইহিস সালাম,হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং হযরত নুহ আলাইহিস সালাম -এর ন্যায় সাওয়াব দেওয়া হবে। তাকে পূর্ব-পশ্চিম সমান দূরত্বের একটি জান্নাতী শহর দেওয়া হবে। [১]

২. হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,যে ব্যক্তি শাবে ক্বদরে দুরাকায়াত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস সাতবার পড়বে এবং নামায শেষে , 'আসতাগফিরুল্লাহ্ আজীম আল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হায়্যুল কায়্যুম ওয়া আতু-বু ইলাইহি' সত্তর বার পড়বে , তখন এই নামাযী মুসল্লা থেকে উঠার আগেই তার এবং তার মাতা পিতার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। [২]

৩.যে ব্যক্তি রমযানের সাতাশ তারিখ রাতে চার রাকায়াত নফল নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর সুরা ক্বদর তিন বার এবং সুরা ইখলাস সাতাশবার করে পড়বে,সে লোক সদ্য প্রসূত শিশুর ন্যায় হয়ে যাবে এবং তার জন্য জান্নাতে এক হাজার প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।

শাবে ক্বদরের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকাআতাই সালাতি লাইলাতিল ক্বাদরি মুতাওয়া জ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার ।

১.ফাযায়েলুল আইয়াম ওয়াশ শুহুর ৪৪১–৪৪২পৃ:
২. তাফসীরে ইয়াকুব সরখী

সালাতুল হাজাত

শরীয়াত অনুমোদিত চাহিদা ও প্রয়োজন বাস্তবায়ন হওয়ার জন্য দুই কিংবা চার রাকায়াত নফল নামায পড়ে আবেদন পেশ করাকে সালাতুল হাজাত বলা হয়। আবু দাউদ শরীফে হযরত হুজায়ফা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যখন কোন সমস্যা আসত, তখন তিনি দুই বা চার রাকায়াত এই নামায পড়তেন।

নামায আদায়ের নিয়ম :- খুব ভালভাবে ওজু করতে হবে,গোসল করলে অধিক উত্তম হবে। অত:পর নির্জন অবস্থায় সালাতুল হাজাতএরূপ নিয়মে আদায় করতে হবে,প্রথম রাকায়াতে সূরা ফতিহার পর তিনবার আয়া তুল কুরসী এবং পরবর্তী তিন রাকায়াতে সুরা ইখলাস , সুরা ফালাক এবং সুরা নাস একবার করে পড়তে হবে। অত:পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ শরীফ প্রেরণ করবে। অত:পর এ দুআ পাঠ করতে হবে:

لَا اِلٰهَ اَلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّى الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّ سَلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَه‘ وَ لَا هَمًّا اِلَّافَرَّجْتَه‘ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ:-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহুল্ হালীমুল্ কারীম। সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল্ আযীম। আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল্ আ-লামীন। আসআলুকা মু-জিবাতি রাহমাতিকা ওয়া আযাইমা মাগফিরাতাকা ওয়াল গনীমাতা মিন কুল্লি বিররিন্ ওয়াস সালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন, লা তাদা লী জামবান , ইল্লা গাফারতাহু,ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহু,ওয়ালা হাজাতান হিয়া লাকা রিজান ইল্লা কাজায় তাহা, ইয়া আর হামার রাহিমীন।

হযরত ওসমান ইবনে হুযাইফা রাদিআল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন যে,একদা একজন অন্ধ সাহাবী রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন ,হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম আমার অন্ধত্বের জন্য দোয়া করুন। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন-তুমি চাইলে দোয়া করব, নতুবা তুমি ধৈর্য্য ধর। কেননা এটা তোমার জন্য উত্তম হবে। সাহাবী আরজ করলেন, হুযুর আমার জন্য দোয়া করুন। হুযুর পাক ইরশাদ করলেন , তুমি গিয়ে ভালভাবে ওজু করে দুরাকাআত নামায পড় এবং এ দোআ করো ,হে আল্লাহ . আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি ,ওসীলা ধারণ করছি। তোমার নবীর ওসীলায় তোমার প্রতি মনোনিবেশ করছি যিনি রহমতের নবী। ইয়া রাসুলুল্লাহ , আমি আপনার মাধ্যমে আমার এ প্রয়োজন পূরনার্থে আমার রবের দিকে মনোনিবেশ করছি। যেন আমার উদ্দেশ্য পূরণ হয়। হে আল্লাহ , আমার অনুকুলে তাঁর সুপারিশ কবুল কর। হযরত উসমান বিন হানিফ বলেন. আল্লাহর শপথ আমরা এখনো উঠিনি , আলোচনায় রত আছি. তখনঐ সাহাবী আমাদের নিকট এলেন,মনে হলো যেন তাঁর অন্ধত্বই ছিল না।[১]

সালাতুল ইস্তিখারা

কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে দুই রাকাআত নফল নামায পড়ে ইস্তিখারার দুআ করতে হবে। ইনশাআল্লাহ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়ে যাবে । এইনামায যে কোনো সময় পড়া যায়। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে এ নামায শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কে এমনভাবে ইস্তিখারা শেখাতেন যেভাবে কুরআনের অন্যকোন সুরা শেখাতেন।

তাওবার নামায

যখন কোন বান্দা গুনাহ করে এবং অত:পর উক্ত গুনাহর উপর লজ্জিত হয়ে ওজু করে দুই রাকায়াত নফল নামায পড়ে সেই নামাযকে তাওবার নামায বলে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে,হযরত আবু বাকার রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেন ,আবুবাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্যইবলেছেন যে, আমি আল্লাহর রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

১.ইবনে মাজা ১০০পৃ:,তিরমিযী ২য় খন্ড ১৯৭ পৃ:,মুসনাদে আহমাদ ৪/১৩৮

-এর কাছে শুনেছি তিনি ইরশাদ করেন,যদি কোন মানুষ কোন অপরাধ করে ফেলে,তাহলে তার উচিত হবে যে, ওজু করে নামায পড়ে নেওয়া এবং আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা। তখন তাকে ক্ষমা করা হয়। তারপর এই আয়াত পাঠ করেন-আর সে যখন কোন বেহায়াপনা কিংবা নিজের উপর জুলুম করে বসে,অত:পর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের অপরাধের মার্জনা প্রার্থনা করে তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[১]

ঋণ পরিশোধের নামায

ঋণ পরিশোধ করার নিয়েতে যে নফল নামায পড়া হয় তাকে সালাত লি আদায়িল করজ বলে। ঋণ পরিশোধ করার নিয়েতে দুই রাকায়াত নামায আদায় করতে হয়। প্রত্যেক রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর তিনবার আলাম নাশরাহ , চার বার সুরা নসর এবং সাত বার সুরা ইখলাস পড়বে।

মৃত ব্যক্তির ক্বাজা নামাযের ফিদিয়া

কোন মুসলমানের যদি কোন নামায ক্বাজা থেকে যায় আর এঅবস্থায় মারা যায় । আর যদি ঐ সকল নামাযের ফিদিয়া আদায় করার ওসীয়ত করে যায় এবং সম্পদও রেখে যায়,তাহলে তার পরিত্যক্ত এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে প্রত্যেক ফরয ও বিতরের বদলে অর্ধ সা (দুই কেজি পঞ্চাশ গ্রাম প্রায়)গম বা এক সা যব সদকা করবে কিংবা তার সমপরিমান অর্থ সদক্বা করতে হবে। আর যদি সম্পদ রেখে না যায় কিন্তু ওয়ারিশ ফিদিয়া দিতে চায় , তাহলে কিছু জিনিষ নিজের থেকে বা কর্জ নিয়ে মিসকীনকে সাদকা করবে। মিসকিন সেটা গ্রহণ করে নিজের পক্ষ থেকে ওয়ারিশকে দান করবে । ওয়ারিশ গ্রহন করে পূনরায় মিসকিন কে সাদকা করবে । এ ভাবে হাত বদল করতে থাকবে । শেষ পর্যন্ত যেন সব ফিদিয়া আদায় হবে যায়। যদি অপর্যাপ্ত সম্পদ রেখে যায়,তখনও এ রকম করবে। যদি মৃত্যুবরণ কারী ফিদিয়া দেয়ার ওসীয়ত করে নাযায় এবং ওয়ারিশ নিজের পক্ষ থেকে করুণা হিসেবে ফিদিয়া দিতে চায় ,তাহলে দিতে পারবে।[২]

১. সুনানে তিরমিযী ২/১৭৫ পৃ: হাদিস :৩৭১

২.সূত্র : দুররে মুখতার ২/৬৪৩-৬৪৪ পৃ,বাহারে শরীয়াত ৪/কাযা নামায..

মুসাফিরের বিবরণ

শরীয়তের পরিভাষায় মুসাফির হচ্ছে ,যে তিন দিনের পথ পর্যন্ত যাবার উদ্দেশ্যে নিজ এলাকা থেকে বের হয়।[১]

ব্যখ্যা:-এখানে দিন বলতে বছরের সবচেয়ে ছোট দিনটাই উদ্দেশ্য। আর তিন দিনের পথ বলতে এটা নয় যে,সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকা। বরং এর দ্বারা দিনের অধিকাংশকে বোঝানো হয়েছে । সাধারণত যতটুকু আরাম করা প্রয়োজন,ততটুকু পরিমাণ আরাম করা বৈধ। আর চলন বলতে স্বাভাবিক চলন বোঝাবে বেশী দ্রুতও নয় কিংবা অতি ধীরও নয়।[২]

মুসাফির হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন কত দুরুত্ব হওয়া প্রয়োজন

কোন ব্যক্তি নিজ গন্তব্যস্থল হতে আনুমানিক সাড়ে সাতান্ন মাইল দুরুত্ব অতিক্রমের উদ্দেশ্যে বের হলে,সে মুসাফির বলে বিবেচিত হবে। সাড়ে সাতান্ন মাইল হল ৯২.৫০ কিলোমিটার সমতূল্য। (১মাইল =১.৬০৯৩৪কি.মি. প্রায়)

বি:দ্র:- সফরের ক্ষেত্রে মাইল বিবেচ্য নয়,কারন মাইল ছোট বড় হয়ে থাকে। যে কারনে তিন মানযিলই বিবেচ্য।[৩]

মাসআলা:- সফরের জন্য এটা শর্ত যে,তিনদিন লাগাতার সফরের উদ্দেশ্য হতে হবে। যদি এরকম উদ্দেশ্য করে যে,দুদিন সমপরিমান দূরুত্ব অতিক্রম করার পর কিছু কাজকর্ম সেরে পুণরায় একদিনের দুরুত্ব অতিক্রম করবে, তাহলে তা তিনদিনের রাস্তা লাগাতার অতিক্রমের উদ্দেশ্য হল না। অনূরূপ যদি দুইদিনের রাস্তার উদ্দেশ্যে বের হয় এবং সেখান থেকে পূণরায় অন্যস্থানে

১মুতুন,দুররে মুখতার ১/৭৩২-৭৩৩পৃ:,.ফাতওয়া রেজবীয়া ৩/৬৬৭ পৃ:, বাহারে শরীয়ত ৪/৭৬ পৃ:

২.দুররে মুখতার ১/৭৩৫পৃ:,আলমগিরী ১/১৩৮পৃ:

৩.ফাতওয়া রেজবীয়া ৩/৬৬৭ পৃ:,বাহারে শরীয়ত ৪/৭৬ পৃ:

গমনের ইচ্ছা করে আর সেটাও তিনদিনের কম পথ , এভাবে যদি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় তাহলে মুসাফির বলে বিবেচিত হবে না।

মাসআলা:-ষ্টেশন যদি লোকালয়ের বাইরে হয়ে থাকে এবং সফরের দুরত্ব পর্যন্ত যাবার উদ্দেশ্য থাকে ,তাহলে ষ্টেশন পৌঁছালে মুসাফির বলে গণ্য হবে।[১]

মাসআলা:-তিন দিনের পথকে যদি দ্রুতগামী বাহনের সাহায্যে দুদিন বা এর কম সময়ে অতিক্রম করা হয়, তাহলে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবো আর যদি তিন দিনের কম পথকে অধিক দিনে অতিক্রম করে,তাহলে মুসাফিব হবে না।

মুসাফিরের নামায

মুসাফিরের জন্য নামায কসর করা ওয়াজিব । শুধুমাত্র চার রাকায়াত বিশিষ্ট ফরয নামায দুরাকায়াত পড়বে অর্থাৎ জোহর,আসর ও এশার চার রাকায়াত ফরযের পরিবর্তে শুধুমাত্র দুই রাকায়াত পড়বে।[২]

মাসআলা:-মাগরীব ও ফজরের কসর নেই বরং পুরো পড়তে হবে। অনুরূপ সুন্নাত নামাযের ক্ষেত্রেও কোনরূপ কসর নেই।

মাসআলা:-মুসাফির কসর না করলে গুনাহগার হবে।

মাসআলা:-মুকীম মুসাফিরের পিছনে ইকতিদা করতে পারে এবং ইমামের সালাম ফিরানোর পর মুকীম স্বীয় অবশিষ্ট রাকায়াত দ্বয় পড়ে নিবে এবং সেই দুরাকায়াতে কেরাত মোটেই পড়বে না,বরং ততক্ষন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। যতক্ষন সুরা ফাতিহা পড়তে সময় লাগে।[৩]

১.বাহারে শরীয়ত
২.হেদায়া,আলমগিরী ১/১৩৯পৃ:,দুররে মুখতার ১/৭৩৫ পৃ:
৩.দুররে মুখতার ১/৭৪০ পৃ:

রোযার বিবরণ

শরীয়তের পরিভাষায় মুসলমানের সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম রোযা । রোযা হল ফরযে আইন। এর ফরয হওয়ার অস্বীকার কারী কাফির। বিনা কারণে রোযা পরিত্যাগ কারী কঠিন গোনাহাগার এবং জাহান্নামের আযাবের উপযুক্ত।

রোযা ফরয হওয়ার জন্য শর্ত সমূহ

১.মুসলমান হওয়া,২. বালেগ হওয়া ,৩. বিবেক সম্পন্ন হওয়া অর্থাৎ পাগল না হওয়া,৪.রোগী না হওয়া ,৫. মুকিম হওয়া অর্থাৎ মুসাফির না হওয়া , ৬. মহিলারা হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া।[১]

মাসআলা:-শিশু যখন সাত বছরের হবে,তখন তাকে রোযা রাখার শিক্ষা দিতে হবে। আর যখন দশ বছরের হয়ে যাবে তখন তাকে প্রয়োজনে প্রহার করে. রোযা রাখাতে হবে। ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত বর্ণনা করেছেন,শিশু যখন আট বছরে পা রাখবে ,তখন ওলী বা অভিভাবকের জন্য কর্তব্য হল ওই শিশুকে নামায ও রোযার হুকুম দেওয়া এবং যখন এগারো বছরে পড়বে তখন অভিভাবকের জন্য ওয়াজিব হল রোযা ও নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রহার করা,এই শর্তের উপর প্রযোজ্য যে,রোযা রাখার ক্ষমতা থাকা এবং রোযা দ্বারা কোনরূপ ক্ষতি গ্রস্ত না হওয়া।[২]

রোযার নিয়াত

নিয়াত হল অন্তরের সংকল্পের নাম। মুখে উচ্চারণ করাটা মুস্তাহাব। যদি রাত্রে নিয়াত করা হয় তাহলে এরূপ বলতে হবে-

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكَ فَرْضًا لَكَ

يَا اللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّى اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

১.ফতওয়া আলমগিরী ১/১৯৪ পৃ:,
২.ফাতওয়া রেজবীয়া ২/৩৪৪ পৃ:

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন আসুমা গাদাম্ মিন শাহরে রামাদানাল মুবারাকা ফারদাল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাস্ সামিউল আলিম।

অর্থ:-হে ,আল্লাহ আমি আগামীকাল রমযানের ফরয রোযার নিয়াত করছি। তুমি তা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।

মাসআলা:-কেও যদি সুবহ সাদিকের পূর্বে নিয়াত করতে ভুলে যায়, তাহলে দিনের বেলায় এরূপ নিয়াত করবে

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ هَذَا الْيَوْمَ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন আসুমা হাযাল ইয়াওমা লিল্লাহি তায়ালা মিন ফারদি রমদ্বানা।[১]

অর্থ:- আমি আল্লাহ তাআলার জন্য আজ রমযানের ফরয রোযা রাখার নিয়াত করলাম।[২]

ইফতারের দুয়া

اَللّٰهُمَّ صُمْتُ لَكَ وَتَوَكَّلْتُ عَلٰى رِزْقِكَ وَ اَفْطَرْتُ

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা সুমতু লাকা ওয়া তাওয়াকালতু আলা রিজকিকা ওয়া আফতারতু বে রহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।

অর্থ:-হে আল্লাহ তায়ালা !নিশ্চয় আমি রোযা রেখেছি ,আমি তোমারই উপর ঈমান এনেছি ,তোমারই উপর ভরসা করছি এবং তোমারই রিযক

১.ফাতওয়া আলমগিরী ১/১৯৫ কিতাবুস সাওম
২.রাদ্দুল মুহতার ৩য় খন্ড ৩৩২ প

দ্বারা ইফতার করেছি।[১]

মাসআলা:সাধারণত দেখা যায় ইফতারের পূর্বেই দোওয়া পড়ে নেওয়া হয়,কিন্তু এরূপ পূর্বেই দোওয়া পড়ে নেওয়া খেলাফে সুন্নাত। সুন্নাত হল বিসমিল্লাহ বলে ইফতার করে তার পর ইফতারের দোওয়া পাঠ করতে হবে।[২]

রোযার কাফ্ফারা কী ?

একটি রোযা ভঙ্গ হলে তার কাফ্ ফারা হল একজন গোলাম বা বান্দী আযাদ করা। বর্তমানে দাসদাসী পাওয়া যায় না ,তাই এর পরিবর্তে লাগাতার ষাটটি রোযা রাখতে হবে ,তাও যদি সম্ভব না হয় ,তবে ষাট জন মিসকীনকে পেট ভরে আহার করাতে হবে।[৩]

কাফ্ ফারা আবশ্যক হওয়ার শর্ত সমূহ

১.রাত থেকে রোযার নিয়াত হওয়া চায়-যদি ভেঙ্গে ফেলা রোযার নিয়াত দিনেই করে থাকে ,তাহলে কাফ্ফারা নেই।[৪]

২.রোযা ভঙ্গের পর নিজের ইচ্ছার বর্হিভূত এমন কোন বিষয় পাওয়া না যাওয়া চায়,যার কারণে রোযা ভঙ্গের অনুমতি রয়েছে তা হলে কাফ্ ফারা আবশ্যক হবে না।[৫]

১.ফাতওয়া আলমগিরী ১/২০০ কিতাবুস সাওম
২.মুলাখখাস ফাতওয়া রেজবীয়া
৩.নুরুল ইযা ১৬৭ পৃ:
৪.হাশিয়া তাহাবী ৩৬৩ পৃ:
৫.ফাতওয়া শামি ২/১৪৭পৃ:

যে যে ভাবে রোযা ভঙ্গ হলে কাযা ও কাফফারা উভয়ই আবশ্যক

(বি:দ্র:- এক্ষেত্রে যদি শুধুমাত্র রোযা রাখতে চায়,তাহলে ৬১টি রোযা রাখতে হবে)

১.রোযাদার ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার,ঔষধ ,অথবা কোন জিনিষের স্বাদ গ্রহণ করলে,যৌন সম্ভোগ উপযোগী কোন মানুষের সাথে (পুরুষ ও মহিলা) ওর সামনের বা পিছনের রাস্তা দিয়ে সংগম করলে তাতে বীর্যপাত হোক বা না হোক এছাড়াও হুক্কা,বিড়ি,সিগারেট,তাম্বাকু পান করলে,এসব ক্ষেত্রে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টা আবশ্যক।[১]

২.রমযানুল মুবারকে কোন বিবেকবান, বালেগ ,মুকীম (অর্থাৎ মুসাফির নয় এমন লোক) রমযানের রোযা আদায় করার নিয়াতে রোযা রাখলো। আর কোন বিশুদ্ধ অপারগতা ব্যতিরেকে (জেনেবুঝে) স্ত্রী সঙ্গম করলো কিংবা করালো । অথবা অন্য কোন স্বাদের কারণে কিংবা ঔষধ হিসাবে খেলো বা পান করলো। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে । তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই অপরিহার্য হবে।[২]

যে যে ভাবে রোযা ভঙ্গ হলে শুধুমাত্র কাফফারা আবশ্যক

(বি:দ্র:- এক্ষেত্রে যদি শুধুমাত্র রোযা রাখতে চায়,তাহলে ৬০টি রোযা রাখতে হবে)

৩.স্বপ্নদোষ হয়েছে আর জানা ছিলো যে, তার রোযা ভাঙ্গে নি, তারপরেও আহার করে নিয়েছে. তবে কাফ্ফারা অপরিহার্য।[৩]

১.দুররে মুখতার২/১০৯পৃ:,হেদায়া,কানুনে শরীয়ত
২. রাদ্দুল মুহ্তার ৩/৩৮৮
৩.রাদ্দুল মুহ্তার ৩/৩৭৫

৪.নিজের থুথু ফেলে পুনরায় তা চেঁটে নিলো। কিংবা অপরের থুথু গিলে ফেললে। কিংবা দ্বীনি কোন সম্মানিত বুজর্গ ব্যক্তির থুথু তাবারুক হিসেবে গিলে ফেললে কাফ্ফারা অপরিহার্য।[১]

৫.মেশ্ক,জাফরান,কপুর,সিরকা খেয়ে নিল বা খরবুজ,তরমুজ,কাকড়ি, শোশা,তরমুজের পানি পান করলো তাহলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।[২]

৬.সেহেরীর গ্রাস মুখে ছিল সেহেরীর সময় শেষ অর্থাৎ সুবহ সাদিকের সময় হয়ে গেল কিংবা ভুলবশত: খাচ্ছিল গ্রাস মুখেই ছিল হঠাৎ স্মরণ হলো সময় শেষ ,তারপরেও গিলে ফেলেছে,এই দুই অবস্থাতেই কাফ্ফারা ওয়াজিব। আর যদি লোকমা মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে ফেলে , তাহলে শুধু কাযা ওয়াজিব,কাফ্ফা রা নয়।[৩]

৭.তিল বা তিল বরাবর কোন খাবারের জিনিষ বাহির থেকে মুখ দিয়ে চর্বন করা ব্যতীত গিলে ফেললো রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাফ্ফারা আবশ্যক হবে।[৪]

৮.কাঁচা গোস্ত খেলে যদিও তা মৃতের হয় তাহলে কাফ্ফারা আবশ্যক হবে।[৫]

৯.সামান্য পরিমাণ লবন ভক্ষণ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।[৬]

আক্বীদায়ে আহলে সুন্নাত
সম্পর্কে জানতে সংগ্রহ করুন
সাহাবায়ে কেরাম ও আক্বীদায়ে আহলে সুন্নাত

১.আলমগীরী ১/২০২
২.আলমগিরী১/২০৫পৃ:
৩.আলমগিরী ১/২০৩
৪.দুররে মুখতার ২/১৫৩
৫.রাদ্দুল মুহ্তার ২/১৪১
৬.আলমগিরী ২/২০৫

১০. চালভাজা, ডালভাজা, মশুবভাজা,ভুনা বাজরা, যবভাজা খেলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কাঁচা চাল,ডাল,মশুর,বাজরা বা যব খেলে কাফ্ফারা নেই।[৫]

১১.ওই পাতা যেটা সাধারণত খাওয়া হয় (যেমন মুলো পাতা) তা খেলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।[৬]

যে যে ভাবে রোযা ভঙ্গ হলে শুধুমাত্র কাযা আবশ্যক

(বি:দ্র:-এক্ষেত্রে প্রতিটি রোযার পরিবর্তে রমযান মাসের পর কাযার নিয়াতে একটি করে রোযা রাখতে হবে)

১.কানে তেল দিলে, ২.পেট বা মস্তিস্কের পাতলা চামড়া পর্যন্ত যখম ছিল এবং এতে ওষুধ দেওয়ায় পেট বা মস্তিকে পৌঁছে গেলে ,

৩.নশ টানলে বা নাকে ওষুধ দিলে,

৪.পাথর কাকঁর,মাটি,তুলা,কাগজ,ঘাস ইত্যাদি খেলে।

. ৫,রমযান মাসে নিয়াত ছাড়া রোযার মত রইলে অথবা সকালে নিয়ত করেনি দিনের দ্বি প্রহরের পর নিয়াত করলো এবং নিয়াতের পর খেয়ে নিল বা রোযার নিয়াত ছিল কিন্তু রমাযানের রোযার নিয়াত ছিল না ,

৬. বৃষ্টির পানি কিংবা শিলাবৃষ্টি বা কুয়াশার ফোটা নিজে নিজেই কণ্ঠনালীতে ঢুকে গেলে,

৭.এমন ছোট মেয়ের সাথে সংগম করলো যে সংগমের উপযোগী ছিল না বা মৃত বা পশুর সাথে সংগম করলো বা রান বা পেটের উপর সংগম করলো বা চুমু দিল অথবা মহিলার ঠোট চুষলো বা মহিলার শরীর স্পর্শ করলো যদিওবা কাপড় প্রতি বন্ধক হিসেবে ছিল কিন্তু শরীরের উষ্ণতাঅনুভব হলো এবং এসব অবস্থায় বীর্যপাত হয়ে গেল বা হস্তমৈথুন করে বীর্য বের করলো বা অশ্লীল আচরণের দ্বারা বীর্যপাত হয়ে গেল।

৮.এটা ধারণা ছিলো যে,সেহেরীর সময় শেষ হয়নি তাই পানাহার করেছে, স্ত্রী সহবাস করেছে. পরে জানতে পারলো যে তখন সেহরীর সময় শেষ হয়ে গেছে ,এমতাবস্থায় রোযা হবেনা, এরোযার কাযা করা জরুরী অর্থাৎ

১.আলমগিরী ১/২০৩,২০৫

২.আলমগিরী ১/২০৫

ওই রোযার পরিবর্তে একটা রোযা রাখতে হবে।[১]

. ৯.খুব বেশি ঘাম কিংবা চোখের পানি বের হলে ও তা গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হবে এবং কাযা ওয়াজিব।

১০.ধারণা করলো যে,এখনো রাত বাকী আছে তাই সেহেরী খেতে থাকল; পরে জানতে পারল সাহরীর সময় শেষ,তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে কাযা করে নিতে হবে।[২]

১১.একইভাবে ধারণা করলো যে সূর্য ডুবে গেছে ,পানাহার করে নিল; পরক্ষণে জানতে পারলো যে,সূর্য ডুবেনি। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে। কাযা করে নিতে হবে ।[৩]

১২.সূর্য অস্তমিত হাবার পূর্বেই মাগরিবের আযান শুরু হয়ে গেল,আর এই আযান শুনে ইফতার করে নেওয়া হল এবং পরে জানা গেল যে,আযান পূর্বে হয়েছে এতে রোযা দারের দোষ থাকুক কিংবা নাই থাকুক ,তবুও রোযা ভেঙ্গে যাবে অর্থাৎ কাযা করতে হবে।[৪]

১৩.ওযু করার সময় নাকে পানি দেওয়ার সময় তা মগজ পর্যন্ত উঠে গেলে কিংবা কণ্ঠনালী দিয়ে নিচে নেমে গেলে এবং রোযদার হবার কথাও স্মরণ থাকলে,এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা অপরিহার্য হবে। হ্যাঁ, যদি রোযাদার হবার কথা স্মরণ না থাকে তবে রোযা ভাঙ্গবে না।[৫]

১.রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৮০ পৃ:

২. রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৮০পৃ:

৩.রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৮০

৪. রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৮৩পৃ:

৫.আলমগীরী ১/২০২পৃ:

যে যে কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়

১.পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় যদি রোযাদার হবার কথা স্মরণ থাকে।[১]

২.হুক্কা,সিগারেট,চুরুট ইত্যাদি পান করলেও রোযা ভেঙ্গে যায়,যদিও নিজের ধারণায় কণ্ঠনালী পর্যন্ত ধোঁয়া পৌঁছায়নি।[২]

৩.পান কিংবা নিছক তামাক খেলেও রোযা ভেঙ্গে যায়। যদিও আপনি সেটার পিক বারংবার ফেলে দিয়ে থাকেন। কারণ, কণ্ঠনালীতে সেগুলির হালকা অংশ অবশ্যই পৌঁছে থাকে।

৪.চিনি ইত্যাদি,এমন জিনিষ,যা মুখে রাখলে গলে যায়,মুখে রাখলো আর থুথু গিলে ফেললো এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে গেল।

৫. দাঁতের ফাকের মধ্যভাগে কোন জিনিষ ছোলা বুটের সমান কিংবা তদপেক্ষা বেশি ছিল তা খেয়ে ফেললো,কিংবা কম ছিলো কিন্তু মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে ফেললো । এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে।[৩]

দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে তা কণ্ঠনালীর নিচে নেমে গেলো.আর থুতু অপেক্ষা বেশি কিংবা সমান অথবা কম ছিলো,কিন্তু সেটার স্বাদ কণ্ঠে অনুভূত হলো এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং যদি কম ছিলো আর স্বাদও কণ্ঠে অনুভূত হয়নি ,তাহলে এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গবে না।[৪]

৭.রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ঢুস (কোন ঔষধের ফিতা কিংবা সিরিঞ্জ পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালে,আর সেখানে স্থায়ী হলে) নিলে কিংবা নাকের ছিদ্র দিয়ে ঔষধ প্রবেশ করালে রোযা ভেঙ্গে যাবে।[৫]

৮.কুল্লী করছিলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানি কণ্ঠনালী বেয়ে নিচে নেমে গেলো কিংবা নাকে পানি দিলো;কিন্তু তা মগজে পৌঁছে গেলো তা হলে রোযা

১. রাদ্দুল মুহ তার ৩/৩৬৫পৃ:
২. বাহারে শরীয়াত ৫/১১৭পৃ:
৩.দুররে মুখতার ৩/৩৯৪পৃ:
৪.দুররে মুখতার ,রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৬৮ পৃ:
৫.আলমগিরী ১/২০৪পৃ:

ভেঙ্গে যাবে । কিন্তু যদি রোযাদার হবার কথা ভুলে গিয়ে থাকে ,তবে রোযা ভাঙ্গবে না। যদিও তা ইচ্ছাকৃত হয়। অনুরূপভাবে রোযাদারের দিকে কেউ কোন কিছু নিক্ষেপ করলো,আর তা তার কণ্ঠে পৌঁছে গেলো । তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে ।[১]

৯.ঘুমন্ত অবস্থায় পানি পান করলো, কিছু খেয়ে ফেললো। অথবা মুখ খোলাছিলো পানির ফোটা কিংবা বৃষ্টি অথবা শিলাবৃষ্টি কণ্ঠে চলে গেলো, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।[২]

১০.অন্য কারো থুথু গিলে ফেললো। কিংবা নিজেরই থুথু হাতে নেয়ার পর গিলে ফেললো,তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।[৩]

১১.মুখে রঙ্গিন সূতা ইত্যাদি রাখার ফলে থুথু রঙ্গিন হয়ে গেলো । তারপর ওই রঙ্গিন থুথু গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

১২.চোখের পানি বেশি পরিমাণে মুখের ভিতরে চলে গেলে আর সেটা গিলে ফেললে আর যার ফলে সেটার লবণাক্ততা মুখে অনুভূত হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। যদি দু এক ফোটা হয়,তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। ঘামের ক্ষেত্রেও একই বিধান।[৪]

১৩.পুরুষ স্ত্রীকে চুম্বন করল বা স্পর্শ করলো অথবা জড়িয়ে ধরলো এবংবীর্যপাত হয়ে গেল,তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি মহিলা পুরুষকে স্পর্শ করে এবং পুরুষের বীর্যপাত হয়ে যায় ,তা হলে রোযা ভঙ্গ হবে না।[৫]

১.আল জাওয়াতুন নাইয়ায়াহ ১/১৭৮পৃ:
২.আল জাওয়াতুন নাইয়ায়াহ ১/১৭৮পৃ:
৩.আলমগিরী ১/২০৩পৃ:
৪.আলমগিরী ১/২০৩পৃ:
৫.আলমগিরী ১/২০৩পৃ:
৬.কানুনে শরীয়ত

যে যে কারণে রোযা মাকরূহ হয়ে যায়

১.মিথ্যা,চুগলখোরী,গীবত,কু-দৃষ্টি,গালি গালাজ করা,শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত কারও মনে কষ্ট দেওয়া ও দাড়ি মুন্ডানো ইত্যাদি কাজ এমনিতেতো অবৈধ ও হারাম বা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ,রোযায় আরও বেশী হারাম। সেগুলিব কারণে রোযা মাকরূহ হয়ে যায়।[১]

২.রোযাদারের জন্য কোন জিনিষকে বিনা কারণে স্বাদ গ্রহণ করা ও চিবানো মাকরুহ। স্বাদ গ্রহণের জন্য ওযর হচ্ছে ,যেমন কোন নারীর স্বামী বদ মেযাজী তরকারী ইত্যাদিতে লবণ কমবেশি হলে রাগ করবে । এ কারণে স্বাদ গ্রহণে ক্ষতি নেই। চিবানোর জন্য ওযর হচ্ছে,এতই ছোট শিশু আছে যে রুটি চিবাতে পারে না;এমন কোন নরম খাদ্যও নেই যা তাকে খাওয়ানো যাবে; না আছে কোন ঋতুস্রাব কিংবা নিফাস সম্পন্না নারী অথবা এমন কেউ নেই যে তা চিবিয়ে দেবে, তাহলে শিশুকে খাওয়ানোর জন্য রুটি ইত্যাদি চিবানো মাকরূহ নয়।[২]

৩.স্ত্রীকে চুমু দেওয়া ও আলিঙ্গন করা এবং স্পর্শ করা মাকরূহ নয়;অবশ্য যদি এ আশঙ্কা থাকে যে,বীর্যপাত হয়ে যাবে,কিংবা সহবাসে লিপ্ত হয়ে যাবে তাহলে করা যাবে না।[৩]

৪. মুখে থুথু একত্রিত করে গিলে ফেলা রোযা ব্যতিত অন্য সময়েও অপছন্দনীয় কাজ। আর রোযা অবস্থায় এরূপ করা মাকরূহ।[৪]

৫.রোযা অবস্থায় পানির ভিতরে বায়ু নির্গত করলে রোযা মাকরূহ হবে। ইস্তিঞ্জাতে অতিরঞ্জিত করা রোযাতে মাকরূহ।[৫]

১.বাহারে শরীয়ত ৫ম খন্ড
২.দুররে মুখতার ৩/৩৯৫পৃ:
৩.রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৯৬ পৃ:
৪.আলমগিরী ১/১৯৯ পৃ:
৫. আলমগিরী ১/১৯৯পৃ:

যে যে বিষয়ে রোযা ভঙ্গ হয় না

১.ভুলবশত: আহার করলে,পান করলে কিংবা স্ত্রী সহবাস করলে রোযা ভাঙ্গে না চাই ওই রোযা ফরয হোক বা নফল।[১]

২. যদি মাছি , ধুলিবালি কিংবা ধোঁয়া কণ্ঠনালী দিয়ে ভিতরে চলে যায়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয় না।[২]

কিন্তু যদি ইচ্ছেকৃতভাবে নিজে ধোঁয়া পৌঁছায়,তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৩.শিঙ্গা [৩] সালে বা তৈল বা সুরমা লাগালে রোযা ভঙ্গ হয় না। যদিও বা তৈল বা সুরমার স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভব হয়। এমনকি থুথুর মধ্যে সুরমার রং দেখা গেলেও রোযা ভঙ্গ হয় না।[৪]

৪.কথা বলতে বলতে থুথুর দ্বারা ঠোঁট ভিজে গেল এবং পরে সেটা গিলে ফেললো বা কফ মুখে আসলো এবং গিলে ফেললো , এতে রোযা ভঙ্গ হলো না। কিন্তু এসব থেকে বিরত থাকা চাই।

৫.কানে পানি ঢুকে গেলে রোযা ভঙ্গ হয় না;বরং খোদ পানি ঢাললেও রোযা ভাঙ্গবে না।[৫]

৬.দাঁত কিংবা মুখে হালকা এমন কোন জিনিষ অজানাবশত: রয়ে গেছে,যা থুথুর সঙ্গে কণ্ঠ নালীর ভিতরে চলে গেল। এতে রোযা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু এর স্বাদ যদি কণ্ঠনালীতে অনুভব হয়,তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৭.দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে কণ্ঠনালী পর্যন্ত গেলে, কিন্তু কণ্ঠনালী অতিক্রম করে নিচে নামেনি । তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। [৬]

---

১. দুররে মুখতার ২/১৩৩পৃ:
২.দুররে মুখতার,রাদ্দুল মুহতার ২/১৩৩–১৩৪পৃ:
৩.শিঙ্গা–এটা ব্যথার চিকিৎসা একটা পদ্ধতি বিশেষ ,যাতে ছিদ্র শিং ব্যথাগ্রত স্থানে রেখে মুখ দিয়ে শরীরের দূষিত রক্ত টেনে বের করা হয়।
৪.রাদ্দুল মুহতার ,আজ–জাওহায়াতুন নাইয়ায়াহ ১ম খন্ড /১৭৯ পৃ:
৫. দুররুল মুখতার ৩খন্ড /৩৬৭পৃ:
৬.ফতহুল কাদির ২য় খন্ড ২৫৭ পৃ:

রোযা সংক্রান্ত মাসায়েল

মাসয়ালা: সেহেরী খাওয়া এবং এতে দেরী করা মুস্তাহাব। কিন্তু সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার সন্দেহ হওয়ার মত দেরী করা মাকরূহ।[১]

মাসয়ালা:-ইফতারে তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব,কিন্তু ইফতার এমন সময় করবে,যেন সূর্যাস্ত সম্পর্কে প্রবল ধারণা করা যায়। যতক্ষন প্রবল ধারণা না হবে ইফতার করবে না। যদিও মুয়াজ্জিন আযান দিয়ে দেয়। মেঘলা দিনে ইফতার তাড়াতাড়ি করা অনুচিৎ।[২]

মাসয়ালা: শাইখে ফানি অর্থাৎ ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যার বয়স ঐ মাত্রাই পৌঁছে গেছে যে দিন দিন দূর্বল হয়ে যায় এবং রোযা রাখার কোন ক্ষমতাই থাকেনা (না সেই মূহূর্তে না পরবর্তীতে),এমতাবস্থায় তার উপর ফিদিয়া আবশ্যক অর্থাৎ একটি রোযা পরিবর্তে একজন মিসকীন কে দুই বেলা পেট ভরে খাবার খাওয়াতে হবে কিংবা সাদকায়ে ফিতরা পরিমাণ (২ কিলো ৪৭ গ্রাম গম কিংবা সম পরিমাণ মূল্য) মিসকীনকে প্রদান করতে হবে।[৩]

মাসয়ালা:-মহিলারা হায়েয (ঋতুস্রাব) ও নিফাসগ্রস্থ ছিল ,সে রাত্রিতে আগামীগকাল রোযা রাখার নিয়াত করল। সুবেহ সাদিকের পূর্বে হায়েজ নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে গেল তাহলে রোযা শুদ্ধ হবে।[৪]

মাসআলা:-মুখে থুথু একত্র করে গিলে ফেললে রোযা মাকরূহ হবে।[৫]

মাসয়ালা: রমযান ও রমযানের কাযার জন্য স্বামীর অনুমতীর কোন প্রয়োজন নেই বরং তার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাখবে।[৬]

মাসয়ালা:-যদি মুসাফির এবং তার সঙ্গীদের রোজা রাখতে কষ্ট না হয়, তাহলে সফরে রোযা রাখা উত্তম।[৭]

১.আলমগিরী ১ম খন্ড ২০০ পাতা
২.রাদ্দুল মুহতার ২য় খন্ড ১৫৭ পৃ:
৩.ফাতওয়া আমজাদিয়া ১ম খন্ড কেতাবুস সাওম ৩৯৬ পৃ:
৪.জাওহেরা বাহারে শরীয়ত রোযা কা বায়ান
৫. আলমগিরী১/১৯৯ পৃ:
৬.দুররে মুখতার ৩য় খন্ড৪৭৭পৃ:
৭.দুররে মুখতার ৩য় খন্ড ৪৬৫পৃ:

ইতিকাফ

মাসজিদে ইতিকাফের নিয়াতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অবস্থান করার নাম ইতিকাফ।[১]

বায়হাক্বী শরীফে , হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত , হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,যে রমযান মাসে দশ দিনের ইতিকাফ করল ,সে যেন দুটি হজ্ব ও দুটি ওমরা আদায় করলো।

ইতিকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কেফায়া

রমজান মাসের শেষের দশ দিনের ইতিকাফ হল সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কারণ হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। এর হুকুম হল,যদি সবাই বর্জন করে, তাহলে সবাই দায়ী হবে আর যদি যে কোন একজন পালন করে , তাহলে সবাই দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

মাসয়ালা:-২০ শে রমযান সূর্যাস্তের সময় ইতিকাফের নিয়াতে মাসজিদে প্রবেশ করতে হবে,এবং ৩০ শে রমযান সূর্যাস্তের পর বা ২৯ শে রমযান চাঁদ দেখার খবর হওয়ার পর বের হতে হবে।

বি:দ্র:-যদি ২০ রমযানের সূর্যাস্তের পর মাসজিদে প্রবেশ হয়,তবে ইতিকাফের সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আদায় হবে না।

ইতিকাফের নিয়াত:-আমি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য রমযানুল মুবারকের শেষ দশ দিন সুন্নাত ইতিকাফের নিয়াত করছি ।

ইতিকাফ কারী কোন কোন ক্ষেত্রে মাসজিদ হতে বের হতে পারবে

ইতিকাফকারী কেবল দুই প্রকার কারণ ব্যতীত কোন ক্ষেত্রেই মাসজিদের বাইরে যেতে পারবে না। যে যে কারণে মাসজিদের বাইরে যাবার অনুমতী আছে :- ১.শরয়ী প্রয়োজনে ২.স্বভাবগত প্রয়োজনে

১.আলমগিরী ১ম খন্ড ২১১পৃ:

১.শরয়ী প্রয়োজন

১.যদি মিনারের রাস্তা মাসজিদের বাইরে হয়,তাহলে আযান দেওয়ার জন্য ইতিকাফ কারীর যাওয়া বৈধ। কারণ এক্ষেত্রে মাসজিদের বাইরে যাওয়া শরয়ী প্রয়োজন ।[১]

২.যদি এমন মাসজিদে ইতিকাফ করছে ,যেখানে জুমার নামায হয় না। তাহলে ইতিকাফ কারীর জন্য এ মাসজিদ থেকে বের হয়ে জুমার নামাযের জন্য এমন মাসজিদে যাওয়া জায়েয যেখানে জুমার নামায হয়। এক্ষেত্রে ইতিকাফের স্থান থেকে অনুমান করে এতটুকু সময় আগে বের হবে যেন খোৎবা শুরু হবার পূর্বে পৌঁছে সুন্নাত সমূহ পড়া যায়। বেশি আগে যাবে না।[২]

২ . স্বভাব গত প্রয়োজন

১.মাসজিদের গন্ডির ভিতরে যদি প্রসাব ,পায়খানা ইত্যাদির জন্য কোন নির্দিষ্ট জায়গা না থাকে তাহলে এসবের জন্য মাসজিদের বাইরে যেতে পারবে।[৩]

২. যদি মাসজিদে ওযু খানা কিংবা হাওয ইত্যাদি না থাকে , তাহলে মাসজিদ থেকে ওযুর জন্য বাইরে যেতে পারে।[৪]

৩, স্বপ্ন দোষ হলে যদি মাসজিদের এরিয়ার ভেতর গোসল খানা না থাকে এবং কোন মতে মাসজিদের অভ্যন্তরে গোসল করা সম্ভব না হয় , তবে পবিত্রতা অর্জনের গোসলের জন্য মাসজিদ থেকে বের হতে পারবে।[৫]

১.রাদ্দুল মুহতার ৩/৪৩৬ পৃ:
২.রাদ্দুল মুহতার ৩/৪৩৭ পৃ:
৩. দুররে মুখতার ৩য় খন্ড ৪৩৫ পৃ:
৪.দুররে মুখতার ৩য় খন্ড ৪৩৫ পৃ:
৫.দুররে মুখতার ৩য় খন্ড ৪৩৫ পৃ:

যাকাত

শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত তাকে বলা হয়, আল্লাহর ওয়াস্তে কোন মুসলমান ফকীরকে সম্পদের শরীয়ত নির্ধারিত একটি অংশের মালিক বানিয়ে দেওয়া ।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সমূহ:

-১.মুসলমান হওয়া ২.বালেগ হওয়া ৩.বিবেককবান হওয়া ৪.আযাদ হওয়া ৫.নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া ৬.পূর্ণভাবে মালিক হওয়া ৭.নেসাব ঋণমুক্ত হওয়া ৮.নেসাব ব্যবহারিক সামগ্রী থেকে মুক্ত হওয়া ৯.সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া ১০.বছর অতিবাহিত হওয়া।

মালিকে নেসাব কাকে বলে

মালিকে নেসাব বা নেসাবের অধিকারী বলতে মুল ব্যবহারিক সামগ্রী ছাড়া দুশত দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দি বা বিশ মিসকাল অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া কে বোঝায়।[১]

বর্তমান সময়ে এক তোলার ওজন হল ১২ গ্রাম ৪৪১ মিলি গ্রাম (প্রায়)। এই হিসাব অনুযায়ী সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দির ওজন হবে ৬৫৩ গ্রাম ১৮৪ মিলি গ্রাম ।[২]

বর্তমানে যে ব্যক্তি 'র নিকট মুল ব্যবহারিক সামগ্রী ব্যতীত সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দি (৬৫৩ গ্রাম ১৮৪ মিলি গ্রাম) মুল্য পরিমান অর্থ আছে সেই মালিকে নেসাব বলে গণ্য হবে।[৩] অর্থাৎ তার উপর যাকাত এবং সদকায়ে ফেতর ওয়াজিব।

মাসয়ালা:-কারও নিকট যদি কিছু অর্থ,কিছু সোনা ও চান্দি থাকে এবং সকলের মিলিত মূল্য যদি সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দির মূল্যের সম পরিমাণ হয় ,তাহলে সেই ব্যক্তিও মালিকে নেসাব রূপে গণ্য হবে এবং বছর পূর্ণ

১.দুররে মুখতার,রাদ্দুল মুহতার ২ য় খন্ড ৩৮–৪০ পৃ:
২.ফাতওয়া মারকাযে তারবিয়াতুল ইফতা১/৪০৯ পৃ:,মাহানামা আশরাফিয়া মে সংখ্যা ২০০৪
৩. فان كانت فضة تخلص تجب فيها الزكاة ان بلغت نصابا وحدها أو با لضم الى غيرها
রাদ্দুল মুহতার ২/৩০০ পৃ:

হবার পর তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।[১]

মাসয়ালা:-নিজের মুল অর্থাৎ পিতা-মাতা,দাদা-দাদি,নানা-নানি প্রমূখ আর যাদের সন্তান আছে -নিজের সন্তান,পুত্র,কন্যা,নাতি-নাতনি,পোতা-পোতি প্রমূখকে যাকাত দেওয়া যাবে না।[২]

মাসয়ালা:-যাকাত ঘোষণা সহকারে দেওয়া উত্তম। নফল সাদ্কা গোপনে দেওয়া উত্তম।[৩]

মাসয়ালা:-ফকীর আলেম কে সাদক্বা করা জাহেল ফকীর কে সদক্বা করা অপেক্ষা উত্তম।[৪]

মাসয়ালা:-যাকাতের অর্থ কাফের ,মুশরীক,ওহাবী (দেওবন্দী,জামাতে ইসলামী,গায়ের মুকাল্লিদ),রাফেজী,ক্বাদীয়ানী প্রভৃতি বাতিল সম্প্রদায়দের দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এদের কে ঐ অর্থ প্রদান করলে যাকাত অনাদায় থেকে যাবে।[৫]

মাসয়ালা:-মোবাইলের মূল্য যদি নেসাব পরিমান হয় কিংবা এর অধিক হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ মোবাইলও হাজাতে আসলিয়া বা ব্যবহারিক সামগ্রীর অর্ন্তভূক্ত।[৬]

মাসয়ালা:-যে বাড়ি বা ফ্লাট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তৈরী হয়নি বরং নিজের ব্যবহারের জন্য তৈরী সেক্ষেত্রে তার ভাড়ার উপর যাকাত হবে।[৭]

মাসয়ালা: -রিক্সা,ট্যাক্সী,টোটো প্রভৃতি বাহন যদি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়,তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি ভাড়া খাটানোর উদ্দেশ্যে হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।[৮]

১.রাদ্দুল মুহতার ২/৩০০ পৃ: মারকাযু তারবিয়াতুল ইফতা ৪০৮ পৃ:
فان كانت فضة تخلص تجب فيها الزكاة ان بلغت نصابا وحدها أو با لضم الى غيرها
২. রাদ্দুল মুহতার –কেতাবুত যাকাত ৩/৩৪৪পৃ:
৩.ফাতওয়া হিন্দিয়া–কেতাবুয যাকাত ১ম খন্ড
৪. ফাতওয়া হিন্দিয়া–কেতাবুয যাকাত ১/১৮৭ পৃ:
৫. আহকামে শরীয়াত ২য় খন্ড ১৩৯ পৃ:
৬.ফাতওয়ায়ে আহলে সুন্নাত–কেতাবুয যাকাত ১২২পৃ:
৭.ওক্বারুল ফাতওয়া ২/৩৯১–৩৯২পৃ:
৮.ফাতওয়ায়ে আহলে সুন্নাত–কেতাবুয যাকাত ১৩১পৃ:

উশ্‌র ও ফসলের যাকাত

জমি হতে মুনাফা হাসিলের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত ফসলের উপর যে যাকাত আদায় করা হয় তাকে উশ্‌র বলা হয়।[১] একে উশ্‌র বলা কারণ হল সাধারণত জমির উৎপাদিত ফসলের ১/১০ (এক দশমাংশ) যাকাত স্বরূপ দেওয়ার জন্য।

মাসয়ালা:-যে সকল জমি বৃষ্টি,নদী-নালা ইত্যাদির পানির দ্বারা বিনামূল্যে সেচনে চাষ করা হয়,সেক্ষেত্রে দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজিব।[২] আর যে সকল জমি সেচনেব জন্য অর্থ দ্বারা পানি ক্রয় করা হয় সেক্ষেত্রে কুড়ি ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজিব।

কী কী ফসলের উপর উশ্‌র ওয়াজিব

শস্য:-ধান,গম,সরিষা,যব,ভুট্টা,বাজরা,আঁখ,কার্পাস ইত্যাদি সকল রকমের শস্য।

ফল:- আম,লিচু,লেবু,আঙ্গুর,বাদাম ,পেয়ারা , আপেল, বেদানা ,আনারস, নাসপাতি,আখরোট,নারকেল,তরমুজ ,খেজুর ইত্যাদি সব রকমের ফল।

শাক-সব্জী:-আলু,পেয়াঁজ,রসুন,শষা,বেগুন, করলা ,ভেন্ডি ,টমেটো, লঙ্কা ,কপি ,পালং ,ধনে ইত্যাদি সব রকমের শাক সব্জী ।[৩]

মাসয়ালা:-উশ্‌র ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে কোন পরিমাপ নির্দিষ্ট নেই বরং জমি হতে যা পরিমান উৎপন্ন হবে তার উপর উশ্‌র বা অর্ধ উশ্‌র ওয়াজিব হবে।[৪]

মাসয়ালা: -ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির উপবও উশ্‌র ওয়াজিব হবে।[৫]

১.ফাতওয়া হিন্দিয়া–কেতাবুয যাকাত ১/১৮৫ পৃ:
২. সুত্রঃ সহী মুসলিম –কেতাবুত যাকাত হাদিস নং ৯৮১
৩.ফাতওয়া হিন্দিয়া–কেতাবুয যাকাত ১/১৮৬ পৃ:
৪.ফাতওয়া হিন্দিয়া–কেতাবুয যাকাত ১খন্ড
৫.দুররে মুখতার ৩/৩১৪ পৃ:,ফচওয়া তাতার খানিয়া ২/৩৩০ পৃ:

যাকাতের হক্বদার কারা

যাকাতের প্রকৃত হক্বদার হল:- ফক্বীর, মিসকীন,যাকাত ওসুল কারী,মুক্তি পণের শর্তযুক্ত গোলাম,ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি,আল্লাহর রাস্তায়,মুসাফির।[১]

বি:দ্র:- বর্তমানে যাকাতের হক্বদার হল শুধুমাত্র ফক্বীর,মিসকীন,ঋণী, মুজাহিদ ও মুসাফির। কারণ বর্তমানে যাকাত ওসুলকারী, মুক্তিপণের গোলাম প্রভৃতি দেখা যায় না।

মাসয়ালা:-বর্তমানে যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ হক্বদার হল তালিবে ইলম। কারণ এদের মধ্যে বেশিরভাগই গরীব হয়ে থাকে । যদিও কিছু অংশ ধণী হয় তাহলেও তারা হল মুসাফিরের অর্ন্তগত । যদিও এটাও পাওয়া না যায় তবে এটা ভেবে দিতে হবে যে তারা রয়েছে আল্লাহর রাস্তায়।

মাসয়ালা:-কোন দেওবন্দী,তাবলিগী এবং ওহাবী কে কিংবা তাদের কোন প্রতিষ্ঠানে জাকাত,ফেতরা ও ওশুর দেওয়া কঠিন হারাম। তাদের কে দিলে যাকাত অনাদায় থেকে যাবে। আল্লাহ ও রাসুলের শানে গুস্তাখি ও বে আদবী করার জন্য মক্কাও মাদিনা শরীফের ওলামায়ে কেরাম গণ তাদের কাফের ও মুরতাদের ফতওয়া দিয়েছেন।[২]

মাসয়ালা:-ব্যঙ্কের জমাকৃত অর্থ জমাকারীর মালিকত্বেও থাকে,যদি সেই অর্থের দ্বারা নেসাব পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে বছর অতিক্রম করলেই যাকাত ওয়াজিব হবে।[৩]

উত্তম হল ওই জমাকৃত অর্থের প্রতি বছর যাকাত দেওয়া কারণ কখন যে মওত আসবে তা কারও জানা নাই এবং ওয়ারিশ দেরও সম্পর্কেও বোধগম্য নাই তারা দেবে কী না।[৪]

মাসয়ালা:-দুনিয়াবী স্কুল কিংবা তাতে শিক্ষার উদ্দেশ্যে যাকাতের টাকা খরচ করা অবৈধ।[৫]

১.দুররে মুখতার ২য় খন্ড ৪৮ ও ৭৯ পৃ:
২.আনওয়ারুল হাদিস ২৫৫ পৃ:
৩.মারকাযু তারবিয়াতুল ইফতা ৪২৫ পৃ:
৪. ফাতওয়া রেজবীয়া ২/৪১৬ পৃ:
৫. ফতওয়ায়ে আহলে সুন্নাত ১/৫০৬ পৃ:

মাসয়ালা:-যাকাত ও অন্যান্য সাদকায়ে ওয়াজিবার অর্থ হিলায়ে শরয়ী করে মাদ্রাসা নিমার্ণে ব্যবহার করা জায়েজ যদি তা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রতিষ্ঠান হয়।[১]

মাসয়ালা:-তালিবে ইলম যদি ধনির নাবালেগ সন্তান হয় ,তাহলে তাকে যাকাতের অর্থ দেওয়া জায়েজ নাই।[২]

কোন কোন মালের উপর যাকাত ওয়াজিব

১.অলংকার অর্থাৎ সোনা , চান্দি ২.ব্যবসায়িক সামগ্রী ৩. বিচরণ কারী প্রাণী।[৩]

হিলায়ে শরয়ী কী

হিলায়ে শরয়ীর ত্বরীকা হল কোন শরয়ী ফকীরকে অর্থের মালিক করে দেওয়া এবং সে ঐ অর্থ কোন ভাল কাজে ব্যয় করবে।[৪]

সাদক্বায়ে ফেত্‌র

হযরত সাইয়েদুনা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ,বান্দার রোযা আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুলতে থাকে ,যতক্ষন পর্যন্ত না সে সাদক্বায়ে ফেত্‌র আদায় না করে।[৫]

সাদক্বায়ে ফেত্‌রের পরিমান

হযরত সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত , তিনি রমযানের শেষের দিকে বলেছেন ,তোমরা সাদক্বা আদায় কর। এ সাদকা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে এক সা খেজুর বা যব, বা অর্ধ সা গম।[৬]

১. ফাতওয়া রেজবীয়া ৪র্থ খন্ড ৪৬৭ পৃ:
২.ফতওয়া আলমগিরী ১/১৭৯ পৃ:
৩.ফাতওয়া রেজবীয়া ১৪ খন্ড ২৮ পৃ:,বাহারে শরীয়ত ৫ম খন্ড ১৫ পৃ:
৪. দুররে মুখতার ২/২৭১পৃ:
৫.কানযুল উম্মাল ৮ম খন্ড ২৫৩ পৃ:,হাদিস নং ২৪১২৪
৬.সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং ১৬২২

অর্ধ 'সা'গমের সঠিক হিসাব:- অর্ধ সা ইংরাজী অর্থে ১৭৫.৫০ রুপিয়া, আবার ১ রুপিয়া = ১১গ্রাম ৬৬৪ মিলি গ্রাম।[১]

সংক্ষেপে এরূপ ভাবে হয়:-

-১/২ সা=১৭৫.৫০ রূপিয়া (তোলা)

১ রূপিয়া(১তোলা)=১১.৬৬৪ গ্রাম

১৭৫.৫০ রূপিয়া (১১.৬৬ X১৭৫.৫০)= ২০৪৬.৩৩ গ্রাম বা ২ কিলো ৪৭ গ্রাম (প্রায়)

সাদক্বায়ে ফিত্‌র কার কার উপর ওয়াজিব

ওই সব স্বাধীন মুসলমান ,পুরুষ ও নারীর উপর ওয়াজিব , যারা নিসাবের অধিকারী হয় ।আর তাদের নিসাবও হাজতে আসলিয়ার (জীবনের মৌলিক প্রয়োজন) অতিরিক্ত হয়।[২]

মাসয়ালা:-সাদক্বায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হবার জন্য আকেল (বিবেক সম্পন্ন)ও বালিগ পূর্ব শর্ত নয় ;বরং শিশু কিংবা উন্মাদ ও যদি নিসাবের মালিক হয়,তবে তাদের সম্পদ থেকে তাদের অভিভাব ক পরিশোধ করবে।[৩]

সদক্বায়ে ফিত্‌র দেওয়ার উত্তম সময় :-ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পর থেকে ঈদের নামায আদায় করার পূর্বেই । যদি রমযানুল মুবারকের অন্য কোন দিনে,এমন কি রমযান শরীফের পূর্বেই কেও আদায় করে তাহলেও ফিত্‌রা আদায় হয়ে যাবে।[৪]

সদক্বায়ে ফিত্‌র কাদের প্রদান করা যাবে:- সাদক্বায়ে ফিত্‌র তাকেই দিতে হবে, যাকে যাকাত দেয়া যায় । যাদের কে যাকাত দেয়া যায় না, তাদের কে ফিত্‌রাও দেয়া যাবে না।[৫]

১.ফাতওয়া রেজবীয়া ৪র্থ খন্ড ,মাহানামা আশরাফিয়া আগষ্ট সংখ্যা,২০০৪, ফাতওয়া তারবিয়াতুল ইফতা ১/৪৬৫পৃ:

২. আলমগিরী ১ম খন্ড ১৯১ পৃ:

৩. রাদ্দুল মুহতার ৩য় খন্ড ৩১২ পৃ:

৪.আলমগিরী ১ম খন্ড ১৯২ পৃ:।

৫.আলমগিরী ১ম খন্ড ১৯৪ পৃ:।

কুরবানীর বর্ণনা

নির্দিষ্ট পশু নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহর ওয়াস্তে সাওয়াবের নিয়তে জাবেহ করাটা হচ্ছে কুরবানী। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সামর্থ্য থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি এই ইবাদত পালন করে না তার ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে , যার কুরবানীর সামর্থ্য রয়েছে কিন্তু কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।[১]

কার কার উপর কুরবানী ওয়াজিব

মুসলমান,মুকীম,নেসাবের অধিকারী ও আযাদের উপর এটা ওয়াজিব।[২]

কুরবানীর সময়:-১০ জিলহজ্ব তারিখের সুবহ সাদিকের সময় শুরু করে ১২ জিলহজ্ব তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অর্থাৎ তিনদিন দুই রাত। তবে দশ তারিখে সবচেয়ে উত্তম।[৩]

মাসয়ালা: :-কুরবানীর দিনে কুরবানী করাই হল জরুরী, কোন অন্য বস্তু এর পরিপূরক হতে পারবে না। যেমন কুরবানীর পরিবর্তে কোন ছাগল বা তার মূল্য সদক্বা করলে তা যথেষ্ট হবে না। কিন্তু এর বদল হয় অর্থাৎ নিজেকেই কুরবানী করতে হবে এমন কথা নয় বরং অন্য কাওকে হুকুম দিলে যদি সে কুরবানী করে তাহলে তা হয়ে যাবে।[৪]

কুরবানীর পশু:-কুরবানীর পশু হল তিন প্রকার যথা:-১.উট ২.গরু ৩.ছাগল এবং এইসকল পশুর বিভিন্ন প্রকার ।

কুরবানীর পশুর বয়স

-উট পাঁচ বছর ,গরু ও মহিষ দুবছর ,ভেড়া ও ছাগলের বয়স এক বছরের অধিক হতে হবে ।এর থেকে কম বয়সের নাজায়েজ । তবে দুম্বা বা ভেড়ার ছয় মাস বয়সের বাচ্চা যদি এত টুকু বড় হয় যে দুর থেকে দেখলে এক বছর বয়সের মনে হয়,তাহলে সেটার কুরবানী জায়েয।[৫]

১.সুনানে ইবনে মাযা ৩/৫২৯পৃ:,মুস্তাদরাক হাকেম.হাদীস ৩৫১৯

২.দুররে মুখতার ৯/৫২৪

৩.দুররে মুখতার ৯/৫২০,মুয়াত্তা মালেক ১৮৮ পৃ:

৪.ফাতওয়া হিন্দিয়া ৫ম খন্ড ২৯৩–২৯৪পৃ:

৫.দুররে মুখতার ৯/৫২০

মাসয়ালা: -কুরবানীর পশু মোটা তাজা এবং ভাল হওয়া চায়। দোষত্রুটি মুক্ত হওয়া চায়। যৎসামান্য দোষ ত্রুটি থাকলে কুরবানী হয়ে যাবে তবে মাকরুহ হবে।[১]

মাসয়ালা: -জন্মগত শিংবিহীন হলে জায়েয আছে। অবশ্য যদি শিং ছিল কিন্তু ভেঙ্গে গেছে,তাহলে মজ্জা সহ ভেঙ্গে গেলে না জায়েয,আর এর থেকে কম ভাঙ্গলে জায়েয।

মাসয়ালা: -অন্ধ ,কানা,খোড়া,কানকাটা, লেজ কাটা ,দাঁতহীন, ঠোঁট কাটা, নাককাটা,জন্মগত কান বিহীন ,রোগা,হিজরা জাতীয়, আবর্জনা ভোজীইত্যাদি দোষযুক্ত পশুর কুরবানী জায়েয নাই।[২]

মাসয়ালা: -কুরবানীর গোস্ত কাফেরদের দেয়া জায়েয নাই।

মাসয়ালা: -বিবাহিত মহিলার নামে কুরবানী করলে শুধু মাত্র মহিলার নাম নেওয়াই যথেষ্ট;আর যদি তার পিতা বা স্বামীর নাম নেওয়া হয়,তাহলেও তা বৈধ হবে।[৩]

কুরবানী করার নিয়ম: -কুরবানীর পশু যাবেহ করার আগে শেষ পানি পান করাতে হবে। আগে থেকেই ছুরি ধারালো করে নিতে হবে । তবে পশুর সামনে নয়। পশুকে বাম পাশ করে শোয়াতে হবে যেন ক্বীবলার দিকে মুখ হয় এবং যাবেহ কারী স্বীয় ডান পা পশুর রানের উপর রেখে ধারালো ছুরি দিয়ে তাড়াতাড়ি যাবেহ করে দেবে। যাবেহ করার পূর্বে এ দুআটি পড়তে হবে:-

اِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَالسَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ حَنِیْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُکِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِیْنَ لَا شَرِیْکَ لَهٗ وَ بِذَالِکَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰهُمَّ لَکَ وَ مِنْکَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَکْبَرُ

১.দুররে মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার ৯ম খন্ড ৫৩৫ পৃ:
২.দুররে মুখতার ৯ম খন্ড ২৯৭ পৃ:
৩.ফাতওয়ায়ে ফায়জে রাসুল ২য় খন্ড ৪৪৮ পৃ:

উচ্চারণ:-ইন্নী অজ্জাহ্তু ওয়াজ হিয়া লিল্লাজী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফাঁও অমা আনা মিনাল মুশরিকীনা ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ ইয়া ইয়া ওয়া - মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীনা লা শারি কালাহু ওয়াবি জালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীনা আল্লাহুম্মা লাকা ওয়া মিনকা বিস মিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

কুরবানী নিজের পক্ষ থেকে হলে জবাহ করার পর এই দুয়াটি পাঠ করতে হবে:- 'আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী কামা তাকাব্বালতা মিন খালীলিকা ইব্রাহীমা আলাই হিস্ সালাম ওয়া হাবিবিকা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।'

আর যদি কুরবানী অপরের পক্ষ থেকে হয় তা হলে ' মিন্নী ' শব্দের স্থানে 'মিন ' বলতে হবে।

জবাহ করার নিয়াত

নাইয়াতুয়ান আযবাহা হাযাল হাইওয়ানু বি হাইসু ইয়াখরুজু আন হুদাদলিল মাসফুহি ওয়া তাকুলুল লাহমুহু হালালান লি জামিইল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাতি বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

আক্বীকা

শিশু জন্মের পর আল্লাহর শুকরীয়া স্বরূপ যে পশু যাবেহ করা হয় তাকে 'আক্বীকা' বলে। আক্বীকা মুস্তাহাব আর এর জন্য সপ্তম দিবসই উত্তম। আক্বীকার পশু যবাহ করার সময় **পুত্র সন্তান** হলে এই দুআটি পড়তে হবে

اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ عَقِیْقَةُ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لَهَا مِنَ النَّارِ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَکْبَرُ

উচ্চারণ-আল্লাহুম্মা হাজিহী আক্বীকাতুফুলানিন দামুহা বেদামিহী ওয়া আজমুহা বে আজমিহী ওয়া জিলদুহা বি জিলদিহী ওয়া শারুহা বি শারিহী আল্লাহুম্মাজ আলহা ফিদায়াল লি ফুলানিন মিনান্নারী বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ।

আর যদি কন্যা হয় তাহলে ' ফুলানিন ' এর স্থানে ' ফুলানাতিন' , ' বেদামিহী' স্থানে 'বেদামিহা' , 'আজমিহী' স্থানে 'আজমিহা' এবং 'জিলদিহী' র স্থানে 'জিলদিহা' বলতে হবে।

মাসয়ালা:-বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পর মুস্তাহাব হল তার কানে আযান ও ইক্বামত দেওয়া। আযান দিলে বালা মুসিবত দূর হয়ে যাবে (ইনশাআল্লাহ)। উত্তম হল ডান কানে চার বার আযান এবং বাম কানে তিন বার ইক্বামত দেওয়া। আর সাত দিনে তার নাম রাখা ও মাথা মুন্ডানো বা নেড়া করা এবং সেই সময় আক্বীকা করা। আর তার মাথার চুলের সম পরিমান চাঁদি কিংবা সোনা সাদক্বা করা।[১]

মাসয়ালা:-ছেলের জন্য দুটি ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল যাবেহ করতে হবে। ছেলের জন্য নর পশু এবং মেয়ের জন্য মাদী পশু সমীচীন। তবে এর বিপরীত হলে ক্ষতি নেই। আক্বীকার জন্য যদি গরু যাবেহ করা হয়,তাহলে ছেলের জন্য দুটি ভাগ এবং মেয়ের জন্য একটি ভাগই যথেষ্ট। অর্থাৎ সাত ভাগের মধ্যে ছেলের জন্য দুটি ভাগ এবং মেয়ের জন্য একটি ভাগ।[২]

মাসয়ালা:-আক্বীকার গোস্ত ফক্বীর , প্রিয়জন ,আত্নীয় -স্বজন,বন্ধুবর্গ দের কে কাচাঁ বন্টন করা কিংবা রান্না করা কিংবা দাওয়াত করে খাওয়ানো-সবই জায়েজ বা বৈধ।

মাসয়ালা:-আক্বীকার গোস্ত বাপ ,মা,দাদা,দাদী,নানা,নানি সকলের জন্য খাওয়া বৈধ।

মাসয়ালা:-কুরবানীর পশুর সাথে আক্বীক্বাও শরীক করা জায়েজ। আক্বীক্বার পশুর জন্যও সে শর্তসমূহ প্রযোজ্য,যা কুরবানীর পশুর জন্য নির্দিষ্ট।

মাসয়ালা:-মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার নাম রাখার প্রয়োজন নেই। বিনা নামেই তাকে দাফন করে দিতে হবে। আর জীবিত ভূমিষ্ট হলে তার নাম রাখতে হবে যদিও ভূমিষ্ট হয়ে মারা যায়।[৩]

১. বাহারে শরীয়ত –আক্বীকা কা বায়ান ১৫ খন্ড
২. বাহারে শরীয়ত –আক্বীকা কা বায়ান ১৫ খন্ড
৩. বাহারে শরীয়ত –আক্বীকা কা বায়ান ১৫ খন্ড মাসলা নং ৫

মৃত্যুর বর্ণনা

মৃত্যুর সময় যখন সন্নিকট হবে লক্ষণ সমূহ পাওয়া যাবে , তখন সুন্নত হলো ডান পাশ করে শোয়াতে হবে। ক্বিবলামুখী করে দেওয়া এবং চিৎ করে শয়ন করানোও জায়েয। পা-দ্বয় ক্বীবলার দিকে রাখবে । এরূপ অবস্থায় ক্বীবলার দিকে মুখ হয়ে যাবে । কিন্তু এরূপ অবস্থায় ক্বিবলার দিকে মুখ হয়ে যাবে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় মাথা সামান্য উচুঁ করে রাখবে। ক্বীবলা মুখী করা যদি কষ্টকর হয় ,তাহলে যে রকম ছিল সে রকমই রাখবে।[১]

মাসয়ালা: জাকুনির সময় যতক্ষণ রুহ ওষ্ঠগত না হয় ততক্ষণ তালকীন করতে হবে অর্থাৎ উচ্চস্বরে তার পার্শ্বে এই কালমা পাঠ করতে হবে। তবে তাকে বলার জন্য নির্দেশ দেবে না।[২]

মৃত ব্যক্তির গোসল দেওয়ার পদ্ধতি

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ফরযে কেফায়া। কয়েকজন মিলে গোসল দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।

গোসল করানোর নিয়ম হচ্ছে ,যে আসনে বা তক্তায় গোসল দেয়ার ইচ্ছা হয় সেটাকে পরিষ্কার ভাবে সাফ করে আগরবাতী কিংবা ধুনো দ্বারা তার চারদিকে তিন বা পাঁচ বা সাতবার ঘুরাতে হবে এবং সেটার উপর মৃত ব্যক্তিকে শুইয়ে দিয়ে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত কোন কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে। অত:পর গোসলদাতা নিজ হাতে কাপড় জড়িয়ে প্রথমে শৌচক্রিয়া করাবে। তারপর নামাজের ন্যায় ওজু করাবে অর্থাৎ প্রথমে মুখ তারপব কনুই সমেত দুই হাত ধোয়াবে। তারপর মাথা মুসাহ করাবে এবং পরে পা ধোয়াবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির ওযুতে প্রথমে কব্জি পর্যন্ত হাত ধোয়া,কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া নেই। কেবল কাপড় অথবা তুলা ভিজিয়ে দাঁত ,মাড়ি, ঠোঁট ও নাকের ছিদ্র মুছে দিতে হবে। অত:পর চুল ও দাড়ি থাকলে গোলাপজল দ্বারা ধুইয়ে দিতে হবে। এটা পাওয়া না গেলে পবিত্র সাবান যা মুসলমানদের কারখানায় তৈরী হয় বা বেসন অথবা অন্য কিছু দ্বারা ধোয়াতে

১.দুররে মুখতার ১ম খন্ড ৭৯৫পৃ:
২.আলমগিরী ১ম খন্ড ১৫৭ পৃ:

হবে। এই সব কিছু পাওয়া না গেলে কেবল পানিই যথেষ্ট। তারপ র মৃত ব্যক্তিকে বাম পাশে করে শোয়াবে অনুরূপভাবে পানি ঢালবে। যদি কুল পাতা সিদ্ধ পানি পাওয়া না যায় তাহলে পরিষ্কার মৃদু গরম পানিই যথেষ্ট । অত:পর হেলান করে বসায়ে আস্তে আস্তে পেটের উপর হাতে চাপ দিবে এবং কিছু বের হলে ধুইয়ে ফেলবে। ওযু গোসল পুনরায় করাবে না।এরপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীরে কর্পুরের পানি ঢেলে দিবে। তারপর কোন কাপড় দ্বারা ওর শরীরটা আস্তে আস্তে মুছে দিবে।[২]

মাসয়ালা:-একবার সারা শরীরে পানি ঢালা ফরয এবং তিনবার সুন্নাত। গোসল করানোর স্থান পর্দাবৃত করা সুন্নাত যেন গোসল দানকারী ও সাহায্য ব্যতীত কেউ না দেখে । গোসল করানোর সময় ঐ ভাবে শোয়ানো চায় , যে ভাবে কবরে রাখা হয় অথবা ক্বীবলার দিকে পা করে বা যে ভাবে সহজ হয়, সে ভাবে শোয়াবে।[২]

মাসয়ালা:-পুরুষকে পুরুষ এবং মহিলাকে মহিলা গোসল করাবে। মৃত ব্যক্তি যদি ছোট বালক হয়, তাহলে মহিলা ও গোসল করাতে পারে এবং ছোট বালিকাকে পুরুষ গোসল করাতে পারে। ছোট বলতে নাবালককে বুঝানো হয়েছে।[৩]

মাসয়ালা:-মৃত ব্যক্তির দুই হাত পাশে রাখবে, বুকের উপর রাখবে না।কারণ . বুকের উপর রাখা কাফির দের নিয়ম।[৪]

মাসয়ালা:-স্ত্রী মারা গেলে ,স্বামী তাকে গোসল করাতে বা স্পর্শ করতে পাবে না ,তবে দেখতে মানা নেই।[৫]

মাসয়ালা:-নাপাক অথবা হায়েজ নেফাস সম্পন্না মহিলা মারা গেলে একবার গোসল করালেই যথেষ্ট হবে।[৬]

১.দুররে মুখতার ১ম খন্ড ৮০০ পৃ:,৮০২পৃ:,আলমগিরী ১ম খন্ড ১৫৮ পৃ:
২. আলমগিরী ১ম খন্ড ১৫৮ পৃ:
৩.আলমগিরী ১ম খন্ড ১৬০ পৃ:
৪.দুররে মুখতার
৫.দুররে মুখতার ১ম খন্ড ৮০৪ পৃ:
৬.দুররে মুখতার

কাফনের বর্ণনা

পুরুষের জন্য কাফনের সুন্নাত হচ্ছে তিনটি কাপড় লেফা ফা ,ইযার ও কামিছ এবং মহিলার জন্য কাফনে সুন্নাত হচ্ছে পাঁচটি কাপড় যথা-লেফাফা ,ইযার ,কামীস,উড়নি এবং সিনাবন্দ।

মাসয়ালা:-লেফাফা অর্থাৎ চাদর ,মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে এতটুকু পরিমাণ অধিক লম্বা হওয়া প্রয়োজন যে টুকুতে উভয় দিকে বাঁধা যায় ।ইযার অর্থাৎ তেহবন্দ পা থেকে মাথা পর্যন্ত হতে হবে। এটা লেফাপা থেকে ততটুকু ছোট যা লেফাফা বাধার জন্য অতিরিক্ত থাকে। কামীস বা কাফনী যা গলা থেকে হাটুর নীচে পর্যন্ত লম্বা রাখতে হয়। সামনে পিছনে উভয় দিকে সমান হতে হবে। মূর্খ লোকেদের মধ্যে পিছনে কম রাখার যে প্রথা প্রচলন রয়েছে তা ভ্রান্ত। কামীস অর্থাৎ কোর্তায় আস্তিনও কলি না হওয়া চায়। পুরুষ ও মহিলার কামীসে পার্থক্য আছে , পুরুষের কামীস কাঁধের উপর মহিলার কামীস বুকের উপর ছেড়া হতে হবে। উড়না তিন হাত পরিমাণ হতে হবে। সীনাবন্দ বুক হতে নাভী পর্যন্ত হতে হবে। তবে রান বা উরু পর্যন্ত হওয়া উত্তম।[১]

কাফন পরিধানের নিয়ম:-

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর ধীরে ধীরে কোন কাপড় দ্বারা মুছে নিবে । কাপড় যেন ভিজে না যায়. কাফনকে একবার তিনবার পাচবার বা সাতবার আগর বাতি এ জাতীয় বস্তু দ্বারা ধোঁয়া দিবে। অত:পর কাফন এমনভাবে বিছাবে যে, প্রথম বড় চাদর এরপর তাহবন্দ অত:পর কামীস বিছাবে। তার পর মৃত ব্যক্তিকে ওটার ওপর শোয়াবে এবং কামীস বা কুর্তা বিছাবে। তার দাঁড়ি ও সমস্ত শরীরে সুগন্ধি লাগাবে এবং সিজদার অঙ্গসমূহ অর্থাৎ মাথা, নাক,হাটু ও পায়ে কর্পুর লাগাবে।তার পর লেফাফা প্রথমে বামদিক থেকে পরে ডানদিক থেকে জড়াবে। যেন ডানদিকটা উপরে থাকে । অত:পর চুলও পায়ের দিক বাধঁবে যাতে উড়ার আশঙ্কা না থাকে।

১.আলমগিরী ১/১৬০ পৃ:,দুররে মুখতার ১ম খন্ড ৮০৭ পৃ:–৮০৮ পৃ:)

মহিলাকে কামীস অর্থাৎ কাফনী পরিধান করানোর পর ওর চুলকে দুভাগ করে কাফনীর উপর বুক বরাবর রেখে দেবে এবং উড়নি অর্ধপিঠের নীচ থেকে মাথা পর্যন্ত এনে মুখের উপর নিকাবের মত রাখবে।যেন বুক পর্যন্ত অবৃত থাকে ।এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে অর্ধপিট থেকে বুক পর্যন্ত এর প্রস্থ হচ্ছে এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত । অত:পর নিয়ামানুসারে ইযার ও লেফাফা জড়াবে .শেষে সবগুলোর উপর সীনা বন্দ স্তনের উপর থেকে রান পর্যন্ত এনে বাধবে।

কবর ও দাফন

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ফরজে কেফায়া।[১] কবর দৈর্ঘ বা লম্বায় মৃত ব্যক্তির দেহের সমান হতে হবে।প্রস্থে বা চওড়ায় অর্ধ দেহ পরিমাণ হতে হবে।দেহ পরিমাণ গভীরতা হওয়াটা উত্তম।[২] কবরের গভীরতা বলতে লাহাদ বা সিন্ধুকের গভীরতা বুঝতে হবে, এমন নয় যে, যেখান থেকে খনন শুরু হয়েছে ওখান থেকে শেষ পরিমাণ পর্যন্ত গন্য করা হবে।

মাসয়ালা:-কবরে চাটাই ,মাদুর ইত্যাদি বিছানো নাজায়েজ। কারণ এটা অনর্থক সম্পদের অপচয়।[৩]

মাসয়ালা:-মৃত ব্যক্তিকে কবরে ডান পাশ করে শোয়াবে এবং মুখ কীবলার দিকে করে রাখতে হবে। এমনকি যদি মুখ ক্বীবলা দিকে করার কথা ভুলে যায় এবং তক্তা লাগানোর পর খেয়াল হয় ,তাহলে তক্তা সরিয়ে ক্বীবলামুখী করে দিবে।আর যদি মাটি দেওয়ার পর খেয়াল আসে,তাহলে তখন আর মাটি সরানো যাবে না। অনূরুপ যদি বাম পাশ করে রাখা হয়, অথবা যেদিকে মাথা রাখা উচিৎ ছিল সেদিকে পা রাখা হয়েছে , তাহলে মাটি দেয়ার আগে স্মরণ হলে ঠিক করবে নতুবা নয়।[৪]

১.ফতওয়া আলমগিরী ১ম খন্ড ১৬৫ পৃ:,রাদ্দুল মুহতার ১ম খন্ড ৮৩৫পৃ:
২.রাদ্দুল মুহতার ১ম খন্ড ৮৩৫পৃ:
৩.দুররে মুখতার ১ম খন্ড ৮৩৬ পৃ:
৪. আলমগিরী ১ম খন্ড ১৬৬ পৃ:–১৬৭পৃ:,দুররে মুখতার ,রাদ্দুল মুহতার ১ম খন্ড ৮৩৭ পৃ:

মাসয়ালা:-কবরে অবতরনের জন্য দুই তিনজন যতজন প্রয়োজন হয় অ বতরণ করা যাবে।কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট নাই । তবে অবতরণ কারী লোক শক্তিশালী নেক্কার ও অমানতদার হওয়া বাঞ্ছনীয়।[১]

মাসয়ালা:-জানাযা কবরের ক্বীবলার দিকে রাখতে হবে। তাহলে লাশ অবতরণের সময় ক্বীবলার দিক থেকে অবতরণ করানো হবে।[২]

লাশ কবরে রাখার সময় নিম্নের দুয়াটি পাঠ করতে হবে:-

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِا للّٰهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

উচ্চারণ:- বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহি

মাসয়ালা:-হযরত আইনি শারহ কানয এর মধ্যে লিখেছেন যে, যে সব ব্যক্তি মাইয়েতের দাফনে উপস্থিত থাকবে,তারা সকলেই দুই হাতের দ্বারা মাটি নিয়ে তিন তিন বার মাথার দিক হতে ঢালবে।

প্রথমবাব مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ ‘মিনহা খালক্নাকুম’

দ্বীতিয়বার وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ ‘ওয়া ফিহা নুয়িদুকুম’ এবং

তৃতীয় বাব وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ‘ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা’ বলবে।

মৃতা যদি মহিলা হয় তাহলে এই দুআ বলবে।

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা আদখিলনাল জান্নাতা বিরহমাতিকা

মাসয়ালা:-কবরের উপর বসা,শোয়া,হাঁটা,পায়খানা,প্রসাব করা হারাম। কবরস্থানের মধ্যে দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরী করা হলে ,সেটা দিয়ে চলাফেরা নাজায়েজ। নতুন রাস্তা হওয়া জানা থাকুক কিংবা ধারণায় থাকুক।[৩]

১.আলমগিরী ১ম খন্ড ১৬৬ পৃ:
২.দুররে মুখতার ১ম খন্ড ৮৩৬ পৃ
৩.আলমগিরী,দুররে মুখতার,বাহারে শরীয়ত,কানুনে শরীয়ত ১৭৩ পৃ:

কালেমা সমূহ

কালেমা তাইয়েবাহ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

উচ্চারণ:-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

অর্থ:-আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল।

কালেমা শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

উচ্চারণ:-আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু ।

অর্থ:-আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে. আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল।

কালেমা তামজীদ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ و لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه و اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَا وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ:-সুবহা নাল্লাহি ওয়াল্ হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিইল্ আজিম।

অর্থ :-আল্লাহ তায়ালা পবিত্র , সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই,তিনি সর্বাপেক্ষা মহান এবং শক্তি ও ক্ষমতা দাতা , একমাত্র তিনিই সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ।

ঈমানে মুফাস্সাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَ شَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

উচ্চারণ:-আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী অল ইয়াও মিল আখিরি অল ক্বদরি খয়রিহী ওয়া শার্‌রিহী মিনাল্লাহি তায়ালা ওয়াল বাসি বাদাল মাওত।

অর্থ:-আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ্‌র উপর,তাঁর ফেরেশতাকুলের উপর, তাঁর কিতাবাদির উপর,তাঁর রাসুলগণের উপর,ক্বিয়ামত দিবসের উপর, তাকদীরের উপর -যার ভাল-মন্দ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, আর মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর।

ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَ صِفَاتِهٖ وَ قَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَ اَرْكَانِهٖ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ

উচ্চারণ:-আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআস্মা ইহী ওয়া সিফাতিহী ওয়া কাবিলতু জামিয়া আহ্কামিহী। ইকরারুন বিললিসান ওয়া তাসদিকুন বিল ক্বালব।

অর্থ:-আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলাম ,যেভাবে তিনি নিজের নাম সমূহও আপন গুণাবলীর সাথে আছেন এবং আমি তাঁর সমস্ত বিধি বিধানকে মৌখিক স্বীকৃতি সহকারে ও অন্তরের সত্যায়নের মাধ্যমে মেনে নিলাম ।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তাসবীহ সমুহ:

ফজরের নামাজের পর ‘‘ইয়া আজীজু ,ইয়া আল্লাহ’’। জোহরের নামাজের পর ‘‘ইয়া কারীমু ,ইয়া আল্লাহ্’’। আসরের নামাজের পর ‘‘ইয়া জাব্বারু ,ইয়া আল্লাহ্’’ । মাগরীবের নামাজের পর ‘‘ইয়া সাত্তারু ,ইয়া আল্লাহু’’। এশার নামাজের পর ‘‘ইয়া গাফ্ফারু, ইয়া আল্লাহু’’।

বি:দ্র:–এই তাসবীহ গুলি ১০০ বার করে এবং আগে ও পরে তিন বার করে দরুদ শরীফ পড়তে হবে।

কয়েক প্রকার দরুদ শরীফ

দরুদে গাওসিয়া

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ وَ الْكَرَمِ وَ اٰلِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন মা দীনিল জুদে ওয়াল কারাম ওয়া আলিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

দরুদে রেজবীয়া

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ صَلٰوةً وَّ سَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه

উচ্চারণ:-সাল্লাল্লাহু আলা ন্নাবী ইল উম্মিয়ী ওয়া আলিহী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতাঁও ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ।

দরুদে আলা হযরত

اَللّٰهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَيْهِ وَ سَلِّمْ نَحْنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَيْهِ وَ سَلِّمْ

উচ্চারণ:-আল্লাহু রব্বু মোহাম্মাদিন সল্লা আলাইহি ওয়া সাল্লামা,নাহনু ইবাদু মোহাম্মাদিন সল্লা আলাইহি ওয়া সাল্লামা।

দরুদে মুফতীয়ে আযাম

اَللّٰهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَيْهِ وَ سَلِّمْ وَ عَلٰى ذَوِيْهِ وَ اٰلِهٖ اَبَدَ الدُّهُوْرِ وَ كَرِّمْ

উচ্চারণ:-আল্লাহু রব্বু মোহাম্মাদিন সল্লা আলাইহি ওয়া সাল্লামা,ওয়া আলা যাবিহী ওয়া আলিহী আবাদাদ্ দুহুরে ওয়া কার্‌রামা।

দরুদে তাজ

دُرُوْدِ تَاج

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ دَافِعِ الْبَلَآءِ وَالْوَبَآءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْاَلَمِ اِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ مَّرْفُوْعٌ مَّشْفُوْعٌ مَّنْقُوْشٌ فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ مُّعَطَّرٌ مُّطَهَّرٌ مُّنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَ الْحَرَمِ شَمْسِ الضُّحٰى بَدْرِ الدُّجٰى صَدْرِ الْعُلٰى نُوْرِ الْهُدٰى كَهْفِ الْوَرٰى مِصْبَاحِ الظُّلَمِ جَمِيْلِ الشِّيَمِ شَفِيْعِ الْاُمَمِ صَاحِبِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاللّٰهُ عَاصِمُهٗ وَجِبْرِيْلُ خَادِمُهٗ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهٗ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهٗ وَ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهٗ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهٗ وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهٗ وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهٗ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ اَنِيْسِ الْغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ رَاحَةِ الْعَاشِقِيْنَ مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ مُحِبِّ الْفُقَرَآءِ وَالْغُرَبَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَسِيْلَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلٰنَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ اَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ نُوْرٌ مِّنْ نُّوْرِ اللّٰهِ يَاَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়েদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন সাহেবে তাজে ওয়াল মিরাজে ওয়াল বুরাকে ওয়াল আলাম, দাফিয়ে বালায়ে ওয়াল ওবায়ে ওয়াল কাহতে ওয়াল মারাজে ওয়াল আলাম , ইসমুহু মাকতুবুম মারফুউম মাশফুউম মানকুসুন ফিল লাওহে ওয়াল

কালামে , সাইয়েদিল আরাবে ওয়াল আযাম,জিসমুহু মুকাদ্দাসুন মুয়াত্তারুন মুতাহ্হারুন মুনাওয়ারুন ফিল বায়তে ওয়াল হারাম । শামসুদ দোহা বাদরিদ্ দোজা সাদরিল উলা নুরিল হুদা কাহফিল ওয়ারা মিসবাহিয্ যুলামে জামিলিশ্ শিয়াম শাফিইল উমাম সাহিবিল জুদে ওয়াল কারাম । ওয়াল্লাহু আসিমুহু ওয়া জীবরীলো খাদিমুহু ওয়াল বুরাক্বু মারকুবুহু ওয়াল মেরাজু সাফারুহু ওয়া সিদ্রাতুল মুনতাহা মাকামুহু ওয়া কাবা কাওসাইনে মাত্লুবুহু ওয়া মাত্লুবু মাক্বসুদুহু মাওজুদুহু সাইয়েদিল মুরসালিনা খাতিমীন নাবিইনা শাফীইল মুজনিবীনা আনিসিল গারিবীন্ রাহমাতুল্লিল্ আলামীনা রাহাতিল আশিক্বীনা মুরাদিল মুস্তাক্বীমা শামসিল আরিফিনা সিরাজিস সালেকীনা মিসবাহিল মুকাররাবিনা মুহিব্বিল ফুকারায়ি ওয়াল মাসাকিনা সাইয়েদিস্ সাকালাইনে নাবিইল হারামাইনে ইমামিল ক্বিবলাতাইনে ওয়সিলাতিনা ফিদ্ দারাইনে সাহিবি ক্বাবা কাওসাইনে মাহবুবে রাব্বিল মাশরিকাইনে ওয়া রাব্বিল মাগরিবাইনে জাদ্দিল হাসান ওয়াল হুসাইনে মাওলানা ওয়া মাওলাস্ সাকালাইনে আবিল কাসিমে মুহাম্মাদ ইবনে আবদ্দিল্লাহি নুরিম্মিন নুরিল্লাহি । ইয়া আইয়োহাল মুশতাক্বুনা বিনুরি জামালিহী সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা।

দরুদে তুনজিনা

دُرُوْدِ تُنْجِيْنَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّاٰتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرٰتِ فِي الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়েদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়েদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন সালাতান তুনজিনা বিহা মিন জামিইল আহওয়ালে ওয়াল আফাত ওয়া তাক্বদি লানা বিহা জামিইল হাযাত ওয়া তুতাহ্হিরুনা বিহা মিন জামিইস সাইয়্যিয়াতি ওয়া তারফাউনা বিহা ইন্দাকা আলাদ্ দারাজাতি ওয়া তুবাল্লিগুনা বিহা আক্বসাল গায়াতি মিন জামিইল খায়রাতি ফিল হায়াত্তি ওয়া বাআদাল মামাতি , ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

তাসবীহে ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)

সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আক্বার৩৩বার, সব মিলে ৯৯ বার হলে শেষে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির। একবার পাঠ করে ১০০ পূর্ণ করতে হবে।

ফযীলত:-পাঠ কারীর গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনার পরিমানও হয়,তাহলে তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[১]

আজই সংগ্রহ করুন নামায সম্পর্কে
সংক্ষিপ্ত বই
নুরী নামায শিক্ষা

১.মুসলিম শরীফ হাদিস নং ৫৯৭

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া

খাবার খাওয়ার দোয়া

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ .

উচ্চারণ:-বিস্‌মিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ।

খাবার শেষে দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

উচ্চারণ:-আল্‌হামদু লিল্লাহি ল্লাযী আত্‌ আমানা ওয়া সাক্কানা ওয়া জাআলানা মিনা মুস্‌লিমিন।

অন্য কারও বাড়িতে খাবার খেলে

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَّنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ.

উচ্চারণ:-আল্লাহুমা আতইম মান আতআমানি ওয়াস্‌কি মান সাক্কানি।

বাড়ি হতে বের হওয়ার দোয়া

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ .

উচ্চারণ:-বিসমিল্লাহি তাওয়াকাল্লাতু আলাল্লাহি।

কাপড় পরিধানের সময় দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِيْ مَآ اُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيَاتِيْ.

উচ্চারণ:-আল্‌হামদু লিল্লাহি ল্লাযি কাসানি মা উয়ারিয়া বিহি আওরাতি ওয়াজ মাল বিহি ফি হায়াতি।

আয়না দেখার সময় দোয়া

اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ.

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা কামা হাস্সানতা খালক্বী ফা হাস্‌সিন খুলুক্বী।

খারাপ নজর থেকে হেফাজতের দোয়া

مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ .

উচ্চারণ:-মা' শা আল্লাহু লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ ।

ঘুমানোর পূর্বের দোয়া

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا.

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমতু ওয়া আহইয়া।

ঘুম থেকে উঠার পর পড়ার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণ:-আলহামদু লিল্লাহি ল্লাযী আহইয়ানা বা-দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর ।

শাবে বরাত ও শাবে ক্বদরে পড়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ يَا غَفُوْرُ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওউ তুহিব্বুল আফউয়া ফা-ফু আন্নি ইয়া গাফুব।

অসুস্থ কিংবা পিড়ীত ব্যাক্তিকে দেখে পড়ার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّنْ اِبْتَلَاكَ بِهٖ وَ فَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

উচ্চারণ:-আলহাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আফানি মিম্‌মাব তালাকা বিহী ওয়া ফাদ্বালানী আলা কাসিরীম মিম্‌মান খালাক্বা তাফদ্বীলা

সফরের উদ্দেশ্যে যানবাহনে আরোহনের দোয়া

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

উচ্চারণ-সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়া মা কুন্না লাহু মুক্বরিনিন, ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লা মুনক্বালিবুন।

সব ধরনের অনিষ্টতা থেকে হিফাজতের দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

উচ্চারণ:-বিসমিল্লাহিল্লাজী লা ইয়া দুরু মায়াসমিহি শাইয়ুন ফিল আরদি , ওয়া লা ফিস সামায়ি ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম।

অর্থ:- আল্লাহর নামে, যার নামের বরকতে আসমান ও জমীনের কোন কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

মাসজিদে প্রবেশের দোয়া

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মাফ্ তাহলি আবওয়াবা রহমাতিক।

মাসজিদ থেকে বের হবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ:-আল্লাহুমা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদ্লিকা ওয়া রহমাতিক।

সকল প্রকার মনের অভিলাষ পূর্ণ হওয়ার দোয়া

''হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়া কীল্'' সাড়ে চারশো বার এবং দুয়াটি শুরু ক্বরার পূর্বে ও পরে ১১ বার দরুদ শরীফ পাঠ করতে হবে।

ক্বাসীদা বুরদা

ইমাম শরফুদ্দিন বুসিরী রাদিয়াল্লাহু আনহু

উচ্চারণ:-

مَوْلَايَ صَلِّ وَ سَلِّمْ دَآئِماً اَبَداً
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

মাওলা ইয়া সাল্লে ওয়া সাল্লিম দায়েমান আবাদা,আলা হাবিবেকা খাইরিল খালক্বে কুল্লিহীমী।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُنْشِى الْخَلْقَ مِنْ عَدَمٍ
ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِى الْقَدَمِ

আলহামদু লিল্লাহি মুনশীল খালকে মিন আদামে,সুম্মা সলাতু আলাল মুখতারি ফিল ক্বদামি।

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَ الثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَّ مِنْ عَجَمِ

মুহাম্মাদুন সাইয়ে দুল কওনাইনে ওয়া সাকালাইন,ওয়াল ফারিকাইনি মিন আরবেঁও ওয়া মিন আজমী।

هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِىْ تُرْجٰى شَفَاعَتُهٗ
لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الْاَهْوَالِ مُقْتَحِمِ

হুয়াল হাবিবীবু ল্লাযী তুরজা শাফায়াতুহু লি কুল্লি হাওলিম মিনাল আহওয়ালে মুকতাহিমী।

فَاِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَ ضَرَّتَهَا
وَ مِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ

ফা ইন্না মিন জুদিকা দুনিয়া ওয়া দার্রাতাহা ওয়া মিন উলুমিকা ইলমাল লৌহে ওয়াল ক্বালামে।

ثُمَّ الرِّضَا عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَ عَنْ عُمَرَ
وَ عَنْ عَلِىٍّ وَ عَنْ عُثْمَانَ ذِى الْكَرَمِ

সুম্মার রেদা আন আবি বাকরিন ওয়া আন উমারা ওয়া আন আলিই উ ওয়া আন উসমানা যিল কারামে।

يَارَبِّ بِالْمُصْطَفٰى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا
وَاغْفِرْلَنَا مَا مَضٰى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ

ইয়া রাব্বি বিল মুস্তাফা বাল্লিগ মাকাসিদানা ওয়াগ ফির লানা মা মাযা ইয়া ওসিআল কারামি।

সালাম

আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু

মুস্তাফা জানে রাহমাত পে লাখোঁ সালাম,
শাময়ে বাযমে হেদায়েত পে লাখোঁ সালাম ।
শাহরে ইয়ারে ইরাম তাজদারে হারাম ,
নাওবা হারে শাফায়াত পে লাখোঁ সালাম।
দুর ও নাজদিক কে সুন্নে ওয়ালে ওহ কান,
কানে লাআলে কারামাত পে লাখোঁ সালাম।
জিস তরফ উঠ গেয়ী দাম মে দাম আগেয়া,
উস নিগাহে ইনায়াত পে লাখোঁ সালাম।
জিস্ সু হানী ঘড়ী চামকা তাইবা কা চাঁদ,
উশ দিল আফরোজে সাআত পে লাখোঁ সালাম।
হাম গরীবোকে আক্বাপে বেহাদ দরুদ,
হাম ফকীরো কী সারওয়াত পে লাখোঁ সালাম।
জিনকে সেজদে কো মেহরাবে কাবা ঝুকী,
উন ভুওকী লাতাফাত পে লাখোঁ সালাম।
ওহ যোবা জিস কো সাব কুন কী কুঞ্জি ক্যহে,
উস কী নাফিয হুকুমাত পে লাখোঁ সালাম।
ওহ দেহান জিস কী হার বাত ওহই খোদা,
চাশমায়ে ইলম ও হিকমাত পে লাখোঁ সালাম।
কাশ মাহশার মে জাব উনকী আমাদ হো আওয়ার ,
ভেজে সাব উন কী শাওকাত কে লাখোঁ সালাম।
গওস খাজা রাজা হামিদ ও মুস্তাফা ,
পাঞ্জগঞ্জে বেলায়াত পে লাখোঁ সালাম।
ডালদি ক্বালব্ মে আজমাতে মুস্তাফা ,
সাইয়িদী আলা হযরাত পে লাখোঁ সালাম।
মুঝসে খিদমাত কে কুদসী কাহে হা রেজা ,
মুস্তাফা জানে রাহমাত পে লাখোঁ সালাম।

জুমার খোৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَنَتُوْبُ اِلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يَّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ .وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَعَظِيْمَنَا وَ قَائِدَنَا وَقُرَّةَ اِعْيَنِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَ صَفِيُّهٗ وَ حَبِيْبُهٗ صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ,اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَيِّدِيْ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ .اِخْوَةُ الْاِيْمَانِ اِعْلَمُوْا اَنَّنَا نُعَظِّمُ وَ نُحِبُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ مُخَالِفَةٍ كَمَا جَاءَ فِى شَرْعِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنَّ مُحَبَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلِّفِيْنَ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .وَلَمَّا قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَنْتَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا مِنْ نَفْسِي

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاوَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهٖ
حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ.فَقَالَ عُمَرُ : فَاِنَّهُ الْآنَ
وَاللّٰهِ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِي .فقَالَ النَّبِيُّ: اَلآن يَا
عُمَرُ.اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ وَ نَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ
الرَّحْمَةِ , يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ نَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّنَا فِي قَضَاءِ
حَوَائِجِناَ مِنَ الْخَيْرِ وَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِي وَ لَكُمْ.

= الخطبة الثانية =

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَنَتُوْبُ اِلَيْهِ وَ نَعُوْذُ
بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه
وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَعَظِيْمَنَا وَ
قَائِدَنَا وَقُرَّةَ اِعْيُنِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَ صَفِيُّهٗ وَ حَبِيْبُهٗ

صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ.اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ
يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ
وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ
يُصَلِّ عَلَيْهِ . اَللّٰهُ رَبُّ مُحَمَّدٌ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَا وَ عَلٰى ذَوِيْهِ وَ
اٰلِهٖ اَبَدَ الدُّهُوْرِ وَ كَرَّمَا.عِبَادَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِا لْعَدْلِ وَ
الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ
الْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلٰى وَ اَوْلٰى
وَاَعَزُّ وَاَجَلُّ وَ اَتَمُّ وَ اَهَمُّ وَ اَكْبَرُ

....

বিবাহের খোৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَ
نُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ
اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ
اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ
اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ
خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ
الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا
يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ
وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ
مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ
مِنِّيْ صَدَقَ اللّٰهُ وَصَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

خطبہ اولیٰ عید الفطر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَمَا حَمِدَهُ الْاَنْبِيَآءُ وَالْمُرْسَلُوْنَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَعِبَادُهُ الصَّالِحُوْنَ وَخَيْرًا مِّنْ كُلِّ ذٰلِكَ كَمَا حَمِدَ نَفْسَهٗ فِيْ كِتَابِهِ الْمَكْنُوْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَاَفْضَلُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِ اللّٰهِ وَقَاسِمِ رِزْقِ اللّٰهِ وَزِيْنَةِ عَرْشِ اللّٰهِ نَبِيِّ الْاَنْبِيَآءِ حَبِيْبِ رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ الَّذِيْ كَانَ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الطِّيْنِ وَالْمَآءِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَسِيْلَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ

وَالْحُسَيْنِ ○ دُرِّ اللّٰهِ الْمَكْنُوْنِ ○ سِرِّ اللّٰهِ الْمَخْزُوْنِ عَالِمِ مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ ○ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ○ مَعْدَنِ اَنْوَارِ اللّٰهِ وَمَخْزَنِ اَسْرَارِ اللّٰهِ ○ نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا وَمَوْلَانَا وَمَلْجَانَا وَمَاوٰنَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَعَلٰٓى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَاَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ○ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اِلٰهًا وَّاحِدًا اَحَدًا ○ لِلذُّنُوْبِ غَفَّارًا ○ وَلِلْعُيُوْبِ سَتَّارًا ○ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ○ اَرْسَلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط اَمَّا بَعْدُ

فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ رَحِمَنَا وَرَحِمَكُمُ اللهُ إِعْلَمُوا
أَنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ يَوْمٌ يَتَجَلّٰى فِيهِ رَبُّكُمْ
بِاسْمِهِ الْكَرِيمِ ۝ وَيَغْفِرُ لِلصَّائِمِينَ ۝ اَلَا وَلِلصَّائِمِ
فَرْحَتَانِ ۝ فَرْحَةٌ عِنْدَ الْإِفْطَارِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ
الرَّحْمٰنِ ۝ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ ط لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ
وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَلَا اِنَّ نَبِيَّكُمْ
صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَوْجَبَ عَلَيْكُمْ فِي
هٰذَا الْيَوْمِ عَلٰى كُلِّ مَنْ يَّمْلِكُ النِّصَابَ فَاضِلًا
عَنِ الْحَاجَةِ الْاَصْلِيَّةِ عَنْ نَّفْسِهٖ وَعَنْ صِغَارِ
ذُرِّيَّتِهٖ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ
مِّنْ بُرٍّ اَوْ زَبِيْبٍ ط فَاَدُّوْهَا طَيِّبَةً بِهَا اَنْفُسُكُمْ
تَقَبَّلَهَا اللهُ وَالصِّيَامَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَمِنْ اَهْلِ
الْاِسْلَامِ ط اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ
وَاللهُ اَكْبَرُ ط اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَلَا
وَاِنَّ رَبَّكُمْ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَتْرُكُوْهَا

وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا اَلَا وَاِنَّ نَبِيَّكُمْ
صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ لَكُمْ سُنَنَ
الْهُدٰى فَاسْلُكُوْهَا اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ
اَمَّا بَعْدُ فَيَا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ رَحِمَنَا وَرَحِمَكُمُ
اللهُ تَعَالٰى اُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ
فِي السِّرِّ وَالْاِعْلَانِ فَاِنَّ التَّقْوٰى سَنَامُ ذُرَى
الْاِيْمَانِ ط وَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَّحَجَرٍ
وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ط وَاَنَّ اللهَ
تَعَالٰى لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ط وَاقْتَفُوْا اٰثَارَ
سُنَنِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللهِ تَعَالٰى
وَسَلَامُهٗ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ ط فَاِنَّ السُّنَنَ
هِيَ الْاَنْوَارُ ط وَزَيِّنُوْا قُلُوْبَكُمْ بِحُبِّ هٰذَا النَّبِيِّ
الْكَرِيْمِ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيْمِ
فَاِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْاِيْمَانُ كُلُّهٗ ط اَلَا لَا اِيْمَانَ لِمَنْ

لَا مَحَبَّةَ لَهٗ ط اَلَا لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا مَحَبَّةَ لَهٗ ط اَلَا
لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا مَحَبَّةَ لَهٗ ط رَزَقَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَ
اِيَّاكُمْ حُبَّ حَبِيْبِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ
اَكْرَمُ الصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِيْمِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى
وَاسْتَعْمَلَنَا وَاِيَّاكُمْ بِسُنَّتِهٖ ط وَحَيَّانَا وَاِيَّاكُمْ
عَلٰى مَحَبَّتِهٖ ط وَتَوَفَّانَا وَاِيَّاكُمْ عَلٰى مِلَّتِهٖ ط وَحَشَرَنَا
وَاِيَّاكُمْ فِيْ زُمْرَتِهٖ ط وَسَقَانَا وَاِيَّاكُمْ مِّنْ شَرْبَتِهٖ
شَرَابًا هَنِيْئًا مَّرِيْئًا سَآئِغًا لَّا نَظْمَأُ بَعْدَهٗ اَبَدًا وَ
اَدْخَلَنَا وَاِيَّاكُمْ فِيْ جَنَّتِهٖ ط بِمَنِّهٖ وَرَحْمَتِهٖ ط وَ
كَرَمِهٖ وَرَأْفَتِهٖ ط اِنَّهٗ هُوَ الرَّءُوْفُ الرَّحِيْمُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبِرُّ لَا يَبْلٰى وَالذَّنْبُ
لَا يُنْسٰى وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوْتُ ط اِعْمَلْ مَا شِئْتَ
كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ ط اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ

الرَّجِيْمِ ط فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ط
وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ
اَكْبَرُ ط وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ
فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ط وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ
وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ط اِنَّهٗ تَعَالٰى مَلِكٌ كَرِيْمٌ جَوَّادٌ
بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ط اَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ
اللّٰهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَآئِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ط
وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ
الرَّحِيْمُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

خطبہ ثانیہ برائے عید الفطر و عید الاضحیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَ

نُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ
لَهٗ ط وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ط وَنَشْهَدُ اَنْ
لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ
سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ط
بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ اَرْسَلَهٗ ط صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ
بَارَكَ وَسَلَّمَ اَبَدًا ط لَاسِيَّمَا عَلَى اَوَّلِهِمْ بِالتَّصْدِيْقِ
اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَبِيْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ
تَعَالٰى عَنْهُ وَعَلٰٓى اَعْدَلِ الْاَصْحَابِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ
اَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى
عَنْهُ وَعَلٰى جَامِعِ الْقُرْاٰنِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَبِيْ
عَمْرٍو عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ
وَعَلٰٓى اَسَدِ اللّٰهِ الْغَالِبِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَبِي الْحَسَنِ
عَلِيِّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ ط كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْمَ

marfat.com

وَعَلٰٓى اَبْنَيْهِ الْكَرِيْمَيْنِ السَّعِيْدَيْنِ الشَّهِيْدَيْنِ
سَيِّدَيْنَا اَبِيْ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ وَاَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ
الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ط وَعَلٰٓى اُمِّهِمَا
سَيِّدَةِ النِّسَاءِ الْبَتُوْلِ الزَّهْرَآءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ
تَعَالٰى وَسَلَامُهٗ عَلٰٓى اَبِيْهَا الْكَرِيْمِ وَعَلَيْهَا وَعَلٰى
بَعْلِهَا وَاَبْنَيْهَا وَعَلٰى عَمَيْهِ الشَّرِيْفَيْنِ الْمُطَهَّرَيْنِ
مِنَ الْاَدْنَاسِ سَيِّدَيْنَا اَبِيْ عُمَارَةَ حَمْزَةَ وَاَبِي
الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا وَعَلٰى
سَائِرِ فِرَقِ الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ ط وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا
اَهْلَ التَّقْوٰى وَاَهْلَ الْمَغْفِرَةِ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ
اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَّصَرَ دِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰينَا مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ رَبَّنَا يَا مَوْلَانَا وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْذُلْ
مَنْ خَذَلَ دِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ

تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَبَارَكَ
وَسَلَّمَ رَبَّنَا يَامَوْلٰنَا وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ ط اَللّٰهُ
اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ
اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ
ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ
تَعَالٰى اَعْلٰى وَاَوْلٰى وَاَجَلُّ وَاَعَزُّ وَاَتَمُّ وَاَهَمُّ
وَاَعْظَمُ وَاَكْبَرُ ط

নামাযের সময়সূচী
(কলকাতার সময়ানুসারে)

জানুয়ারী, পৌষ, মাঘ

তারিখ ইং জানু	তারিখ বাং পৌষ / মাঘ	সেহরী শেষ ফযর আরম্ভ	সূর্যোদয় বা ফযর শেষ	ইশরাক নামায আরম্ভ	চাশত নামায আরম্ভ	দুপুরে জোয়াল নামায নিষিদ্ধ	যোহর বা জুমআ আরম্ভ	আসর নামায আরম্ভ	আসর নামায শেষ	সূর্যাস্ত, ইফতার ও মাগরিব আরম্ভ	আওয়াবিন শেষ, ইশা আরম্ভ	মধ্যরাত্রি বা তাহাজ্জুদ আরম্ভ
1	16	4-51	6-16	6-36	8-58	11-40	12-02	3-27	5-00	5-08	6-23	11-00
2	17	4-51	6-17	6-37	8-59	11-40	12-02	3-28	5-01	5-09	6-24	11-00
3	18	4-51	6-17	6-37	8-59	11-41	12-03	3-29	5-01	5-09	6-24	11-00
4	19	4-52	6-17	6-37	8-59	11-41	12-03	3-29	5-02	5-10	6-25	11-01
5	20	4-52	6-18	6-38	9-00	11-42	12-04	3-30	5-03	5-11	6-25	11-02
6	21	4-52	6-18	6-38	9-00	11-42	12-04	3-31	5-04	5-12	6-26	11-02
7	22	4-52	6-18	6-38	9-01	11-43	12-04	3-31	5-05	5-13	6-27	11-03
8	23	4-53	6-18	6-38	9-01	11-43	12-05	3-32	5-05	5-13	6-27	11-03
9	24	4-53	6-18	6-38	9-01	11-44	12-06	3-33	5-06	5-14	6-28	11-04
10	25	4-53	6-18	6-38	9-01	11-44	12-06	3-33	5-07	5-15	6-29	11-04
11	26	4-53	6-19	6-39	9-02	11-45	12-07	3-34	5-07	5-15	6-29	11-04
12	27	4-54	6-19	6-39	9-02	11-45	12-07	3-35	5-08	5-16	6-30	11-05
13	28	4-54	6-19	6-39	9-02	11-45	12-07	3-36	5-09	5-17	6-30	11-06
14	29	4-54	6-19	6-39	9-03	11-46	12-08	3-36	5-10	5-18	6-31	11-06
15	মাঘ	4-54	6-19	6-39	9-03	11-46	12-08	3-37	5-10	5-18	6-31	11-06
16	2	4-54	6-19	6-39	9-03	11-46	12-09	3-38	5-10	5-18	6-32	11-07
17	3	4-54	6-19	6-39	9-03	11-47	12-09	3-38	5-11	5-19	6-33	11-07
18	4	4-55	6-19	6-39	9-03	11-47	12-09	3-39	5-12	5-20	6-33	11-07
19	5	4-55	6-19	6-39	9-03	11-47	12-10	3-40	5-13	5-21	6-34	11-08
20	6	4-55	6-18	6-38	9-03	11-48	12-10	3-41	5-13	5-21	6-34	11-08
21	7	4-55	6-18	6-38	9-03	11-48	12-10	3-41	5-14	5-22	6-35	11-08
22	8	4-55	6-18	6-38	9-03	11-49	12-11	3-42	5-15	5-23	6-36	11-09
23	9	4-52	6-18	6-38	9-04	11-49	12-11	3-43	5-15	5-23	6-36	11-09
24	10	4-54	6-18	6-38	9-04	11-49	12-11	3-43	5-16	5-24	6-37	11-09
25	11	4-54	6-18	6-38	9-04	11-49	12-11	3-44	5-17	5-25	6-37	11-10
26	12	4-54	6-17	6-37	9-04	11-49	12-11	3-45	5-18	5-26	6-38	11-10
27	13	4-54	6-17	6-37	9-04	11-49	12-11	3-45	5-18	5-26	6-39	11-10
28	14	4-54	6-17	6-37	9-04	11-49	12-11	3-46	5-19	5-27	6-39	11-11
29	15	4-53	6-17	6-37	9-04	11-50	12-12	3-47	5-19	5-27	6-40	11-11
30	16	4-53	6-16	6-36	9-04	11-50	12-12	3-47	5-20	5-28	6-40	11-11
31	17	4-53	6-16	6-36	9-04	11-50	12-12	3-47	5-21	5-29	6-41	11-11

ফেব্রুয়ারী ,মাঘ,ফাল্গুন,

তারিখ		সেহেরী শেষ ফযর আরম্ভ	সূর্যদয় বা ফযর শেষ	ইশরাক নামায আরম্ভ	চাশ্ত নামায আরম্ভ	দুপুরে জোহাল নামায নিষিদ্ধ	যোহর বা জুমআ আরম্ভ	আসর নামায আরম্ভ	আসর নামায শেষ	সূর্যাস্ত, ইফতার ও মাগরিব আরম্ভ	আওয়াবিন শেষ, ইশা আরম্ভ	মধ্যরাত্রি বা তাহাজ্জুদ আরম্ভ
ইং ফেব্রু	বং মাঘ ফাল্গুন											
1	18	4-52	6-15	6-35	9-03	11-50	12-12	3-48	5-21	5-29	6-41	11-11
2	19	4-52	6-15	6-35	9-03	11-50	12-12	3-49	5-22	5-30	6-42	11-11
3	20	4-52	6-15	6-35	9-03	11-50	12-12	3-50	5-23	5-31	6-42	11-12
4	21	4-52	6-14	6-34	9-02	11-50	12-12	3-50	5-24	5-32	6-43	11-12
5	22	4-51	6-14	6-34	9-02	11-50	12-13	3-51	5-25	5-33	6-43	11-12
6	23	4-51	6-13	6-33	9-02	11-51	12-13	3-51	5-25	5-33	6-44	11-12
7	24	4-51	6-13	6-33	9-02	11-51	12-13	3-52	5-26	5-34	6-44	11-12
8	25	4-50	6-12	6-32	9-02	11-51	12-13	3-53	5-26	5-34	6-45	11-12
9	26	4-50	6-12	6-32	9-01	11-51	12-13	3-53	5-27	5-35	6-45	11-12
10	27	4-49	6-11	6-31	9-01	11-51	12-13	3-54	5-28	5-36	6-46	11-12
11	28	4-49	6-11	6-31	9-01	11-51	12-13	3-54	5-28	5-37	6-46	11-12
12	29	4-48	6-10	6-30	9-01	11-51	12-13	3-55	5-29	5-38	6-47	11-12
13	ফাল্গুন	4-48	6-10	6-30	9-01	11-51	12-13	3-55	5-30	5-38	6-47	11-12
14	2	4-47	6-09	6-29	9-00	11-51	12-13	3-56	5-30	5-39	6-48	11-12
15	3	4-46	6-08	6-28	9-00	11-51	12-13	3-56	5-30	5-39	6-49	11-12
16	4	4-46	6-08	6-28	9-00	11-51	12-13	3-57	5-31	5-39	6-50	11-12
17	5	4-45	6-07	6-27	8-59	11-51	12-13	3-57	5-31	5-39	6-50	11-12
18	6	4-45	6-06	6-26	8-59	11-51	12-13	3-58	5-31	5-39	6-50	11-12
19	7	4-44	6-06	6-26	8-58	11-50	12-12	3-58	5-32	5-40	6-51	11-12
20	8	4-43	6-05	6-25	8-58	11-50	12-12	3-59	5-32	5-40	6-51	11-12
21	9	4-43	6-04	6-24	8-57	11-50	12-12	3-59	5-33	5-41	6-52	11-12
22	10	4-42	6-04	6-24	8-57	11-50	12-12	3-59	5-33	5-41	6-52	11-12
23	11	4-41	6-03	6-23	8-57	11-50	12-12	4-00	5-34	5-42	6-53	11-12
24	12	4-41	6-02	6-22	8-56	11-50	12-12	4-00	5-34	5-42	6-53	11-12
25	13	4-40	6-01	6-21	8-56	11-50	12-12	4-00	5-35	5-43	6-53	11-12
26	14	4-39	6-01	6-21	8-55	11-50	12-11	4-01	5-35	5-43	6-54	11-11
27	15	4-38	6-01	6-21	8-55	11-49	12-11	4-01	5-36	5-44	6-54	11-11
28	16	4-38	6-00	6-20	8-55	11-49	12-11	4-01	5-36	5-44	6-54	11-11
29	+	4-37	5-59	6-19	8-54	11-49	12-11	4-02	5-37	5-45	6-54	11-11

মার্চ ,ফাল্গুন,চৈত্র

তারিখ		সেহেরী শেষ ফযর আরম্ভ	সূর্যদয় বা ফযর শেষ	ইশরাক নামায আরম্ভ	চাশ্ত নামায আরম্ভ	দুপুরে জোয়াল নামায নিষিদ্ধ	যোহর বা জুমআ আরম্ভ	আসর নামায আরম্ভ	আসর নামায শেষ	সূর্যাস্ত, ইফতার ও মাগরিব আরম্ভ	আওয়াবিন শেষ, ইশা আরম্ভ	মধ্যরাত্রি বা তাহাজ্জুদ আরম্ভ
ইং মার্চ	বং মাঘ ফাল্গুন চৈত্র											
1	17	4-37	5-58	6-18	8-54	11-49	12-11	4-02	5-37	5-45	6-54	11-11
2	18	4-37	5-57	6-17	8-54	11-49	12-11	4-02	5-37	5-45	6-55	11-11
3	19	4-36	5-56	6-16	8-53	11-49	12-11	4-02	5-38	5-46	6-55	11-11
4	20	4-35	5-55	6-15	8-52	11-48	12-10	4-03	5-38	5-46	6-55	11-11
5	21	4-35	5-54	6-14	8-51	11-48	12-10	4-03	5-38	5-46	6-56	11-11
6	22	4-34	5-54	6-14	8-51	11-48	12-10	4-03	5-39	5-47	6-56	11-10
7	23	4-32	5-53	6-13	8-51	11-48	12-10	4-03	5-39	5-47	6-56	11-10
8	24	4-31	5-52	6-12	8-50	11-47	12-09	4-04	5-40	5-48	6-57	11-10
9	25	4-31	5-51	6-11	8-49	11-47	12-09	4-04	5-40	5-48	6-57	11-10
10	26	4-30	5-50	6-10	8-49	11-47	12-09	4-04	5-41	5-49	6-58	11-10
11	27	4-29	5-49	6-09	8-48	11-47	12-09	4-04	5-41	5-49	6-58	11-09
12	28	4-28	5-48	6-08	8-47	11-46	12-08	4-04	5-41	5-49	7-59	11-09
13	29	4-27	5-47	6-07	8-47	11-46	12-08	4-05	5-42	5-50	7-59	11-09
14	30	4-26	5-47	6-07	8-47	11-46	12-08	4-05	5-42	5-50	7-59	11-08
15	চৈত্র	4-25	5-46	6-06	8-46	11-46	12-08	4-05	5-42	5-50	7-00	11-08
16	2	4-24	5-45	6-05	8-45	11-45	12-07	4-05	5-43	5-51	7-00	11-08
17	3	4-23	5-44	6-04	8-45	11-45	12-07	4-06	5-43	5-51	7-01	11-07
18	4	4-22	5-43	6-03	8-44	11-45	12-07	4-06	5-44	5-52	7-01	11-07
19	5	4-21	5-42	6-02	8-44	11-44	12-06	4-06	5-44	5-52	7-01	11-07
20	6	4-20	5-41	6-01	8-43	11-44	12-06	4-06	5-45	5-53	7-02	11-07
21	7	4-19	5-40	6-00	8-42	11-44	12-06	4-06	5-45	5-53	7-02	11-06
22	8	4-18	5-39	5-59	8-41	11-43	12-05	4-06	5-45	5-53	7-03	11-06
23	9	4-17	5-38	5-58	8-41	11-43	12-05	4-06	5-46	5-54	7-04	11-05
24	10	4-16	5-37	5-57	8-40	11-43	12-05	4-06	5-46	5-54	7-04	11-05
25	11	4-15	5-36	5-56	8-40	11-43	12-05	4-06	5-46	5-54	7-04	11-04
26	12	4-14	5-35	5-55	8-39	11-42	12-04	4-07	5-46	5-54	7-05	11-04
27	13	4-13	5-34	5-54	8-38	11-42	12-04	4-07	5-47	5-54	7-05	11-04
28	14	4-12	5-33	5-53	8-38	11-42	12-04	4-07	5-47	5-55	7-05	11-03
29	15	4-11	5-32	5-52	8-37	11-41	12-03	4-07	5-47	5-55	7-05	11-03
30	16	4-10	5-31	5-51	8-36	11-41	12-03	4-07	5-48	5-56	7-06	11-03
31	17	4-09	5-30	5-50	8-36	11-41	12-03	4-07	5-48	5-56	7-06	11-03

এপ্রিল ,চৈত্র,বৈশাখ

তারিখ ইং এপ্রিল	তারিখ বাং চৈত্র বৈশাখ	সেহেরী শেষ ফজর আরম্ভ	সূর্যদয় বা ফজর শেষ	ইশরাক নামায আরম্ভ	চাশত নামায আরম্ভ	দুপুরে জোয়াল নামায নিষিদ্ধ	যোহর বা জুম্‌আ আরম্ভ	আসর নামায আরম্ভ	আসর নামায শেষ	সূর্যাস্ত, ইফতার ও মাগরিব আরম্ভ	আওয়াবিন শেষ, ইশা আরম্ভ	মধ্যরাত্রি বা তাহাজ্জুদ আরম্ভ
1	18	4-08	5-29	5-49	8-35	11-41	12-03	4-07	5-48	5-56	7-07	11-02
2	19	4-07	5-28	5-48	8-34	11-40	12-02	4-07	5-49	5-57	7-07	11-02
3	20	4-06	5-27	5-47	8-34	11-40	12-02	4-07	5-49	5-57	7-08	11-02
4	21	4-05	5-26	5-46	8-33	11-40	12-02	4-07	5-49	5-57	7-08	11-01
5	22	4-04	5-26	5-46	8-33	11-39	12-01	4-07	5-50	5-58	7-09	11-01
6	23	4-03	5-25	5-45	8-32	11-39	12-01	4-07	5-50	5-58	7-09	11-01
7	24	4-02	5-24	5-44	8-32	11-39	12-01	4-07	5-51	5-59	7-09	11-01
8	25	4-01	5-23	5-43	8-31	11-38	12-00	4-07	5-51	5-59	7-10	11-01
9	26	4-00	5-22	5-42	8-30	11-38	12-00	4-07	5-51	5-59	7-10	11-01
10	27	3-59	5-21	5-41	8-30	11-38	12-00	4-07	5-52	6-00	7-10	11-00
11	28	3-58	5-20	5-40	8-29	11-38	12-00	4-07	5-52	6-00	7-11	10-59
12	29	3-57	5-19	5-39	8-28	11-37	11-59	4-07	5-52	6-00	7-11	10-59
13	30	3-56	5-18	5-38	8-28	11-37	11-59	4-07	5-53	6-01	7-12	10-58
14	চৈত্র	3-55	5-17	5-37	8-27	11-37	11-59	4-07	5-53	6-01	7-12	10-58
15	2	3-54	5-16	5-36	8-27	11-37	11-59	4-07	5-53	6-01	7-13	10-58
16	3	3-53	5-16	5-36	8-27	11-37	11-59	4-07	5-54	6-02	7-13	10-58
17	4	3-52	5-15	5-35	8-26	11-36	11-58	4-07	5-54	6-02	7-14	10-57
18	5	3-51	5-14	5-34	8-25	11-36	11-58	4-07	5-55	6-03	7-15	10-57
19	6	3-50	5-13	5-33	8-25	11-36	11-58	4-08	5-55	6-03	7-16	10-57
20	7	3-49	5-12	5-32	8-24	11-36	11-58	4-08	5-55	6-03	7-17	10-56
21	8	3-48	5-11	5-31	8-24	11-36	11-57	4-08	5-56	6-04	7-17	10-56
22	9	3-47	5-10	5-30	8-23	11-35	11-57	4-08	5-56	6-04	7-18	10-56
23	10	3-46	5-10	5-30	8-23	11-35	11-57	4-08	5-57	6-05	7-18	10-56
24	11	3-45	5-09	5-29	8-22	11-35	11-57	4-08	5-57	6-05	7-19	10-55
25	12	3-44	5-08	5-28	8-22	11-35	11-57	4-08	5-57	6-05	7-19	10-55
26	13	3-43	5-08	5-28	8-21	11-34	11-56	4-08	5-58	6-06	7-19	10-55
27	14	3-42	5-07	5-28	8-21	11-34	11-56	4-08	5-58	6-06	7-20	10-54
28	15	3-41	5-06	5-27	8-21	11-34	11-56	4-08	5-59	6-07	7-21	10-54
29	16	3-40	5-05	5-26	8-20	11-34	11-56	4-08	5-59	6-07	7-21	10-54
30	17	3-39	5-05	5-25	8-20	11-34	11-56	4-08	5-59	6-07	7-22	10-53

মে,বৈশাখ,জৈষ্ঠ্য

তারিখ ইং মে	তারিখ বাং বৈশাখ জৈষ্ঠ্য	সেহেরী শেষ ফজর আরম্ভ	সূর্যদয় বা ফজর শেষ	ইশরাক নামায আরম্ভ	চাশত নামায আরম্ভ	দুপুরে জোয়াল নামায নিষিদ্ধ	যোহর বা জুম্‌আ আরম্ভ	আসর নামায আরম্ভ	আসর নামায শেষ	সূর্যাস্ত, ইফতার ও মাগরিব আরম্ভ	আওয়াবিন শেষ, ইশা আরম্ভ	মধ্যরাত্রি বা তাহাজ্জুদ আরম্ভ
1	18	3-38	5-04	5-24	8-19	11-33	11-55	4-08	6-00	6-08	7-22	10-53
2	19	3-38	5-04	5-24	8-19	11-33	11-55	4-08	6-00	6-08	7-23	10-53
3	20	3-37	5-03	5-23	8-19	11-33	11-55	4-08	6-01	6-09	7-22	10-53
4	21	3-36	5-02	5-22	8-18	11-33	11-55	4-08	6-01	6-09	7-24	10-53
5	22	3-35	5-01	5-21	8-17	11-33	11-55	4-08	6-02	6-10	7-24	10-53
6	23	3-34	5-01	5-21	8-17	11-33	11-55	4-08	6-02	6-10	7-25	10-52
7	24	3-33	5-00	5-20	8-17	11-33	11-55	4-08	6-02	6-10	7-25	10-52
8	25	3-33	5-00	5-20	8-17	11-33	11-55	4-08	6-02	6-10	7-26	10-52
9	26	3-32	4-59	5-19	8-16	11-33	11-55	4-08	6-03	6-11	7-27	10-52
10	27	3-31	4-59	5-19	8-16	11-33	11-55	4-08	6-04	6-12	7-27	10-52
11	28	3-31	4-58	5-18	8-16	11-33	11-55	4-09	6-04	6-12	7-28	10-52
12	29	3-30	4-58	5-18	8-16	11-33	11-55	4-09	6-05	6-13	7-29	10-52
13	30	3-29	4-57	5-17	8-15	11-33	11-55	4-09	6-05	6-13	7-30	10-51
14	31	3-28	4-57	5-17	8-15	11-33	11-55	4-09	6-06	6-14	7-31	10-51
15	জৈষ্ঠ্য	3-27	4-56	5-16	8-15	11-33	11-55	4-09	6-06	6-14	7-32	10-51
16	2	3-27	4-56	5-16	8-15	11-33	11-55	4-09	6-07	6-15	7-32	10-51
17	3	3-26	4-55	5-15	8-14	11-33	11-55	4-09	6-07	6-15	7-33	10-51
18	4	3-26	4-55	5-15	8-14	11-33	11-55	4-09	6-07	6-15	7-33	10-51
19	5	3-25	4-55	5-15	8-14	11-33	11-55	4-09	6-08	6-16	7-34	10-51
20	6	3-25	4-55	5-14	8-14	11-33	11-55	4-09	6-08	6-16	7-34	10-51
21	7	3-24	4-55	5-14	8-14	11-33	11-55	4-10	6-09	6-17	7-35	10-51
22	8	3-24	4-55	5-13	8-13	11-33	11-55	4-10	6-09	6-17	7-36	10-51
23	9	3-23	4-55	5-13	8-13	11-33	11-55	4-10	6-10	6-18	7-36	10-51
24	10	3-23	4-55	5-13	8-13	11-33	11-55	4-10	6-11	6-18	7-37	10-51
25	11	3-23	4-55	5-13	8-13	11-33	11-55	4-10	6-11	6-19	7-38	10-51
26	12	3-22	4-55	5-12	8-13	11-33	11-55	4-10	6-11	6-19	7-38	10-51
27	13	3-22	4-55	5-12	8-13	11-33	11-55	4-11	6-11	6-19	7-39	10-51
28	14	3-21	4-55	5-12	8-13	11-33	11-55	4-11	6-12	6-20	7-40	10-51
29	15	3-21	4-55	5-12	8-13	11-33	11-55	4-11	6-13	6-21	7-41	10-51
30	16	3-21	4-55	5-11	8-13	11-34	11-56	4-11	6-13	6-21	7-41	10-51
31	17	3-20	4-55	5-11	8-13	11-34	11-56	4-11	6-13	6-21	7-41	10-51

জুন,জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়

তারিখ		সেহেরী শেষ ফযর আরম্ভ	সূর্যোদয় বা ফযর শেষ	ইশরাক নামায আরম্ভ	চাশ্‌ত নামায আরম্ভ	দুপুরে জোহর নামায নিষিদ্ধ	জোহর বা জুমআ আরম্ভ	আসর নামায আরম্ভ	আসর নামায শেষ	সূর্যাস্ত, ইফতার ও মাগরিব আরম্ভ	আওয়াবিন শেষ, ইশা আরম্ভ	মধ্যরাত্রি বা তাহাজ্জুদ আরম্ভ
ইং জুন	বাং জৈষ্ঠ্য আষাঢ়											
1	18	3-20	4-51	5-11	8-13	11-34	11-56	4-11	6-14	6-22	7-42	10-51
2	19	3-20	4-51	5-11	8-13	11-34	11-56	4-11	6-14	6-22	7-42	10-51
3	20	3-19	4-51	5-11	8-13	11-34	11-56	4-12	6-14	6-22	7-43	10-51
4	21	3-19	4-51	5-11	8-13	11-34	11-56	4-12	6-15	6-23	7-43	10-51
5	22	3-19	4-51	5-11	8-13	11-34	11-56	4-13	6-15	6-23	7-44	10-51
6	23	3-19	4-51	5-11	8-13	11-35	11-57	4-13	6-16	6-24	7-45	10-52
7	24	3-19	4-51	5-11	8-13	11-35	11-57	4-13	6-16	6-24	7-45	10-52
8	25	3-18	4-51	5-11	8-13	11-35	11-57	4-14	6-17	6-25	7-46	10-52
9	26	3-18	4-51	5-11	8-13	11-35	11-57	4-14	6-17	6-25	7-47	10-52
10	27	3-18	4-51	5-11	8-13	11-35	11-57	4-14	6-17	6-25	7-47	10-52
11	28	3-18	4-51	5-11	8-14	11-36	11-58	4-14	6-18	6-26	7-47	10-52
12	29	3-18	4-51	5-11	8-14	11-36	11-58	4-15	6-18	6-26	7-47	10-52
13	30	3-18	4-51	5-11	8-14	11-36	11-58	4-15	6-18	6-26	7-48	10-52
14	31	3-18	4-51	5-11	8-14	11-36	11-58	4-15	6-19	6-27	7-49	10-53
15	আষাঢ়	3-18	4-51	5-11	8-14	11-36	11-59	4-16	6-19	6-27	7-49	10-53
16	2	3-18	4-51	5-11	8-14	11-37	11-59	4-16	6-19	6-27	7-49	10-53
17	3	3-19	4-51	5-11	8-14	11-37	11-59	4-16	6-20	6-28	7-33	10-54
18	4	3-19	4-51	5-11	8-14	11-37	11-59	4-16	6-20	6-28	7-33	10-54
19	5	3-19	4-52	5-12	8-15	11-37	11-59	4-17	6-20	6-28	7-34	10-54
20	6	3-19	4-52	5-12	8-15	11-37	11-59	4-17	6-20	6-28	7-34	10-54
21	7	3-19	4-52	5-12	8-15	11-38	12-00	4-17	6-20	6-28	7-35	10-54
22	8	3-20	4-52	5-12	8-15	11-38	12-00	4-17	6-21	6-29	7-36	10-55
23	9	3-20	4-52	5-12	8-16	11-38	12-00	4-18	6-21	6-29	7-36	10-55
24	10	3-20	4-53	5-13	8-16	11-38	12-00	4-18	6-21	6-29	7-37	10-55
25	11	3-20	4-53	5-13	8-16	11-38	12-00	4-18	6-21	6-29	7-38	10-55
26	12	3-21	4-53	5-13	8-16	11-39	12-01	4-18	6-21	6-29	7-38	10-55
27	13	3-21	4-53	5-13	8-16	11-39	12-01	4-18	6-21	6-29	7-39	10-55
28	14	3-21	4-54	5-14	8-17	11-39	12-01	4-18	6-22	6-30	7-40	10-56
29	15	3-22	4-54	5-14	8-17	11-40	12-02	4-18	6-22	6-30	7-41	10-56
30	16	3-22	4-54	5-14	8-17	11-40	12-02	4-18	6-22	6-30	7-41	10-56

জুলাই,আষাঢ়, শ্রাবণ

তারিখ		সেহেরী শেষ ফযর আরম্ভ	সূর্যোদয় বা ফযর শেষ	ইশরাক নামায আরম্ভ	চাশ্‌ত নামায আরম্ভ	দুপুরে জোহর নামায নিষিদ্ধ	জোহর বা জুমআ আরম্ভ	আসর নামায আরম্ভ	আসর নামায শেষ	সূর্যাস্ত, ইফতার ও মাগরিব আরম্ভ	আওয়াবিন শেষ, ইশা আরম্ভ	মধ্যরাত্রি বা তাহাজ্জুদ আরম্ভ
ইং জুলাই	বাং শ্রাবণ আষাঢ়											
1	17	3-22	4-55	5-15	8-18	11-40	12-02	4-18	6-22	6-30	7-51	10-56
2	18	3-23	4-55	5-15	8-18	11-40	12-02	4-18	6-22	6-30	7-51	10-57
3	19	3-23	4-56	5-16	8-18	11-40	12-02	4-18	6-22	6-30	7-51	10-57
4	20	3-24	4-56	5-16	8-18	11-40	12-02	4-18	6-22	6-30	7-51	10-57
5	21	3-24	4-56	5-16	8-18	11-40	12-02	4-18	6-22	6-30	7-51	10-57
6	22	3-25	4-57	5-17	8-19	11-41	12-03	4-18	6-22	6-30	7-51	10-58
7	23	3-25	4-57	5-17	8-19	11-41	12-03	4-18	6-22	6-30	7-51	10-58
8	24	3-26	4-57	5-17	8-19	11-41	12-03	4-19	6-22	6-30	7-50	10-58
9	25	3-26	4-58	5-18	8-20	11-41	12-03	4-19	6-22	6-30	7-50	10-58
10	26	3-27	4-58	5-18	8-20	11-41	12-03	4-19	6-21	6-29	7-50	10-58
11	27	3-27	4-59	5-19	8-21	11-41	12-03	4-19	6-21	6-29	7-50	10-58
12	28	3-28	4-59	5-19	8-21	11-41	12-03	4-19	6-21	6-29	7-49	10-59
13	29	3-28	4-59	5-19	8-21	11-41	12-03	4-19	6-21	6-29	7-49	10-59
14	30	3-29	5-00	5-20	8-21	11-41	12-03	4-19	6-21	6-29	7-49	10-59
15	31	3-29	5-00	5-20	8-21	11-41	12-03	4-19	6-21	6-29	7-49	10-59
16	32	3-30	5-01	5-21	8-22	11-42	12-04	4-19	6-21	6-29	7-48	11-00
17	শ্রাবণ	3-31	5-01	5-21	8-22	11-42	12-04	4-20	6-20	6-28	7-48	11-00
18	2	3-31	5-01	5-21	8-22	11-42	12-04	4-20	6-20	6-28	7-47	11-00
19	3	3-32	5-02	5-22	8-22	11-42	12-04	4-20	6-20	6-28	7-47	11-00
20	4	3-33	5-02	5-22	8-22	11-42	12-04	4-20	6-20	6-28	7-46	11-00
21	5	3-33	5-03	5-23	8-23	11-42	12-04	4-20	6-19	6-27	7-45	11-00
22	6	3-34	5-03	5-23	8-23	11-42	12-04	4-20	6-19	6-27	7-45	11-01
23	7	3-34	5-04	5-24	8-23	11-42	12-04	4-19	6-19	6-27	7-44	11-01
24	8	3-35	5-04	5-24	8-23	11-42	12-04	4-19	6-18	6-26	7-43	11-01
25	9	3-35	5-04	5-24	8-23	11-42	12-04	4-19	6-18	6-26	7-42	11-01
26	10	3-36	5-05	5-25	8-24	11-42	12-04	4-19	6-17	6-25	7-42	11-01
27	11	3-37	5-05	5-25	8-24	11-42	12-04	4-19	6-17	6-25	7-41	11-01
28	12	3-37	5-06	5-26	8-24	11-42	12-04	4-19	6-17	6-25	7-41	11-01
29	13	3-38	5-06	5-26	8-24	11-42	12-04	4-19	6-16	6-24	7-41	11-01
30	14	3-39	5-07	5-27	8-25	11-42	12-04	4-19	6-16	6-24	7-40	11-02
31	15	3-39	5-07	5-27	8-25	11-42	12-04	4-19	6-16	6-24	7-39	11-02

আগষ্ট,আষাঢ়,ভাদ্র

তারিখ		সেহেরী শেষ ফযর আরম্ভ	সূর্যদয় বা ফযর শেষ	ইশরাক নামায আরম্ভ	চাশ্‌ত নামায আরম্ভ	দুপুরে জোয়াল নামায নিষিদ্ধ	যোহর বা জুমআ আরম্ভ	আসর নামায আরম্ভ	আসর নামায শেষ	সূর্যাস্ত, ইফতার ও মাগরিব আরম্ভ	আওয়াবিন শেষ, ইশা আরম্ভ	মধ্যরাত্রি বা তাহাজ্জুদ আরম্ভ
ইং আগষ্ট	বাং শ্রাবণ ভাদ্র											
1	16	3-40	5-07	5-27	8-25	11-42	12-04	4-19	6-15	6-23	7-38	11-02
2	17	3-40	5-08	5-28	8-25	11-42	12-04	4-18	6-14	6-22	7-38	11-02
3	18	3-41	5-08	5-28	8-25	11-42	12-04	4-18	6-14	6-22	7-37	11-02
4	19	3-42	5-09	5-29	8-26	11-42	12-04	4-18	6-13	6-21	7-36	11-02
5	20	3-42	5-09	5-29	8-26	11-42	12-04	4-18	6-12	6-20	7-36	11-02
6	21	3-43	5-10	5-30	8-26	11-42	12-04	4-18	6-12	6-20	7-36	11-02
7	22	3-43	5-10	5-30	8-26	11-42	12-04	4-17	6-11	6-19	7-35	11-02
8	23	3-44	5-10	5-30	8-26	11-42	12-04	4-17	6-11	6-19	7-35	11-02
9	24	3-45	5-11	5-31	8-26	11-41	12-03	4-17	6-10	6-18	7-34	11-02
10	25	3-45	5-11	5-31	8-26	11-41	12-03	4-17	6-09	6-17	7-33	11-02
11	26	3-46	5-11	5-31	8-26	11-41	12-03	4-16	6-09	6-17	7-32	11-02
12	27	3-46	5-12	5-32	8-27	11-41	12-03	4-16	6-08	6-16	7-31	11-02
13	28	3-47	5-12	5-32	8-27	11-41	12-03	4-16	6-07	6-15	7-30	11-01
14	29	3-47	5-13	5-33	8-27	11-41	12-03	4-15	6-06	6-14	7-29	11-01
15	30	3-48	5-13	5-33	8-27	11-41	12-03	4-15	6-06	6-14	7-28	11-01
16	31	3-49	5-13	5-33	8-27	11-40	12-02	4-14	6-05	6-13	7-27	11-01
17	ভাদ্র	3-49	5-14	5-34	8-27	11-40	12-02	4-14	6-04	6-12	7-26	11-01
18	2	3-50	5-14	5-34	8-27	11-40	12-02	4-14	6-03	6-11	7-25	11-01
19	3	3-50	5-14	5-34	8-27	11-40	12-02	4-13	6-02	6-10	7-24	11-00
20	4	3-51	5-15	5-35	8-27	11-40	12-02	4-13	6-02	6-10	7-23	11-00
21	5	3-51	5-15	5-35	8-28	11-39	12-01	4-12	6-01	6-09	7-22	11-00
22	6	3-52	5-16	5-36	8-28	11-39	12-01	4-12	6-00	6-08	7-21	11-00
23	7	3-52	5-16	5-36	8-28	11-39	12-01	4-11	5-59	6-07	7-20	11-00
24	8	3-53	5-16	5-36	8-28	11-39	12-01	4-11	5-58	6-06	7-19	11-00
25	9	3-54	5-17	5-37	8-28	11-38	12-00	4-10	5-57	6-05	7-18	11-00
26	10	3-54	5-17	5-37	8-28	11-38	12-00	4-10	5-57	6-05	7-17	11-00
27	11	3-55	5-17	5-37	8-28	11-38	12-00	4-09	5-56	6-04	7-16	11-00
28	12	3-55	5-18	5-38	8-28	11-38	12-00	4-09	5-55	6-03	7-15	10-59
29	13	3-55	5-18	5-38	8-28	11-38	12-00	4-08	5-54	6-02	7-14	10-59
30	14	3-56	5-18	5-38	8-28	11-38	12-00	4-08	5-53	6-01	7-13	10-59
31	15	3-56	5-18	5-38	8-28	11-38	11-53	4-07	5-52	6-00	7-12	10-59

সেপ্টেম্বর, ভাদ্র-আশ্বিন,

তারিখ		সেহেরী শেষ ফযর আরম্ভ	সূর্যদয় বা ফযর শেষ	ইশরাক নামায আরম্ভ	চাশ্‌ত নামায আরম্ভ	দুপুরে জোয়াল নামায নিষিদ্ধ	যোহর বা জুমআ আরম্ভ	আসর নামায আরম্ভ	আসর নামায শেষ	সূর্যাস্ত, ইফতার ও মাগরিব আরম্ভ	আওয়াবিন শেষ, ইশা আরম্ভ	মধ্যরাত্রি বা তাহাজ্জুদ আরম্ভ
ইং সেপ্টে	বাং ভাদ্র আশ্বিন											
1	16	3-56	5-19	5-39	8-28	11-37	11-59	4-06	5-51	5-59	7-11	10-58
2	17	3-57	5-19	5-39	8-28	11-36	11-58	4-06	5-50	5-58	7-10	10-58
3	18	3-58	5-19	5-39	8-28	11-36	11-58	4-05	5-49	5-57	7-09	10-58
4	19	3-58	5-20	5-40	8-28	11-36	11-58	4-05	5-48	5-56	7-08	10-57
5	20	3-58	5-20	5-40	8-28	11-35	11-57	4-04	5-47	5-55	7-06	10-57
6	21	3-59	5-20	5-40	8-28	11-35	11-57	4-03	5-46	5-54	7-05	10-57
7	22	3-59	5-21	5-41	8-28	11-35	11-57	4-03	5-45	5-53	7-04	10-57
8	23	3-59	5-21	5-41	8-28	11-34	11-56	4-02	5-44	5-52	7-03	10-56
9	24	4-00	5-21	5-41	8-28	11-34	11-56	4-01	5-43	5-51	7-02	10-56
10	25	4-01	5-22	5-42	8-28	11-34	11-56	4-01	5-42	5-50	7-01	10-55
11	26	4-01	5-22	5-42	8-28	11-33	11-55	4-00	5-41	5-49	7-00	10-55
12	27	4-01	5-22	5-42	8-28	11-33	11-55	3-59	5-40	5-48	6-59	10-55
13	28	4-01	5-22	5-42	8-28	11-33	11-55	3-58	5-39	5-47	6-58	10-54
14	29	4-02	5-23	5-43	8-28	11-32	11-54	3-57	5-38	5-46	6-57	10-54
15	30	4-02	5-23	5-43	8-28	11-32	11-55	3-56	5-37	5-45	6-56	10-54
16	31	4-02	5-23	5-43	8-28	11-31	11-53	3-55	5-36	5-44	6-55	10-53
17	আশ্বিন	4-03	5-24	5-44	8-28	11-31	11-53	3-55	5-35	5-43	6-54	10-53
18	2	4-03	5-24	5-44	8-28	11-31	11-53	3-54	5-34	5-42	6-52	10-53
19	3	4-03	5-24	5-44	8-28	11-30	11-52	3-54	5-33	5-41	6-51	10-52
20	4	4-04	5-24	5-44	8-28	11-30	11-52	3-52	5-32	5-40	6-50	10-52
21	5	4-04	5-25	5-45	8-27	11-30	11-52	3-52	5-31	5-39	6-49	10-52
22	6	4-04	5-25	5-45	8-27	11-29	11-51	3-52	5-30	5-38	6-48	10-51
23	7	4-05	5-25	5-45	8-27	11-29	11-51	3-51	5-29	5-37	6-47	10-51
24	8	4-05	5-26	5-46	8-27	11-29	11-51	3-50	5-28	5-36	6-46	10-51
25	9	4-05	5-26	5-46	8-27	11-28	11-50	3-49	5-27	5-35	6-45	10-51
26	10	4-06	5-26	5-46	8-27	11-28	11-50	3-49	5-26	5-34	6-44	10-50
27	11	4-06	5-26	5-46	8-27	11-28	11-50	3-48	5-25	5-33	6-43	10-50
28	12	4-06	5-27	5-47	8-27	11-27	11-49	3-47	5-24	5-32	6-42	10-49
29	13	4-07	5-27	5-47	8-27	11-27	11-49	3-46	5-23	5-31	6-41	10-49
30	14	4-07	5-27	5-47	8-27	11-27	11-49	3-46	5-22	5-30	6-40	10-49

অক্টোবর ,আশ্বিন- কার্ত্তিক,

তারিখ ইং অক্টো	তারিখ বাং আশ্বিন কার্ত্তিক	সেহেরী শেষ ফযর আরম্ভ	সূর্যদয় বা ফযর শেষ	ইশরাক নামায আরম্ভ	চাশ্‌ত নামায আরম্ভ	দুপুরে জোয়াল নামায নিষিদ্ধ	যোহর বা জুমআ আরম্ভ	আসর নামায আরম্ভ	আসর নামায শেষ	সূর্যাস্ত ইফতার ও মাগরিব আরম্ভ	আওয়াবিন শেষ, ইশা আরম্ভ	মধ্যরাত্রি বা তাহাজ্জুদ আরম্ভ
1	15	4-07	5-28	5-48	8-27	11-26	11-49	3-45	5-22	5-30	6-39	10-49
2	16	4-08	5-28	5-48	8-27	11-26	11-48	3-44	5-21	5-29	6-38	10-49
3	17	4-08	5-28	5-48	8-27	11-26	11-48	3-43	5-20	5-28	6-37	10-48
4	18	4-08	5-29	5-49	8-27	11-25	11-47	3-42	5-19	5-27	6-36	10-48
5	19	4-09	5-29	5-49	8-27	11-25	11-47	3-42	5-18	5-26	6-35	10-48
6	20	4-09	5-29	5-49	8-27	11-25	11-47	3-42	5-17	5-25	6-34	10-47
7	21	4-09	5-30	5-50	8-27	11-25	11-46	3-40	5-16	5-24	6-33	10-47
8	22	4-10	5-30	5-50	8-27	11-24	11-46	3-39	5-15	5-23	6-32	10-46
9	23	4-10	5-30	5-50	8-27	11-24	11-46	3-38	5-14	5-22	6-31	10-46
10	24	4-10	5-31	5-51	8-27	11-24	11-45	3-37	5-13	5-21	6-31	10-46
11	25	4-11	5-31	5-51	8-27	11-23	11-45	3-36	5-12	5-20	6-30	10-46
12	26	4-11	5-32	5-52	8-27	11-23	11-45	3-36	5-11	5-19	6-29	10-45
13	27	4-11	5-32	5-52	8-28	11-23	11-45	3-35	5-10	5-18	6-28	10-45
14	28	4-12	5-32	5-52	8-28	11-23	11-44	3-34	5-10	5-18	6-27	10-45
15	29	4-12	5-33	5-53	8-28	11-22	11-44	3-33	5-09	5-17	6-26	10-45
16	30	4-12	5-33	5-53	8-28	11-22	11-44	3-33	5-08	5-16	6-26	10-44
17	31	4-13	5-34	5-54	8-28	11-22	11-44	3-32	5-07	5-15	6-25	10-44
18	কার্ত্তিক	4-13	5-34	5-54	8-28	11-22	11-44	3-31	5-06	5-14	6-24	10-44
19	2	4-14	5-34	5-54	8-28	11-21	11-43	3-31	5-05	5-13	6-23	10-44
20	3	4-14	5-35	5-55	8-28	11-21	11-43	3-30	5-05	5-13	6-23	10-44
21	4	4-14	5-35	5-55	8-28	11-21	11-43	3-29	5-04	5-11	6-22	10-43
22	5	4-15	5-36	5-56	8-29	11-21	11-43	3-28	5-03	5-11	6-21	10-43
23	6	4-15	5-36	5-56	8-29	11-21	11-43	3-28	5-02	5-10	6-21	10-43
24	7	4-15	5-37	5-57	8-29	11-20	11-42	3-27	5-02	5-10	6-20	10-43
25	8	4-16	5-37	5-57	8-29	11-20	11-42	3-27	5-01	5-09	6-19	10-43
26	9	4-16	5-38	5-58	8-29	11-20	11-42	3-26	5-00	5-08	6-19	10-42
27	10	4-17	5-38	5-58	8-29	11-20	11-42	3-25	5-00	5-08	6-18	10-42
28	11	4-17	5-39	5-58	8-30	11-20	11-42	3-25	4-59	5-07	6-17	10-42
29	12	4-17	5-39	5-59	8-30	11-20	11-42	3-25	4-58	5-06	6-17	10-42
30	13	4-18	5-40	6-00	8-30	11-20	11-42	3-24	4-58	5-06	6-16	10-42
31	14	4-18	5-40	6-00	8-30	11-20	11-42	3-24	4-57	5-05	6-16	10-42

নভেম্বর,কার্ত্তিক,অগ্রাহায়ন

তারিখ ইং নভে	তারিখ বাং কার্ত্তিক অগ্রাহা	সেহেরী শেষ ফযর আরম্ভ	সূর্যদয় বা ফযর শেষ	ইশরাক নামায আরম্ভ	চাশ্‌ত নামায আরম্ভ	দুপুরে জোয়াল নামায নিষিদ্ধ	যোহর বা জুমআ আরম্ভ	আসর নামায আরম্ভ	আসর নামায শেষ	সূর্যাস্ত, ইফতার ও মাগরিব আরম্ভ	আওয়াবিন শেষ, ইশা আরম্ভ	মধ্যরাত্রি বা তাহাজ্জুদ আরম্ভ
1	15	4-19	5-41	6-01	8-31	11-20	11-42	3-23	4-56	5-04	6-15	10-42
2	16	4-19	5-41	6-01	8-31	11-20	11-42	3-23	4-56	5-04	6-15	10-42
3	17	4-19	5-42	6-02	8-31	11-20	11-42	3-22	4-55	5-03	6-14	10-42
4	18	4-20	5-42	6-02	8-31	11-20	11-42	3-22	4-55	5-03	6-14	10-41
5	19	4-20	5-43	6-03	8-32	11-20	11-42	3-21	4-54	5-02	6-13	10-41
6	20	4-21	5-43	6-03	8-32	11-20	11-42	3-21	4-54	5-02	6-13	10-41
7	21	4-21	5-44	6-04	8-33	11-21	11-43	3-20	4-53	5-01	6-13	10-41
8	22	4-22	5-45	6-05	8-33	11-21	11-43	3-20	4-53	5-01	6-13	10-41
9	23	4-22	5-45	6-05	8-33	11-21	11-43	3-19	4-52	5-00	6-12	10-41
10	24	4-10	5-46	6-06	8-34	11-21	11-43	3-19	4-52	5-00	6-12	10-41
11	25	4-23	5-46	6-06	8-34	11-21	11-43	3-18	4-51	4-59	6-12	10-41
12	26	4-23	5-47	6-07	8-34	11-21	11-43	3-18	4-51	4-59	6-12	10-41
13	27	4-24	5-48	6-08	8-35	11-21	11-43	3-17	4-51	4-59	6-12	10-41
14	28	4-24	5-48	6-08	8-35	11-21	11-43	3-17	4-50	4-58	6-12	10-41
15	29	4-25	5-49	6-09	8-35	11-21	11-43	3-17	4-50	4-58	6-11	10-41
16	30	4-26	5-49	6-09	8-35	11-21	11-43	3-17	4-50	4-58	6-10	10-41
17	অগ্রাহায়ন	4-26	5-50	6-10	8-36	11-21	11-43	3-17	4-49	4-57	6-10	10-42
18	2	4-27	5-51	6-11	8-36	11-21	11-43	3-16	4-49	4-57	6-10	10-42
19	3	4-27	5-51	6-11	8-37	11-22	11-44	3-16	4-49	4-57	6-10	10-42
20	4	4-28	5-52	6-12	8-38	11-22	11-44	3-16	4-49	4-57	6-10	10-43
21	5	4-28	5-52	6-12	8-38	11-22	11-44	3-16	4-48	4-56	6-10	10-43
22	6	4-29	5-53	6-13	8-38	11-22	11-44	3-16	4-48	4-56	6-10	10-43
23	7	4-30	5-54	6-14	8-39	11-23	11-45	3-16	4-48	4-56	6-10	10-43
24	8	4-30	5-55	6-15	8-39	11-23	11-45	3-15	4-48	4-56	6-10	10-43
25	9	4-31	5-56	6-16	8-40	11-23	11-45	3-15	4-48	4-56	6-10	10-43
26	10	4-31	5-57	6-17	8-40	11-23	11-45	3-15	4-48	4-56	6-10	10-43
27	11	4-32	5-57	6-17	8-41	11-24	11-45	3-15	4-48	4-56	6-10	10-44
28	12	4-32	5-58	6-18	8-41	11-24	11-46	3-15	4-48	4-56	6-10	10-44
29	13	4-33	5-59	6-19	8-42	11-24	11-46	3-15	4-48	4-56	6-10	10-45
30	14	4-34	5-59	6-19	8-42	11-25	11-47	3-24	4-48	4-56	6-10	10-45

ডিসেম্বর,অগ্রাহায়ন,পৌষ

তারিখ		সেহেরী শেষ ফযর আরম্ভ	সূর্যদয় বা ফযর শেষ	ইশরাক নামায আরম্ভ	চাশত নামায আরম্ভ	দুপুরে জোহান নামায নিষিদ্ধ	মোহর বা জুমআ আরম্ভ	আসর নামায আরম্ভ	আসর নামায শেষ	সূর্যাস্ত, ইফতার ও মাগরিব আরম্ভ	আওয়াবিন শেষ, ইশা আরম্ভ	মধ্যরাত্রি বা তাহাজ্জুদ আরম্ভ
ইং ডিসে	বাং অগ্রাহ পৌষ											
1	15	4-34	5-59	6-19	8-42	11-25	11-47	3-15	4-48	4-56	6-10	10-45
2	16	4-35	6-00	6-20	8-43	11-26	11-48	3-15	4-48	4-56	6-10	10-46
3	17	4-35	6-01	6-20	8-44	11-26	11-48	3-15	4-48	4-56	6-11	10-46
4	18	4-36	6-01	6-21	8-44	11-26	11-48	3-16	4-48	4-56	6-11	10-46
5	19	4-37	6-02	6-21	8-45	11-27	11-49	3-16	4-49	4-57	6-11	10-47
6	20	4-37	6-03	6-22	8-45	11-27	11-49	3-16	4-49	4-57	6-11	10-47
7	21	4-38	6-03	6-23	8-46	11-28	11-50	3-16	4-49	4-57	6-11	10-48
8	22	4-38	6-04	6-23	8-46	11-28	11-50	3-16	4-49	4-57	6-12	10-48
9	23	4-39	6-05	6-24	8-47	11-29	11-51	3-17	4-49	4-57	6-12	10-48
10	24	4-39	6-05	6-25	8-47	11-29	11-51	3-17	4-50	4-58	6-12	10-49
11	25	4-40	6-06	6-25	8-48	11-29	11-51	3-17	4-50	4-58	6-13	10-49
12	26	4-41	6-07	6-26	8-49	11-30	11-52	3-17	4-50	4-58	6-13	10-50
13	27	4-41	6-07	6-27	8-49	11-30	11-52	3-18	4-51	4-59	6-13	10-50
14	28	4-42	6-08	6-27	8-50	11-31	11-53	3-18	4-51	4-59	6-14	10-51
15	29	4-42	6-08	6-28	8-50	11-32	11-54	3-18	4-51	4-59	6-14	10-51
16	30	4-43	6-09	6-28	8-51	11-32	11-54	3-19	4-52	5-00	6-15	10-52
17	পৌষ	4-43	6-09	6-29	8-51	11-33	11-55	3-19	4-52	5-00	6-15	10-52
18	2	4-44	6-10	6-30	8-52	11-33	11-55	3-20	4-53	5-01	6-15	10-53
19	3	4-44	6-11	6-31	8-53	11-34	11-56	3-20	4-53	5-01	6-16	10-53
20	4	4-45	6-11	6-31	8-53	11-34	11-56	3-21	4-53	5-01	6-16	10-53
21	5	4-45	6-12	6-32	8-54	11-35	11-57	3-21	4-54	5-02	6-17	10-54
22	6	4-46	6-12	6-32	8-54	11-35	11-57	3-22	4-54	5-02	6-17	10-54
23	7	4-46	6-13	6-33	8-55	11-36	11-58	3-23	4-55	5-03	6-17	10-55
24	8	4-47	6-13	6-33	8-55	11-36	11-58	3-23	4-55	5-03	6-18	10-55
25	9	4-47	6-14	6-34	8-56	11-37	11-59	3-24	4-56	5-04	6-18	10-56
26	10	4-48	6-14	6-34	8-56	11-37	11-59	3-24	4-57	5-05	6-19	10-57
27	11	4-48	6-14	6-34	8-56	11-38	12-00	3-25	4-57	5-05	6-19	10-57
28	12	4-49	6-15	6-35	8-57	11-38	12-00	3-25	4-58	5-06	6-20	10-58
29	13	4-49	6-15	6-35	8-57	11-39	12-01	3-26	4-58	5-06	6-21	10-58
30	14	4-50	6-16	6-36	8-58	11-39	12-01	3-27	4-59	5-07	6-22	10-59
31	15	4-50	6-16	6-36	8-58	11-40	12-02	3-27	4-59	5-07	6-22	10-59

লেখকের কলমে

১.খাতিমুল মুহাক্কীকিন ।
২. ইলমে গায়ের প্রসঙ্গ ।
৩.তাবলিগী জামায়াত প্রসঙ্গ ।
৪.জানে ঈমান তরজমা ।
৫.মিলাদুন্নাবী ।
৬.সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা ।
৭.সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান ।
৮.সুন্নী বাণী বা তোহফায়ে কুরবানী ।
৯.শানে হযরত মুয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ।
১০.সাহাবায়ে কেরাম ও আহ্লিবায়ে আহলে সুন্নাত ।
১১.তাহমীদে ঈমান তরজমা ।
১২.এ যুগের দাজ্জাল জাকীর নায়েক (সংগৃহীত) ।
১৩. আম্মাপারা সংক্ষিপ্ত টীকা ।
১৪. নুরী নামায শিক্ষা ।
১৫.জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা ।
১৬. দোওয়া কিভাবে কবুল হয় ।
১৭. উমরাহ হজ্বের নিয়মাবলী ।
১৮.তাবলিগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে ।
১৯. ত্বালাকের অকাট্য বিধান ।
২০. হুযুর তাজুশশরীয়া ।
২১. সাওতুল হক্ব ।
২২. সুন্নী হজ্ব ও উমরা গাইড
২৩. হুযুর মুফতী-এ-আযাম
২৪.রোগ কি সংক্রামক ?
২৫. জুম্মার খুঁটিনাটি মাসায়েল
২৬. ওহাবী পরিচিতি
২৭. সুন্নী বাহার বা নাত সমাহার